শুক্লবসনা সুন্দরী।

শ্রীযুক্ত উইল্কি কলিন্স প্রণীত 'উম্যান ইন
হোয়াইট' নামক সুবিখ্যাত
উপন্যাস অবলম্বনে

শ্রী-দামোদর-মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা।

বলরাম দের ষ্ট্রীট, ৬ সংখ্যক ভবনস্থ

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

এইচ্ এম্ মুখোপাধ্যায় এবং কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্বৎ ১৯৪৫।

26 JUN 1890

শুক্লবসনা সুন্দরী।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমতী মনোরমা দেবীর দিনলিপির অপরাংশ।

* * * * * *

কালিকাপুর, হুগলি।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৭। ছয় মাস—সুদীর্ঘ ছয় মাস কাল অতীত হইয়া গেল, লীলার চাঁদমুখ চক্ষে দেখি নাই। আর একটী দিন কাটিলে লীলাকে দেখিতে পাইব। ১২ই সকলে দেশে ফিরিবেন কথা আছে। আর একটী দিন—২৪ ঘণ্টা পরে সত্যই কি লীলাকে দেখিতে পাইব? কত ক্ষণে এ দিনটা ফুরাইবে?

সমস্ত শীতটা লীলা ও তাঁহার স্বামী আগ্রা, দিল্লি, লাহোর প্রভৃতি স্থানে অতিবাহিত করিয়াছেন। গ্রীষ্ম পড়িলে

তাঁহারা সিমলা শৈলে ছিলেন। এক্ষণে বাটি ফিরিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে জগদীশনাথ চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী রজমতী দেবীও আসিতেছেন। ইঁহারা কলিকাতা সন্নিহিত কোন স্থানে অবস্থান করিবেন কথা আছে। যতদিন স্থান ও বাসা মনোনীত না হয়, ততদিন তাঁহারা রাজার কালিকাপুরস্থ ভবনে বাস করিবেন স্থির হইয়াছে। যাহার ইচ্ছা হয় আসুক—যত লোক ইচ্ছা সঙ্গে আনিয়া রাজভবন পরিপূর্ণ করুন আমার তাহাতে ইষ্টাপত্তি নাই—কেবল লীলা নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিলে ও তাহার সঙ্গে আমি থাকিতে পাইলেই চরিতার্থ হই।

লীলার মুঙ্গের হইতে লিখিত পত্র পাইয়া কল্য আমি শক্তিপুর ত্যাগ করিয়াছি। রাজা দেশে ফিরিয়া কলিকাতায় থাকিবেন কি বাটি আসিবেন তাহা পূর্ব্বে স্থির ছিল না, এজন্য আমি পূর্ব্বে আসিতে পারি নাই। লীলার পত্র পাইয়া জানিলাম, দেশ ভ্রমণে রাজার এত অধিক অর্থ ব্যয় ঘটিয়াছে যে, কলিকাতার ব্যয় সংকুলন করা তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট হইবে। সুতরাং কলিকাতায় না গিয়া বাটিতে আসাই তিনি সৎপরামর্শ মনে করিয়াছেন। কলিকাতাতেই হউক আর কালিকাপুরেই হউক, লীলার সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ হইলেই হয়। নানা কারণে কালিকাপুরে পৌঁছিতে আমার রাত্রি হইয়া গিয়াছে। রাত্রে রাজবাটি দেখিতে পাইলাম না; মোটামুটি বুঝিলাম, রাজবাটী স্থান নয়। প্রাসাদের চারিদিকে অসংখ্য বড় বড় গাছ ঢাকিয়া বায়ুর চলাচল বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে

যে দ্বারবান আমাকে দ্বার খুলিয়া দিল এবং যে দাসী আমাকে অভ্যর্থনা করিল তাহারা লোক মন্দ নহে। অন্যান্য দাস দাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিল না। আমার জন্য যে ঘরটী নির্দ্ধারিত ছিল তাহা অতি সুন্দর।

শুনিলাম কালিকাপুরের রাজবাটি অতি প্রাচীন। তাহার একাংশ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। ঐই রাজবাটি সংলগ্ন একটী প্রাচীন বিল আছে। তাহার নাম কালিকাসাগর।

১১টা বাজিয়া গেল। চাকর বাকরের সাড়া শব্দ ক্রমে থামিয়া গেল; বোধ হয় তাহারা নিদ্রার সেবা করিতে আরম্ভ করিল। আমিও কি তাহাই করিব? ঘুমাইব? ঘুম কি মনে আছে? কালি লীলার মুখ খানি দেখিব, তাহার সেই মধুমাখা কথা শুনিব, এ আনন্দে ঘুম কি আসিতে পারে? যদি স্ত্রীলোক না হইতাম, তাহা হইলে রাজার অশ্বশালা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট অশ্ব লইয়া ক্রমশঃ মুঙ্গেরের দিকে ছুটিতাম। কি করিব—অধম স্ত্রীলোক নিন্দার ভয়েই অবসন্ন—সুতরাং সকলই সহ্য করিতে বাধ্য। তবে এখন করিব কি? পড়িব। পুস্তকে মন সংযোগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে লিখি—দেখি লিখিতে লিখিতে ক্লান্তি ও নিদ্রা আইসে কি না।

দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা আমার মনে সর্ব্বদাই জাগরূক। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার পর তাঁহার এক পত্র পাইয়াছিলাম। সে পত্র অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে লিখিত। তাহার পর এ পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন সংবাদ পাই নাই।

মুক্তকেশীর বিবরণ সেইরূপই তমসাচ্ছন্ন। তাঁহার বা তাঁহার আত্মীয়া রোহিণী দেবীর কোন সংবাদই পাই নাই। তাঁহারা কোথায় আছেন, আছেন কি না আছেন, তাহা কে বলিবে ?

আমাদের পরম বন্ধু উকীল উমেশ বাবু বড় পীড়িত। নিরন্ত অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম হেতু তিনি বহু দিনাবধি শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসকেরা তাঁহাকে এককালে শ্রম করিতে নিষেধ করেন। তিনি সে উপদেশ পালন করিতে পারেন নাই। অবশেষে নিদারুণ মূর্চ্ছা রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তিনি এক্ষণে বায়ু পরিবর্ত্তন ও বিশ্রামের নিমিত্ত দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ব্যবসায়ের অংশিদার এক্ষণে তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। সুতরাং দৈবনিগ্রহে আপাততঃ এই একজন পরমাত্মীয়ের সাহায্যে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি।

লীলা এবং আমি উভয়েই আনন্দধাম ত্যাগ করায় অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীও অগত্যা সে স্থান ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। কলিকাতায় তাঁহার এক ভগ্নী বাস করেন। ঠাকুরাণী সেই ভগ্নীর আলয়ে বাস করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। লীলাকে ঠাকুরাণী সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন। লীলা নির্ব্বিঘ্নে দেশে ফিরিয়া আসিতেছে, সুতরাং যখন ইচ্ছা আবার তিনি তাহাকে দেখিতে পাইবেন, এই আশায় তাঁহার আনন্দের সীমা নাই।

যিনি যাহাই বলুন, আমার বোধ হয় বাটি স্ত্রীলোক বিহীন হওয়ায় রায় মহাশয় বড়ই খুসি। মুখে যতই দুঃখ প্রকাশ করুন মনে মনে যে তিনি অপার আনন্দিত ইহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি সেই প্রাচীন পুস্তক সমূহ, চিত্রাবলী, গন্ধদ্রব্য, ও বালিস বেষ্টিত হইয়া নির্জ্জন পুরীতে নিষ্কণ্টকে নিদ্রা দিতেছেন আর কারণে ও অকারণে নিরীহ চাকর চাকরাণী গুলাকে প্রাণপণে খাটাইয়া মারিতেছেন।

যাহার যাহার কথা আমার স্মৃতির প্রধান সহচর তাহা তো বলিলাম। কিন্তু যে আমার জীবনের জীবন, সেই লীলা এ ছয় মাস কেমন করিয়া কাটাইল তাহা একবার মনে করিয়া দেখি। এ ছয় মাস কাল লীলার অনেক পত্র পাইয়াছি; কিন্তু জ্ঞাতব্য কোন কথাই সে সকল পত্রে পরিস্ফুট হয় নাই। তিনি কি তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করেন? বিবাহের দিনে, বিদায় কালে তাহার যে ভাব দেখিয়াছিলাম এখন কি সে তাহা অপেক্ষা সুখে আছে? আমার প্রত্যেক পত্রেই আমি নানা ভঙ্গিতে এই দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু লীলা কোন পত্রেই ইহার উত্তর দেয় নাই; সে যাহা লিখিয়াছে তাহা কেবল স্বীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। বিবাহ যে তাহার মনের সহিত মিলিয়াছে, বিগত ২২ শে অগ্রহায়ণের কথা মনে হইলে সে যে আর কাতর হয় না, এরূপ উক্তি তাহার কোন পত্রেই নাই। পত্র মধ্যে যেখানে রাজার কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে, লীলা সেখানে তাঁহাকে মাননীয় বন্ধু রূপে উল্লেখ করিয়াছে; কুত্রাপি তাঁহাকে পরম প্রণয়াস্পদ হৃদয়েশ রূপে উল্লেখ

করে নাই। লীলার চরিত্রে বিবাহ হেতু কোন প্রকার মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া আমার বোধ হইল না। বিবাহের পুর্ব্বে যে লীলা ছিল, বিবাহের পরেও সেই লীলা রহিয়াছে। লীলার স্বামী ও তাঁহার হৃদয় সখা চৌধুরী মহাশয় উভয়েরই স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে লীলা একেবারে নির্ব্বাক। লীলা তাহার পিসি-মা রঙ্গমতী দেবীর সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা লিখিয়াছে। পুর্ব্বকালে তিনি যেমন উগ্র-স্বভাবা ছিলেন এক্ষণে তাঁহার প্রকৃতি তেমনই কোমল হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয়ের চরিত্র লীলার দুর্জ্ঞেয় ও বুদ্ধির অতীত। যতক্ষণ তাঁহাকে আমি স্বয়ং দেখিয়া কোন মত স্থির না করিতেছি ততক্ষণ লীলা আর তাঁহার চরিত্রের কোন বর্ণনা করিবে না বলিয়াছে। চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে লীলার এই সকল উক্তি আমার বড় ভাল বলিয়া বোধ হইল না। লীলা আত্মীয় ও অনাত্মীয় নির্ব্বাচনে বিশেষ নিপুণা বলিয়া আমার জ্ঞান আছে। চৌধুরী মহাশয়ের প্রকৃতি নিশ্চয়ই লীলার সন্তোষ জনক নহে। লীলার কথায় স্বয়ং না দেখিয়াও চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমারও বড় ভাল অভিপ্রায় জন্মিল না। কিন্তু এখন ধৈর্য্যই সৎ-পরামর্শ। কল্য চক্ষুকর্ণের বিবাদের অবসান হইবে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। একবার জানালা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইলাম। চারিদিকে বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী যেন পাহাড় শ্রেণীর ন্যায় দেখাইতেছে। দিনে এ রাজ-ভবন না জানি কেমন দেখাইবে?

১২ই। আজিকার দিন ভাল। আশার অতীত

অনেক নূতন কথা আজি জানিতে পারিলাম। প্রাতে উঠিয়াই রাজভবন দেখিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম বাটি বহুকালের এবং বহু বিস্তৃত। তাহার অনেক শাখা প্রশাখা—অনেক বৈঠকখানা, অনেক শয়ন কক্ষ। ভবনের বহু অংশই অনধিকৃত—লোক বিহীন। একাংশ মাত্র সম্প্রতি নবীনা রাণীর অবস্থানের নিমিত্ত সংস্কৃত ও সুসজ্জিত হইয়াছে। তাহারই মধ্যে দুইটী প্রকোষ্ঠ আমার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রাজার দাস দাসী ব্যতীত অন্য পরিজন নাই। সুতরাং এই সুবৃহৎ ভবনের অধিকাংশই জনশূন্য। রাজপ্রাসাদের প্রাচীনত্ব ও বহু বিস্তৃতি; ব্যতীত তাহার প্রশংসার অন্য কোন কারণ আমার উপলব্ধি হইল না। প্রাতে বাটির অভ্যন্তর ভাগ দর্শন করিলাম, বিকালে ভবন সন্নিহিত উদ্যানাদি দেখিতে বাহির হইলাম। রাত্রে যাহা যাহা ভাবিয়াছিলাম, দিনে দেখিলাম তাহা ঠিক— কালিকাপুরের রাজ ভবনের চারিদিকে গাছের সংখ্যা বড় অধিক। গাছপালা ও বাগানের মধ্য দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একটা পথাবলম্বনে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি পরিশূন্য ভূখণ্ডে উপস্থিত হইলাম। এই ভূখণ্ডের মধ্যস্থলে একটী প্রায় শুষ্ক বিল—এই বিলের নাম কালিকাসাগর। সহজেই বুঝিতে পারিলাম এই বিল পূর্ব্বকালে বহুদূর বিস্তৃত ছিল, কালে ক্রমে ক্রমে বুঁজিয়া গিয়া ক্ষুদ্র হইয়াছে। এই জনহীন স্থানে বহুসংখ্যক ইন্দুর ও ভেকের নিবাস। বিলের এক প্রান্তে একখানি ভগ্ন নৌকা কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে—তাহার একদিকের

ছায়ায় একটী সর্প, কুণ্ডলিত হইয়া রহিয়াছে। এক দিকে একটী ক্ষুদ্র ও জীর্ণ দারুময় গৃহ। তন্মধ্যে কয়েক খানি টুল ও একটী টেবেল পড়িয়া আছে। আমি এই ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রামের জন্য একখানি টুলে উপবেশন করিলাম। তথায় কিয়ৎকাল মাত্র অবস্থান করিতে না করিতে শুনিতে পাইলাম আসনের নিম্নভাগ হইতে আমার নিশ্বাসের অবিকল প্রতিধ্বনি নির্গত হইতেছে। আমি কখনই সহজে ভীত হই না; কিন্তু অদ্য এই ব্যাপারে আমি নিতান্ত ভয়াকুল হইয়া কে কে বলিয়া বারম্বার চীৎকার করিলাম; কোনই উত্তর পাইলাম না। সাহসে ভর করিয়া আসনের নিম্নে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলাম। দেখিলাম আমার ভয়ের কারণ, একটী ছোট বিলাতী কুকুর, টুলের নিম্নে শুইয়া আছে। আমি তাহাকে বারবার আদর করিয়া ডাকিলাম, সে অব্যক্ত যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি ব্যক্ত করিতে লাগিল মাত্র। তখন আমি বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিলাম তাহার শরীরের এক স্থানে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে। নিরীহ ক্ষুদ্র প্রাণীর এই যাতনা দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল। তখন আমি অঞ্চল বস্ত্র একত্রিত করিয়া সাবধানতা সহকারে কুকুরটীকে তাহার উপর স্থাপন করিলাম এবং যত্ন সহকারে তাহাকে লইয়া অবিলম্বে গৃহে ফিরিলাম। আমার নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া আমি দাসীকে ডাকিলাম। যে দাসী আমার আজ্ঞা পালন করিতে আসিল সে নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং তাহার দয়া প্রবৃত্তি বড়ই কম। তাহার

দ্বারা কোন উপকার বা সাহায্যের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া আমি আর একজন দাসীর জন্য চীৎকার করিলাম। এবার প্রধানা দাসী বিশেষ বিবেচনা সহকারে একেবারে একটু দুগ্ধ ও গরম জল লইয়া উপস্থিত হইল। এই দাসী গিন্নি ঝি নামে পরিচিতা। গিন্নি ঝি কুকুরটীকে দেখিবা মাত্র চমকিয়া উঠিল এবং বলিল, "গুরুদেব রক্ষা কর। একি, এ যে হরিমতি ঠাকুরাণীর কুকুর দেখিতেছি।"

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাহার ?"

"হরিমতি ঠাকুরাণী—কেন আপনি কি তাঁকে জানেন না কি ?"

প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই—তবে আমি তাঁহার কথা শুনিয়াছি বটে। তিনি কি নিকটেই বাস করেন ; তিনি তাঁহার কন্যার কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি ?"

"না মা, তিনি এখানে সেই সংবাদ জানিতে আসিয়াছিলেন।"

"কবে ?"

"এই কালি। তিনি শুনিয়াছেন তাঁহার মেয়ের মত আকৃতি প্রকৃতির একটী স্ত্রীলোককে এ অঞ্চলে কোন কোন স্থানে কেহ কেহ দেখিয়াছে। আমরা এ সংবাদ কিছুই জানি না ; গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করা গেল, তাহারাও কিছুই জানে না। সেই হরিমতি ঠাকুরাণীর সঙ্গে এই কুকুরটী আমি দেখিয়াছিলাম। বোধ করি কোন প্রকারে কুকুরটী তাঁহার কাছ ছাড়া হওয়ার পর

ঘটনাক্রমে কেহ ইহাকে মারিয়া থাকিবে। মা ঠাকুরুণ, আপনি একে কোথায় পাইলেন?"

"বিলের নিকট ভাঙ্গা কাঠের ঘরে।"

"আহা, বোধ করি কেহ ইহাকে গুলি করার পর কষ্টে সৃষ্টে এ সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আপনি ইহাকে একটু দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা করুন, আমি ইহার রক্ত ধুইয়া দিই। কিন্তু যাহাই করুন এ বাঁচিবে না—তবু দেখা যাউক।"

"হরিমতি! নামটী এখনও আমার কাণে বাজিতেছে। কুকুরকে যখন বাঁচাইবার যত্ন করিতেছি তখন দেবেন্দ্র বাবুর কথা আমার মনে পড়িল। দেবেন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন, "যদি কখন মুক্তকেশী আপনার নয়ন পথবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে আপনি সে সুযোগ কদাচ অবহেলা করিবেন না।" কুকুরের ঘটনা উপলক্ষে হরিমতির এ স্থানে আগমন সংবাদ পাওয়া গেল, আবার সে ঘটনা হইতে হয়ত আরও কোন নূতন সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। দেখা যাউক, কতদূর সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আমি জিজ্ঞাসিলাম, "হরিমতি কি নিকটেই থাকে?"

গিন্নি ঝি উত্তর দিল, "না মা, তাঁর বাড়ি রামনগর, এখান থেকে ১২। ১৩ ক্রোশ দূর।"

"আমার বোধ হয় তুমি হরিমতিকে অনেক দিনাবধি দেখিতেছ।"

"না মা, আমি জীবনের মধ্যে কেবল কালি তাঁহাকে দেখিয়াছি। আমাদের রাজা দয়া করিয়া তাঁহার কন্যার

জন্য অনেক যত্ন করিয়াছেন; এই উপলক্ষে আমি অনেক বার তাহার নাম শুনিয়াছি। হরিমতির আকৃতি প্রকৃতি বেশ ভদ্র লোকের মত। তাঁহার কন্যার এ দিকে আসার কোন সংবাদ আমরা দিতে না পারায় তিনি কেমন এক রকম উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।"

এই প্রসঙ্গই চালাইবার অভিপ্রায়ে আমি বলিলাম,—"হরিমতির বিষয় জানিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। আমি যদি আর একটু অগ্রে আসিতাম তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। তিনি এখানে অনেকক্ষণ ছিলেন ?"

গিন্নি ঝি বলিল,—"হাঁ খানিকক্ষণ ছিলেন বটে। রাজা কখন ফিরিবেন এই কথা জানিবার জন্য অপর একটী ভদ্র লোক সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। অনুরোধ করিলেন, তিনি যে এখানে আসিয়াছিলেন রাজা যেন তাহা জানিতে না পারেন। এ অনুরোধের অর্থ কি তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

আমিও বুঝিতে পারিলাম না, তাঁহার আগমন সংবাদ লুকাইয়া রাখিবার তাৎপর্য্য কি ? আমি বলিলাম,—"বোধ হয় তাঁহার আগমন সংবাদ পাইলে তাঁহার অভাগিনী কন্যার কথা মনে পড়ায় রাজা হয়ত জ্বালাতন হইয়া উঠিবেন, এই ভয়ে তিনি এত সাবধান হইয়াছিলেন। তিনি কি তাঁহার কন্যার বিষয়ে অধিক কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ?"

প্রথম আনন্দবেগ কথঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হইয়া গেলে তবে কথাবার্ত্তা হইল। আমি দেখিলাম লীলার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, লীলা দেখিল আমার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। লীলার পরিবর্ত্তন দ্বিবিধ, কতকটা শরীরগত, কতকটা চরিত্রগত। প্রথমে শরীরগত পরিবর্ত্তনের কথা বলি। লীলার আকৃতি অন্যের চক্ষে এখন হয়ত পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে। তাহার উজ্জ্বল বর্ণ আরও উজ্জ্বল হইয়াছে—বদনশ্রী বর্দ্ধিত হইয়াছে—কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? আমি তাহার বর্ত্তমান আকৃতিতে কি যেন নাই নাই দেখিতে লাগিলাম, কুমারী লীলার যাহা যাহা ছিল, রাণী লীলাবতীতে যেন তাহার কোন কোনটীর অভাব দেখিলাম। কুমারীকালে কি ছিল, আর এখনই বা কি নাই তাহা বুঝান যায় না—ধরাও যায় না; তথাপি আমার চক্ষু যেন বুঝিল লীলার আকৃতিগত পরি-বর্ত্তন হইয়াছে। আকৃতির যে পরিবর্ত্তনই হউক, এই কয় মাস অদর্শনের পর আমার প্রাণের লীলা আমার চক্ষে আরও মিষ্ট হইয়াছে।

লীলার চরিত্রগত পরিবর্ত্তনের কথা সহজেই বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিব। লীলা যত পত্র লিখিয়াছে কিছুতেই তাহার বর্ত্তমান অবস্থার কথা লিখে নাই। ভাবিয়াছিলাম, পত্রে যাহা লিখিতে ইচ্ছা করে নাই, সাক্ষাতে নিশ্চয়ই তাহা বলিবে। সাক্ষাৎ হইল, বিবাহের পর তাহার মানসিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে আমি তাহা জানিতে চাহিলাম, লীলা তাহা বলিল না। জীবনে লীলা কোন কথা বা কাজ আমাকে লুকাইতে জানিত না। এখন সে লুকা-

হচ্ছে, ইহা অবশ্যই তাহার চরিত্রগত পরিবর্ত্তন। ঐ প্রশ্ন
জ্ঞাসা করিলে সে পূর্ব্ব কালের বালিকার ন্যায় দুই হস্তে
মার মুখ চাপিয়া বলিল,—“না দিদি, সে কথায় কোন
ন প্রয়োজন নাই। যখন তুমি এবং আমি মিলিত
য়াছি তখন আমরা উভয়েই সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিব সন্দেহ
। আমার বিবাহিত জীবনের প্রসঙ্গ যত উত্থাপিত
হয় ততই ভাল। তাহার পর সহসা হাততালি দিয়া
য়া উঠিল,—“দিদি, বেশ বেশ তোমার সঙ্গে অনেক
চিত বন্ধু আসিয়াছে দেখিতেছি। তোমার সেই
তন কাগজের মলাট লাগান সাদা কালো মিশান
গুলি আসিয়াছে, তোমার সেই সাধের বার্ণিস করা
ভঙ্গটী আসিয়াছে, আর সর্ব্বোপরি তোমার সেই সোহাগ
া, গোলগাল মুখখানি আবার সেই আগেকার মত
ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ঠিক যেন আমরা
বাটিতে সেই ভাবেই আছি। বেশ হইয়াছে।”
ার পর বালিকা আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আমার
র উপর মুখ রাখিয়া বলিল,—“বল দিদি বল কখন
াকে ছাড়িয়া যাইবে না।” বালিকা ক্ষণেক চুপ করিয়া
ল; তাহার পর উভয় হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া
ল,—“দিদি, গত কয়েক মাসের মধ্যে তুমি অনেক পত্র
য়াছ ও পাইয়াছ কি?” আমি বুঝিলাম লীলার
প্রায় কি? কিন্তু এ প্রশ্নের সহসা উত্তর দিলে
ায় কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে বিবেচনায় চুপকরিয়া
কলাম। লীলা আবার জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি তাঁহার

কোন সংবাদ পাইয়াছ কি?" বালিকা আমার হস্ত লইয়া আপনার বদন আবৃত করিল। তাহার পর আবার বলিল,—"তিনি ভাল আছেন সুখে আছেন তো? তাঁহার কাজ কর্ম্ম আছে তো? এখন তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন কি? আমাকে তিনি ভুলিয়াছেন তো দিদি?"

এ সকল কথা লীলার জিজ্ঞাস্য করা অন্যায়। যখন রাজা তাহার সহিত বিবাহের কৃতসংকল্পতা ব্যক্ত করিলেন, তাহার পর লীলা দেবেন্দ্র বাবুর হস্ত লিখিত পুস্তক আমার হস্তে প্রদান কালে যে সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু মানুষ কবে কোথায় চিরকাল সমান ভাবে স্বীয় সংকল্প পালন করিতে পারিয়াছে? কবে কোন্ স্ত্রীলোক প্রকৃত প্রেম তুলিকায় চিত্রিত হৃদয়স্থিত চিত্র বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে? পুস্তকে তাদৃশ অমানুষ বৃত্তান্ত বর্ণিত দেখা যায় বটে কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা, পুস্তকোক্তির কি উত্তর প্রদান করে?

আমি তাহাকে কোন রূপ তিরস্কার করিলাম না। এরূপ অবস্থায় কে সহজে বলস্ত হৃদয়ের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া চলিতে পারে? আমি তাহাকে বলিলাম যে, আমি ইদানীং তাঁহাকে কোন পত্রও লিখি নাই, এবং তাঁহারকোনসংবাদও পাই নাই। অতঃপর আমি অন্যান্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। লীলার সহিত সাক্ষাতে আমি কিয়ৎ পরিমাণে মনস্তাপ পাইলাম। প্রথমতঃ যে লীলার আমার নিকট গোপন করিবার একাল পর্য্যন্ত কোন কথাই ছিল না, এখন তাহার

অবলোকন করিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, লীলা বলুক আর নাই বলুক, তাহার কথাবার্ত্তায় ভাবে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, স্ত্রীর সহিত স্বামীর যেরূপ সহানুভূতি হওয়া আবশ্যক এবং উভয়ের সদ্ভাবের যেরূপ গাঢ়তা হওয়া উচিত, তাহা এ ক্ষেত্রে হয় নাই; তৃতীয়তঃ, যে ভাবেই হউক, সেই আশাহীন দলে প্রণয় লীলার হৃদয়ে এখনও বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, আমার পক্ষে এ সকলই কষ্টজনক সংবাদ। কিন্তু যাহাই হউক লীলাকে দেখিতে পাইয়া যে আনন্দ জন্মিয়াছে, কোন কষ্টজনক বিষয়ই আর তাহাকে দূরীভূত করিতে পারিতেছে না। আমি পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় আপনাকে সুখী বলিয়া মনে করিতেছি।

তাহার পর লীলার স্বামীর কথা। বাটি ফিরিয়া আসার পর হইতেই তাঁহাকে যেন সর্ব্বদাই কিছু ত্যক্ত ও বিরক্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমার বোধ হয়, তিনি কিছু কৃশ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ফিরিয়া আসার পর আমার সহিত প্রথম সাক্ষাতের আলাপটা বড় ভাঙ্গা ভাঙ্গা রকম বোধ হইল। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—"কে ও, মনোরমা দিদি, ভাল তো, বেশ বেশ।" আমার বোধ হয় তাঁহার মনে যেন কি একটা বিরক্তিজনক কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহাই তাঁহার এতাদৃশ ব্যবহারের কারণ। বস্তুতঃ বহুকাল বিদেশে অবস্থানের পর বাটিতে ফিরিবামাত্র বিরক্তির কোন কারণ ঘটিলে প্রকৃতিকে স্থির রাখা কঠিন কথা। তাঁহার পক্ষে এরূপ বিরক্তিজনক কারণ

যখন ঘটিয়াছিল তখন আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। রাজবাটি আসিবামাত্র অন্যান্য দাস দাসী ছাড়া গিন্নি ঝি তার সমীপে রাজা ও রাণীকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিল। ইদানীং দুই দশ দিনের মধ্যে কোন লোক তাঁহার সন্ধান করিতে আসিয়াছিল কি না, রাজা দাসদাসীগণকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কখন কোথায় আছেন এবং কোন সময় ফিরিবেন না ফিরিবেন, গিন্নি ঝি সমস্ত দাস দাসীর মধ্যে বুদ্ধিমতী বলিয়া, রাজা তাহার নিকটেই এ সকল সংবাদ পাঠাইতেন। সুতরাং কেহ কোন বিষয় জানিতে আসিলে অন্য ভৃত্যবর্গ তাহাকে সঙ্গে করিয়া গিন্নি ঝির নিকট লইয়া যাইত। সুতরাং এক্ষণে সকলেই রাজার প্রশ্ন শুনিয়া গিন্নি ঝির মুখের দিকে চাহিল। গিন্নি ঝি রাজাকে জানাইল যে, এক ব্যক্তি রাজা কবে ফিরিয়া আসিবেন তাহা জানিতে আসিয়াছিল। রাজা সে ব্যক্তির নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু সে নাম বলে নাই; সুতরাং গিন্নি ঝি তাহা বলিতে পারিল না। লোকটী কি ব্যবসায়ী? তাহাও সে বলে নাই। লোকটী দেখিতে কেমন? গিন্নি ঝি তাহার আকৃতি বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিল বটে কিন্তু যাহা বলিল তাহাতে রাজা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। রাজা বড়ই বিরক্ত হইলেন, মাটীতে বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে কাহারও প্রতি দৃক্পাত না করিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সামান্য ঘটনায় কেন যে তিনি এত বিরক্ত হইলেন তাহা আমি বলিতে পারি না—কিন্তু তিনি যে বিশেষ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া

পড়িলেন তাহাতে আর ভুল নাই। তাঁহার এই বিরক্তিব্যাপ রহিলেন। বিশৃঙ্খল না হয় ততদিন তাঁহার সম্বন্ধে কোন একটা পাকাপাকি মত স্থির না করাই ভাল এবং আমি তাহা করিব না।

তাহার পর তাঁহাদের দুইজন সঙ্গী—জগদীশনাথ চৌধুরী ও রত্নমতী দেবীর কথা। আগে রত্নমতী দেবীর কথাই বলি। লীলা যে বলিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিলে তিনি যে সেই তিনি ইহা আমি সহজে বুঝিতে পারিব না, এ কথা ঠিক। বিবাহ হেতু চৌধুরাণী ঠাকুরাণীর স্বভাবের যেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কোন স্ত্রীলোকের স্বভাবের এমন পরিবর্ত্তন হইতে আমি আর কখন দেখি নাই।

রত্নমতী দেবীর অনেক বয়সে বিবাহ হইয়াছিল; বিবাহ হইয়াছেও অনেক দিন। এখন তাঁহার বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। যখন তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহাকে আমি দুই চারি বার দেখিয়াছিলাম। তাঁহার সে সময়ের ভাব আমার অনেক মনে আছে, অন্যান্য লোকের নিকটেও অনেক শুনিয়াছি। তিনি সে সময় বড় ভয়ানক লোক ছিলেন; তাঁহাকে তখন কেহই ভালবাসিত না। রূপের গর্ব্বে ও ধনের গর্ব্বে তিনি তখন ফাটিয়া পড়িতেন। এখন তাঁহার আশ্চর্য্য স্বভাব দেখিলাম। শান্ত, শিষ্ট, নিরহঙ্কৃত—তিনি এখন একটী চমৎকার লোক। মানুষের যে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে হয় ইহা আমার কখনও জ্ঞান ছিল না। বিবাহের পর তাঁহার স্বামীর ক্ষমতায় রত্নমতী দেবীর এই আশ্চর্য্য

পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন তাঁহার পরিচ্ছদের আড়ম্বর নাই। উগ্রতা, প্রগল্ভতা, অবাধ্যতা সে সকল তো দূরের কথা—তিনি এখন সর্ব্বক্ষণ তদ্গতচিত্তে স্বামিসেবায় নিরত। স্বামীর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ব্যক্ত না হইলেও তিনি স্বামীর প্রয়োজন বুঝিয়া কার্য্য করিতে নিযুক্ত। স্বামীর বস্ত্রাদি ঠিক করিয়া রাখা, সর্ব্বদা স্বামীর খাদ্য ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাঁহার ব্রত হইয়াছে। যখন কোন কার্য্য না থাকে, তখন তিনি নিরন্তর স্বামীর বদন প্রতি চাহিয়া কালাতিপাত করেন। অন্য কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে বড় মিশিতে দেখি না, সহসা একটু হাসিতেও দেখি না। নিতান্ত হাস্যের অবসর উপস্থিত হইলে তাঁহার অধরের এক প্রান্ত একটু কুঞ্চিত হয় মাত্র। তাঁহার নয়নের ভাব সর্ব্বদাই প্রশান্ত, কিন্তু যখন তাঁহার স্বামী—কোন ঝিই হউক বা যে কেহ হউক—অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত একটু ভাল মুখে বা হাসি মুখে কথা কহেন, তখন রত্নমতী দেবীর সেই প্রশান্ত নয়ন ঈর্ষায় বাঘিনীর ন্যায় ভাব ধারণ করে। ইহা ভিন্ন অন্য কোন সময়ে তাঁহার প্রশান্ত ভাবের কোন বিপর্য্যয় লক্ষ্য করি নাই। তাঁহার হৃদয়ভাব বুঝিয়া লওয়া অসাধ্য—তাঁহার মন সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয়। দুই একবার বাক্য-কথন-কালে তাঁহার স্বরের পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করিয়াছি এবং এক আধ বার তাঁহার ওষ্ঠাধরের একটু ভাবান্তর দেখিয়াছি। অনুমান করিয়াছি, হয়ত তাঁহার বাহ্য প্রশান্ত ভাব হৃদয়স্থিত দারুণ অসৌজন্যের আবরণ মাত্র, হয়ত এই আবরণ মধ্যে সর্ব্ব-নাশসাধিনী মনোবৃত্তি লুকাইয়া আছে। যাহাই হউক বাহ্যতঃ

যাহা দেখা যাইতেছে তাহা অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর কিছু দিন পরীক্ষা করিলে অবশ্যই এই রমণীর চরিত্র সম্বন্ধে অধিকতর অভিজ্ঞতা জন্মিবে।

সেই যাদুকর—রঙ্গমতীর সেই বাঙ্গাল স্বামী, যিনি স্ত্রীকে এইরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া আনিয়াছেন তিনি কেমন লোক? তিনি অসাধারণ লোক। তিনি সকলকেই বশ করিতে সক্ষম। তিনি যদি কোন বাঘিনীকে বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে সেও এমনই বশ হইত, যদি আমাকে বিবাহ করিতেন আমিও অমনই করিয়া তাঁহার তামাক সাজিতাম, তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দিন কাটাইতাম, এবং তাঁহার ইচ্ছার দাসী হইয়া থাকিতাম।

আমার এই গুপ্ত দিনলিপির পৃষ্ঠায় লিখিতেও শঙ্কা হইতেছে যে, চৌধুরী মহাশয়কে আমার ভাল লোক বলিয়া বোধ জন্মিয়াছে, তাঁহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইয়াছে। দুইটী দিন মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি, অথচ এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার সম্বন্ধে আমার অনুরাগ জন্মিয়াছে। কেমন করিয়া এ আশ্চর্য্য ভাব জন্মিল তাহা আমার জ্ঞানের অগোচর।

বিস্ময়ের বিষয় আমি এখনও মনশ্চক্ষে চৌধুরী মহাশয়ের মূর্ত্তি সুন্দর রূপে দেখিতে পাইতেছি। লীলা ব্যতীত চক্ষু সমক্ষে অনুপস্থিত আর কোন ব্যক্তির মূর্ত্তি এমন সুন্দর রূপে দেখিতে পাই না তো। রায় মহাশয় আছেন, দেবেন্দ্র বাবু আছেন, কাহারও মূর্ত্তি এমন ভাবে কল্পনা-

সম্বন্ধে কখনই উপস্থিত হয় না তো। চৌধুরী মহাশয়ের কথা আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে, কল্য তাঁহার যে কথা শুনিয়াছি, আজি এখনও তাহা শুনিতেছি। কেমন করিয়া তাঁহার বর্ণনা করিব? তাঁহার আকৃতিতে, তাঁহার ব্যবহারে, তাঁহার কথোপকথন ও হাস্য পরিহাসে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা অন্যের হইলে আমি বিশেষ রূপ নিন্দা ও বিদ্রূপ করিতাম। তাঁহার সম্বন্ধে সে সকল বিষয়ে আমি নিন্দা বা বিদ্রূপ করিতে পারিতেছি না কেন?

তিনি বেজায় মোটা। ইহার পূর্ব্বে চিরকাল আমি স্থূলকায় ব্যক্তিদিগকে বিশেষ অপ্রীতির চক্ষে দেখিতাম। আমার চিরকালের বিশ্বাস স্থূলকায় ব্যক্তি প্রায়ই নিষ্ঠুর, নীচাশয়, পাপাসক্ত এবং ঘৃণার্হ। এরূপ বিশ্বাস সত্ত্বেও আজি অতিস্থূল জগদীশনাথ চৌধুরীর মূর্ত্তি আমার চক্ষে বড়ই ভাল লাগিয়াছে। বস্তুতই ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহার মুখ দেখিয়াই কি তাঁহার সম্বন্ধে আমার এরূপ মত জন্মিয়াছে? তাঁহার মুখশ্রী বড়ই সুন্দর বটে। এই চত্বারিংশ বর্ষ বয়সেও সে মুখে একটা কালিমা পড়ে নাই, একটী কেশ, এক গাছি গুম্ফ সাদা হয় নাই—নবীন যুবকের ন্যায় সেই উজ্জ্বল বদন শোভার সামগ্রী সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্বোপরি তাঁহার নয়ন যুগলই পরম রমণীয়। তাহা অপরিজ্ঞেয় রহস্যের নিকেতন। আমি তাঁহার সেই নয়নের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতি চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া থাকি এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়। তাঁহার বর্ণ, তাঁহার

ঠন সকলই আশ্চর্য্য। আপাততঃ যতদূর বুঝিতে পারি-তছি তাহাতে তাঁহার নয়নদ্বয়ই অমন্যসাধারণ বলিয়া বোধ ইয়াছে, এবং হয়ত সেই জন্যই আমার চক্ষে তাঁহার র্ত্তি ভাল লাগিয়াছে।

তাঁহার কথাবার্ত্তায় পূর্ব্ব বঙ্গের গন্ধও নাই, ইহাও াহার বিশেষ প্রশংসার কথা। স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার কামলতাপূর্ণ ব্যবহার, বিনীত ভাব ও আগ্রহ সহকারে ীলোকের কথায় কর্ণপাত করা সকলই বড়ই সুন্দর এবং ারীহৃদয়ে অনুরাগ উদ্দীপক।

চৌধুরী মহাশয়ের কার্য্যকলাপ অনেক স্থলেই বিস্ময়-নক। তিনি এত স্থূলকায় তথাপি তাঁহার গতিবিধি ালকের ন্যায় দ্রুত ও সহজ। তাঁহার সকল কার্য্যই কামলতাপূর্ণ ও মধুরতাময়। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব জন্তুর ড়ই অনুরাগী। তাঁহার অনেকগুলি পালিত প্রাণী আছে; াহার অধিকাংশই তিনি মুঙ্গেরে ফেলিয়া আসিয়াছেন—কবল একটা কাকাতুয়া দুইটী ময়ূরী ও কতকগুলা ধিলাতি দুঁর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। এই সকল প্রাণীর সমস্ত দবা শুশ্রূষা তিনি স্বহস্তেই করিয়া থাকেন। ইহারাও াশ্চর্য্য পোষ মানিয়াছে। কাকাতুয়াটা বড় দুষ্ট কিন্তু দখিলেই বুঝা যায় যে তাঁহাকে বড় ভাল বাসে। তিনি খন তাহাকে ছাড়িয়া দেন, তখন সে তাঁহার গায়ে সে, তাঁহার মুখে আপনার মুখ ঘষিতে থাকে এবং বড়ই ীতি প্রকাশ করে। যখন ময়ূরার খাঁচা খুলিয়া দেন, তখন াহারা মহানন্দে তাঁহার সুবিস্তৃত দেহের উপর উড়িয়া

আইসে এবং তিনি অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া ধরিলে তাহারা একে একে সেই আঙ্গুলের উপর নাচিয়া বেড়ায়; তিনি আজ্ঞা করিলে তাহারা শব্দ করিতে থাকে এবং নিষেধ করিলে নিস্তব্ধ হয়। আশ্চর্য্য ক্ষমতা! তাঁহার ইঁদুর গুলি তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত সুরঞ্জিত অতি সুন্দর মন্দিরাকৃতি এক তারের খাঁচায় বাস করে। ছাড়িয়া দিলে তাহারা তাঁহার জামার মধ্যে প্রবেশ করে এবং কখন বা তাঁহার মাথায় আশ্রয় লয়। তিনি অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর অপেক্ষা এই ইঁদুর-গুলিকে বেশি ভাল বাসেন। তাহাদিগকে চুম্বন করেন এবং সতত তাহাদিগকে নানা প্রকার আদরের কথা বলিয়া সোহাগ করেন। অন্য লোক হইলে হয়ত এ সকল কার্য্য নিতান্ত ছেলে-মানুষি বলিয়া লজ্জিত হইত। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় কাহারও বিদ্রূপ বা তিরস্কারে কর্ণপাত না করিয়া আপন মনে ইঁদুর ও পাখী সোহাগ করিয়া দিন কাটাইয়া আসিতেছেন।

এদিকে পাখী ও ইঁদুর লইয়া যে চৌধুরী মহাশয় এত ব্যস্ত, কোন স্থানে আবশ্যক হইলে ও প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেও সক্ষম। সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় তাঁহার অপরিজ্ঞাত পুস্তক অতি বিরল। যাবতীয় সভ্য সমাজের প্রথা তাঁহার অভ্যস্ত এবং এই জন্যই সকল সভাতেই অনতিদীর্ঘ-কাল মধ্যে তিনি স্বীয় আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম। রাজার মুখে শুনিয়াছি এই পাখি যাদুকর, ইঁদুর-বশকারক, খাঁচা নির্ম্মাণকারী ব্যক্তি রসায়ন শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত এবং

তৎ সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। মৃত্যুর পর মানবদেহ অনন্ত কালের নিমিত্ত প্রস্তরবৎ কঠিন করিয়া রাখা ঐ সকল আবিক্রিয়ার অন্যতম। এই রোগীজনোচিত কোমল ও কাতরস্বভাব ব্যক্তি অদ্য প্রাতে রাজার আস্তাবলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাজার একটা অতি দুর্দান্ত পাহাড়ী কুকুর সেই আস্তাবলে তফাৎ করিয়া রাখা হইত। চৌধুরী মহাশয় যখন সেখানে গিয়াছিলেন, তখন আমি ও রঙ্গমতী দেবী সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কুকুর-রক্ষক বলিল,—"খবরদার মহা[illegible] বড় কাছে যাইবেন না। কুকুরটা তাড়াইয়া কা[illegible] চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"লোকে ভয় করে বলিয়া ও ঐরূপ করে। দেখা যাক আমাকে তাড়াইয়া কামড়ায় কি না।" এই বলিয়া দশ মিনিট পূর্ব্বে যে অঙ্গুলের উপর মনুয়া পাখি নাচিতেছিল সেই অঙ্গুলি এই ব্যাঘ্রবৎ ভয়ানক পশুর মস্তকে স্থাপন করিলেন এবং তীক্ষ্ণ ভাবে তাহার চক্ষুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"হতভাগ্য কুকুর, যে তোমার ভয়ে ভীত, তাহারই কাছে তোমার যত বল বিক্রম। যে তোমার প্রকাণ্ড শরীর দেখিয়া, তোমার রক্তলোলুপ মুখ দেখিয়া, তোমার ভয়ানক দাঁত দেখিয়া বড় ভয় পায় তুমি তাহারই সর্ব্বনাশ করিতে বড় মজবুত। কিন্তু আমি তোমাকে ভ্রূক্ষেপও করি না, এই জন্য তুমি আমার মুখের প্রতি চাহিতেও সাহস করিতেছ না। আমার এই মোটা গলায় একবার দাঁত ফুটাইয়া দেও না দেখি—হোঃ হোঃ তোমার পৌরুষ—ভীরু কাপুরুষ"—এই বলিয়া চৌধুরী মহাশয় সেই ভয়ানক জন্তুর

স্বয়ং হিংস্র কুকুরের নিকট আপনার গলা পাতিয়া ধরিলেন! তাহার পর উঠিয়া বলিলেন,—"ওহো আমার ভাল জামা-টায় হতভাগা কুকুরের মুখের লাল লাগিয়া গিয়াছে।" চৌধুরী নানা প্রকার কাপড় ও পরিচ্ছদের বড় অনুরাগী। ইহাও তাঁহার আর একটা ছেলে-মানুষির পরিচয়।

তিনি যতদিন এইখানে থাকিবেন ততদিন যে আমা-দের সহিত সদ্ভাব সহকারে কাল কাটাইবেন তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। লীলা আমাকে বলিয়াছিল যে, সে তাঁহাকে দেখিতে পারে না। চৌধুরী মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন যে লীলা বড় ফুল ভালবাসে। যখন লীলা একটা ফুলের তোড়ার সন্ধান করে, তখনই চৌধুরী মহাশয় তাহা হস্তে লইয়া উপস্থিত। আরও আশ্চর্য্য—তিনি যেমন তোড়াটী রাণীর হস্তে দেন, অবিকল সেইরূপ আর একটী তোড়া স্বীয় নির্ব্বাক অথচ হিংসা-জর্জ্জরিত পত্নীর হস্তে দিয়া তাঁহাকেও শান্ত করেন। এ সকলই সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকে। প্রকাশ্য রূপে তিনি তাঁহার পত্নীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখিবার বিষয় বটে। তিনি সতত তাঁহাকে 'দেবি', 'প্রিয়তমে' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন এবং বিহিত বিধানে প্রেম ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। যে প্রতাপশালী লৌহদণ্ডের প্রভাবে এই দুর্দ্দমনীয় রমণীকে তিনি এরূপ সুশাসনের অধীনে সংস্থাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার কার্য্য প্রণালী অবশ্যই সাধারণ নয়নের বহির্ভূত।

আমার সহিত তাঁহার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তোষামোদের দ্বারা তিনি আমার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহার সম্মুখে যখন আমি উপস্থিত না থাকি, তখন এ কথা আমি বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু যেই আমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইব, তখনই আবার তাঁহার সুমিষ্ট বাক্যজালে জড়াইয়া পড়িব—সকলই ভুলিয়া যাইব। পাহাড়ী কুকুর, রঙ্গমতী দেবী, লীলা, রাজা সকলকেই তিনি যেমন চালাইয়া লইয়া বেড়ান আমাকেও ঠিক তেমনই চালাইয়া থাকেন। রাজকে তিনি নাম ধরিয়া ডাকেন। রাজা যতই ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন সমস্তই তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দেন। "প্রমোদ! তোমার বুদ্ধির আমি প্রশংসা করি।" "প্রমোদ তোমার রহস্যে আমি সন্তুষ্ট।" এইরূপে সৎস্বভাব পিতা উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের সহিত যেরূপ ভাবে ব্যবহার করেন, তিনি রাজার সহিত সেই রূপ ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই আশ্চর্য্য ব্যক্তির অতীত ইতিহাস জানিতে আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছিল, এজন্য আমি রাজাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাজা হয়ত বিশেষ সংবাদ জানেন না, নয়ত আমাকে সমস্ত কথা বলিলেন না। লাহোরে যে রূপে রাজার সহিত চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয় তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার পর হইতে তাঁহারা উভয়ে নিরন্তর একত্রে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছেন কিন্তু পূর্ববঙ্গে কখনই ভ্রমণ করেন নাই। রাজা যাঁর নিবাস ভূমির সীমায় প্রবেশ করিতেও নিতান্ত

অনিচ্ছুক, জানি না ইহার কারণ কি। কিন্তু স্বীয় নগরস্থ লোক কোথায় কে আছে তাহা জানিতে এবং তাহার সন্ধান লইতে তিনি সততই ব্যস্ত। তিনি যে দিন প্রথমে আসিয়া পৌঁছিলেন সে দিন আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন, গ্রাম-সন্নিধানে পূর্ব্ব বঙ্গের কোন লোক বাস করে কি না। সততঃ নানা দূরদেশ হইতে অনেক মোহরাঙ্কিত পত্র তাঁহার নিকট আসিয়া থাকে ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার জীবনে অবশ্যই কোন গুরুতর রহস্য নিহিত আছে। সে রহস্য কি তাহা আমার সম্পূর্ণ দুজ্ঞেয়।

চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছি; মোট কথা, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক তাঁহাকে আমার কতকটা ভাল লাগিয়াছে। রাজার উপর তাঁহার যেরূপ আধিপত্য আমার উপরও তদ্রূপ। রাজা যত তামাসাই করুন আর শক্ত কথাই বলুন, তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক বিরক্ত করিতে যে বিশেষ শক্তি চাই তাহা আমি বেশ জানি। আমিও কোন অংশে কদাপি চৌধুরী মহাশয়কে শত্রু করিতে চাহি না। তাঁহাকে আমি ভয় করি না, ভাল বাসি কিন্তু আমার এ জোর ?—কে জানে ?

২৩ ই জ্যৈষ্ঠ।— এ কয়দিন কেবল নিজের মনের ভাব ভিন্ন আর কিছু লিখিবার ছিল না; আজি লিখিবার মত একটী নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে, আজি এক জন লোক আসিয়াছেন, তিনি রাজার [illegible] পরিচিত, আমারও [illegible] পরিচিত এবং সেই [illegible]

চছে, রাজা তাঁহার আসিবার কোন সংবাদ পূর্ব্বে জানিতে ারেন নাই। আমরা সকলে বসিয়া আছি, এমন সময় রদার-খানসামা আসিয়া সংবাদ দিল,—

"খোদাবন্দ্, মণি বাবু আসিয়াছেন, তিনি এখনই াপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

রাজা চমকিয়া উঠিলেন এবং খানসামার মুখের কে যুগপৎ ক্রোধ ও ভীতি সহকৃত দৃষ্টিপাত করিয়া জ্ঞাসিলেন,—

"কে? মণি বাবু?"

"হাঁ হুজুর, মণি বাবু—কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন।"

"কোথায় আছেন?"

"খোদাবন্দ্, নীচে, কেতাবঘরে।"

শেষ উত্তর শুনিবা মাত্র তিনি কাহাকে কোন কথা না লিয়া এবং কাহার দিকে লক্ষ্যও না করিয়া বেগে সেই কে প্রস্থান করিলেন।

লীলা সভয়ে ও আগ্রহের সহিত আমার মুখের প্রতি হিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"মণি বাবু কে, দিদি?"

ামি বলিলাম,—

"আমি তাহার কিছুই তো জানি না।"

জগদীশনাথ চৌধুরী মহাশয় কোন দিকে মন না দিয়া রর এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাঁহার দুরন্ত কাকাতুয়ার সহিত া করিতেছিলেন। কাকাতুয়াটা তাঁহার স্কন্ধদেশে বসিয়া ায় পরিপুষ্ট গ্রীবায় স্বীয় চঞ্চু বুলাইতেছিল। তিনি

সেইরূপ ভাবে আমাদের সমীপস্থ হইয়া প্রশান্ত ভাবে বলিলেন,—

"মণি বাবু রাজার উকীল।"

লীলা যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিল তাহার উত্তর পাওয়া গেল বটে, কিন্তু উত্তরটা সন্তোষজনক হইল না। যদি উকীল মহাশয় মক্কেলের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই বটে; কিন্তু যদি তিনি বিনা আহ্বানে আপনার কর্ম্মকাজ ত্যাগ করিয়া এতদূর আসিয় থাকেন এবং তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গৃহস্বামী যখন এতাদৃশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, তখন নিশ্চয় তিনি যে জন্য আসিয়াছেন তাহা সহজ ও সামান্য কথ নহে। লীলা ও আমি উদ্বিগ্ন ভাবে বহুক্ষণ রাজা প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় তথায় বসিয়া রহিলাম। রাজা প্রত্যাগমনের কোন লক্ষণই না দেখিতে পাইয়া আম উভয়েই অগত্যা গাত্রোত্থান করিলাম। চৌধুরী মহ শয় তখন ঘরের অন্য দিকে দাঁড়াইয়া আপন ম কাকাতুয়াকে ছোলা খাওয়াইতেছিলেন। আমরা গৃহত্যা করিতেছি বুঝিতে পারিয়া তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘরে দরজা টানিয়া ধরিলেন। প্রথমে রঙ্গমতী ঠাকুরাণী ও লী বাহির হইলেন। আমিও বাহির হইবার উপক্রম করিতে এমন সময়ে চৌধুরী মহাশয় আমার মনের কথা টানিয়া লই বলিলেন,—

"হাঁ, মনোরমা দেবি, নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে।"

আমি মনে তাহাই ভাবিতেছিলাম বটে, কিন্তু মুখে তো কোন কথাই ব্যক্ত করি নাই। আমি চৌধুরী মহাশয়ের কথায় একটা উত্তর দিব মনে করিলাম, কিন্তু তখনই কাকাতুয়াটা এমনই বিকট ও কর্কশ ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল যে, আমার সর্ব্বাঙ্গশরীর হিলবিল করিয়া উঠিল এবং আমি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলাইয়া বাঁচিলাম। লীলার সহিত মিলিত হইলাম; তাহার মনের অবস্থা অবিকল আমারই মত। চৌধুরী মহাশয় আমার মনের ভাব টানিয়া যে যে কথা বলিয়াছিলেন লীলাও এখন তাহারই প্রতিধ্বনি করিল। সেও আমাকে নির্জ্জনে বলিল যে, তাহার মনে আশঙ্কা হইতেছে যে নিশ্চয়ই কি

ই

ঘটিয়াছে। লীলা আপনার প্রকোষ্ঠে

ই হইবে। সে কথা

নিজের ঘরে বসিয়া রহিলাম।

না করিয়া যাওয়া হইবে না

বাগানে বেড়াইতে ইচ্ছা

সিঁড়ি হইতে নামিব

কে মাপ্ করিবেন। আমার আর এক

কেতাবঘর হইতে

লে চলিবে না। এখনই না যাইলে আমি

লাম তাঁহারা

া। অতএব আমি আপাততঃ বিদায় হইতেছি।

এ সময়ে তঁ

ভাল নয়,

, এত তাড়াতাড়ি! তবে অন্য গাড়িতে না গিয়া

চলিয়া

যাও।" এই বলিয়া তিনি শীঘ্র বগি তৈয়ার করিতে

বিশেষ

করিলেন। বগি তৈয়ার হইলে মণি বাবু তাহাতে

তাঁহা

ন। রাজা বলিলেন,—"দেখো তাড়াতাড়িতে বগি

প্রবে

বি

ইতে যেন ঠক্কর খাইয়া উল্টে পড়ে কৃষ্ণ লাভ করো না।"

"আপনি মন ঠিক করুন রাজা। সমস্ত ব্যাপার আপনার রাণীর উপর নির্ভর করিতেছে।"

আমি নিজগৃহে ফিরিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু একজন অপরিচিত ব্যক্তির মুখে রাজার রাণী সুতরাং লীলার উল্লেখ শুনিয়া আর নড়িতে পারিলাম না। আমি স্বীকার করি এরূপে গোপনে অপরের কথোপকথন শ্রবণ করা নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমি কেন, সমগ্র নারীজাতির মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি সুক্ষ্ম ন্যায়ের প্ররোচনায় স্বীয় জীবন-সর্ব্বস্বের স্বার্থানুসন্ধানে অন্ধ হইয়া থাকিতে পারেন? অন্যে পারেন পারুন, আমি তাহা পারিলাম না, কখন পারিবও না এবং আবশ্যক তিনি যে জন্য আ... অন্যায় উপায়েও এরূপ কথাবার্ত্তা নহে। লীলা ও আমি ...ইব না। উৎকর্ণ হইয়া সেই প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় তথা... উকীল ...বসিতে লাগি- প্রত্যাগমনের কোন লক্ষণই না দেখি... উভয়েই অগত্যা গাত্রোত্থান করিল—আর আপনি যদি শয় তখন ঘরের অন্য দিকে দাঁড়াইয়া তাহা হইলে না কাকাতুয়াকে ছোলা খাওয়াইতেছিলেন। ...রিতে হইবে; করিতেছি বুঝিতে পারিয়া তিনি তাড়াতাড়ি আর করিতে দরজা টানিয়া ধরিলেন। প্রথমে রঙ্গমতী ঠাকুরা করিতে বাহির হইলেন। আমিও বাহির হইবার উপক্রম ...বনার এমন সময়ে চৌধুরী মহাশয় আমার মনের কথা টানিয়া বলিলেন,—

"হাঁ, মনোরমা দেবি, নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে।" ...লে

অবশ্যই হইা করা হইবে। তোমাকে এ কথা আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি মণি বাবু।”

উকীল বলিলেন,—“ঠিক কথা। তবে কথা কি জানেন রাজা, সকল বিষয়েরই দুদিক আছে। আমরা উকীল মানুষ, আমরা কোন কথাই দুদিক বিচার না করিয়া ছাড়িতে পারি না। সেই জন্যই বলিতেছি যে, যদিই কোন বিশেষ কারণে এ ব্যবস্থামত কার্য্য না ঘটিয়া উঠে. তাহা হইলে বিশেষ চেষ্টা চরিত্র করিয়া আমি বড় জোর না হয় তিন মাস সময় লইতে পারিব। কিন্তু তাহার পর সেই তিন মাস হইয়া গেলে—”

“আঃ কিসের তিন মাস! টাকা সংগ্রহ করার কেবল একই উপায়। আমি তোমাকে আবার বলিতেছি, ঠিক সেই উপায়েই টাকা সংগ্রহ করা হইবেই হইবে। সে কথা যাউক; এ বেলা খাওয়া দাওয়া না করিয়া যাওয়া হইবে না মণি বাবু!”

“না রাজা, আমাকে মাপ্ করিবেন। আমার আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করিলে চলিবে না। এখনই না যাইলে আমি গাড়ি পাইব না। অতএব আমি আপাততঃ বিদায় হইতেছি। নমস্কার।”

“বটে, এত তাড়াতাড়ি! তবে অন্য গাড়িতে না গিয়া বগিতে যাও।” এই বলিয়া তিনি শীঘ্র বগি তৈয়ার করিতে আদেশ করিলেন। বগি তৈয়ার হইলে মণি বাবু তাহাতে উঠিলেন। রাজা বলিলেন,—“দেখো তাড়াতাড়িতে বগি চালাইতে যেন ঠক্কর খাইয়া উল্টে পড়ে কৃষ্ণ লাভ করো না।”

মণি বাবু চলিয়া গেলেন। রাজা আসিয়া পুনরায় পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলেন।

আগাগোড়া সমস্ত কথা আমি শুনিতে পাই নাই বটে, তথাপি যতটুকু শুনিলাম তাহাতেই আমাকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত করিল। নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, এখন বুঝিলাম তাহা ভয়ানক রকম একটা টাকার হঙ্গামা এবং তাহা হইতে রাজার নিষ্কৃতির এক মাত্র উপায় লীলা। রাজার অর্থঘটিত হঙ্গামার মধ্যে লীলাকে পড়িতে হইবে ভাবিয়া আমি বড় ভয়াকুল হইয়া উঠিলাম, এবং রাজার প্রতি আমার বদ্ধ অবিশ্বাস হেতু সেই ভীতি আরও বর্দ্ধিত হইল। বাহিরে বেড়াইতে না গিয়া আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিবার নিমিত্ত লীলার প্রকোষ্ঠে গমন করিলাম। লীলা এ সকল কুসংবাদ এতাদৃশ অবিচলিত ভাবে শ্রবণ করিল যে, আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। আমি সহজেই বুঝিলাম যে লীলা তাহার স্বামীর চরিত্র ও তাঁহার বৈষয়িক বিশৃঙ্খলার অনেক রহস্য সবিশেষ জ্ঞাত আছে। লীলা বলিল, "সেই ভদ্রলোক যিনি এখানে আসিয়াছিলেন কিন্তু নাম বলিতে স্বীকার করেন নাই, তাঁহার বৃত্তান্ত যখন আমি শুনিয়াছিলাম, তখন আমার মনে এই আশঙ্কাই হইয়াছিল।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তবে কে সে ভদ্রলোক?" লীলা উত্তর দিল, "কোন মহাজন রাজার নিকট অনেক টাকা পাইবে। তাঁহারই জন্য আজি এখানে মণি বাবুর আগমন।"

"এই সকল দেনার কথা তুমি কিছু জান ?"

"না, আমি বিশেষ কিছুই জানি না।"

"লীলা, তুমি স্বচক্ষে না পড়িয়া কিছুতে নামসহি]রিবে না তো ?"

"কখনই না দিদি। তোমার ও আমার সুখ ও শান্তির ন্য ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ আমি তাঁহার যে কিছু সাহায্য]রিতে পারি তাহা অবশ্যই করিব। কিন্তু না জানিয়া,]থবা হয়ত যে জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগকে অনুতাপ]রিতে হইতে হইবে, এমন কোন কার্য্যই আমি করিব না।]খন আর এবিষয়ে কোন কথায় কাজ নাই। তুমি]াজি বেড়াইতে যাইবে না দিদি ? চল বিলের দিকে]গানে বেড়াতে যাই।"

আমরা বাহির হইয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে দেখিতে]াইলাম চৌধুরী মহাশয় একটা গাছের নীচে লোহার]ৌকিতে বসিয়া মৃদুস্বরে গান করিতেছেন। তাঁহার যে]াজি বেশ ভুষা তাহার আর কি বলিব ? নিতান্ত বিলাসী]কও তাঁহার নিকট আজি পোষাকে হারি মানিয়া যায়।]ই বৃদ্ধ যুবকের সাজে সাজিয়া যেন বস্তুতই যুবকের ন্যায়]খাইতেছে। তিনি দূর হইতে আমাদের দেখিতে পাইয়া]শিষ্ট ইংরাজি কায়দায় সম্মান সহকারে মস্তকান্দোলন]রিলেন। আমি বলিলাম,—

"লীলা, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই লোকটা রাজার]াকড়ি ঘটিত গোলমালের কথা অনেকটা জানে।"

লীলা জিজ্ঞাসিল,—"কেন তুমি এরূপ মনে করিতেছ ?"

আমি বলিলাম,—"তাহা না হইলে কেমন করিয়া উনি জানিলেন যে, মণি বাবু রাজার উকীল, আর মণি বাবু আসার পর যখন আমি তোমাদের পশ্চাতে বৈঠকখানা ঘর হইতে বাহির হইতেছিলাম, তখন আমি একটী কথাও জিজ্ঞাসা করি নাই, তথাপি উনি বলিলেন যে, নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে। স্থির জানিও, ও লোকটা আমাদের অপেক্ষা অধিক খবর রাখে।"

"জানুক আর যাই হউক, উহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না দিদি। আমাদের পরামর্শের ভিতরে উহাকে কদাচ আসিতে দিও না।"

"দেখিতেছি, উহাঁর উপর তোমার বড়ই বিরাগ। উনি এমনই কি করিয়াছেন বা বলিয়াছেন যে তোমার এত বিরাগ ?"

"কিছু না দিদি। বরং যখন আমরা পশ্চিম হইতে বাটী ফিরিয়া আসি তখন পথে উনি বড়ই সদয় ও শিষ্ট ব্যবহার করিয়া উপকৃত করিয়াছেন, আর সময়ে সময়ে আমার প্রতি রাজার অসঙ্গত ক্রোধ উনি থামাইয়া দিয়াছেন। বোধ হয় আমার স্বামীর উপর আমার অপেক্ষা উহাঁর আধিপত্য বা প্রবল, এই জন্যই বা আমি উহাঁর উপর বিরক্ত।"

আমরা বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলাম; রাজা, রায় চৌধুরী মহাশয়, পিসি মা ঠাকুরাণী, লীলা ও আমি নানা প্রকার গল্প গুজব করিয়া দিনটা কাটাইলাম মন্দ নহে। কেন ভগবান জানেন, রাজা কিন্তু আজি আমাদের সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিতেছেন। বিবাহের পুর্ব্বে রাজা প্র

আনন্দধামে যাইতেন তখন আমাদের সহিত যেমন সদয় ও উদার ব্যবহার করিতেন, আজি আবার যেন সেইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কেন যে তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা আমি কতকটা অনুমান করিতে পারিলাম, আর আমার বোধ হয় লীলাও যেন কতকটা বুঝিতে পারিয়াছে। চৌধুরী মহাশয় যে এরূপ ব্যবহারের কারণ জ্ঞাত আছেন তাহা স্থির নিশ্চয়; কারণ আমি দেখিলাম রাজা আমাদের প্রতি এইরূপ কোমল, সদয় ও উদার ব্যবহারের মধ্যে মধ্যে চৌধুরী মহাশয়ের মুখের দিকে যেন তাঁহার অনুমোদনের নিমিত্ত চাহিয়া দেখিতেছেন।

১৭ ই জ্যৈষ্ঠ। নানা ঘটনাপূর্ণ ভয়ানক দিন! লীলার নামসহি সংক্রান্ত কি যে কাণ্ডের কথা রাজার উকীল বলিয়া গিয়াছেন। এপর্য্যন্ত তাহার কোনই অনুষ্ঠান দেখিলাম না। লীলা ও আমি বিলের দিকে বেড়াইতে যাইব স্থির করিয়া চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার পত্নীর জন্য অপেক্ষা করিতেছি; কারণ তাঁহারাও বেড়াইতে যাইবেন কথা ছিল। এমন সময় রাজা চৌধুরী মহাশয়ের সন্ধানার্থ তথায় আগমন করিলেন। আমি বলিলাম,—

"তিনি এখনই আসিতে পারেন, আমরা তাঁহার অপেক্ষা করিতেছি।"

তখন রাজা কিছু চঞ্চলভাবে গৃহমধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন,—"কথাটা কি, একটা সামান্য কাজের জন্য জগদীশনাথ ও তাঁহার স্ত্রীকে পুস্তকাগারে একবার দরকার আছে। লীলা, তোমাকেও এক মুহূর্ত্তের জন্য সেখানে

যাইতে হইবে।” তাহার পর তিনি হঠাৎ আসিয়া আমাদের পরিচ্ছদাদির ভাব দেখিয়া বলিলেন,—“কিন্তু তোমরা কি এখন বেড়াইতে যাইতেছ, না বেড়াইয়া ফিরিলে?”

লীলা বলিল,—“আমরা সকলে বিলের দিকে যাইব মনে করিতেছি। কিন্তু আপনার যদি কোন কাজ থাকে—”

রাজা তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন,—“না না, এখন না হয় আহারাদির পর সে কাজ শেষ করিলেই চলিবে। তবে সকলেই বিলের দিকে বেড়াইতে যাইতেছ। বেশ বেশ, আমিও তোমাদের সঙ্গী হইব।”

সেই গোপনীয় কাণ্ডের প্রসঙ্গ এতক্ষণে টের পাওয়া গেল। লীলা রাজার কার্য্যের অনুরোধে বেড়ান বন্ধ করিতে স্বীকার করিল, কিন্তু রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তবেই রাজা কোন সূত্র পাইয়া কাজটী পিছাইয়া দিতে পারিলে যেন বাঁচেন। আমার তো মনে বড়ই ভয়ের সঞ্চার হইল। না জানি কি কাণ্ড!

চৌধুরী মহাশয় ও চৌধুরাণী ঠাকুরাণী আসিয়া জুটিলেন। চৌধুরী মহাশয় স্বহস্ত-নির্ম্মিত মন্দিরাকার ইন্দুর-ভবন তারের খাঁচা হাতে করিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—“আপনাদের অনুমতিক্রমে আমি আমার এই নিরীহ পরিবারগণকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহি—আমার এই সাধের—সোহাগের ইঁদুরগুলি। বাটীতে অনেক কুকুর। আমি কি আমার এই ছেলে মেয়েগুলিকে কুকুরের হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারি? —কখনই না।”

তিনি খাঁচা খানি মুখের নিকট উঠাইয়া ইঁদুরদের সোহাগ করিতে লাগিলেন। আমরা সকলেই বেড়াইতে বাহির হইলাম। খানিকদূর গিয়া রাজা বনের ফুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, গাছের গায় ছড়ি মারিতে মারিতে আর এক দিকে চলিয়া গেলেন। এটী তাঁহার স্বভাব। গাছের ফুল দেখিলেই তিনি ছিঁড়িতে বড় ভাল বাসেন। ছিঁড়িয়া এক বার হাতে করিয়া তুলেন, তাহার পরে তখনই ফেলিয়া দেন—আর তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও দেখেন না। ভাঙ্গা কাঠের ঘরে তিনি আবার আমাদের সঙ্গে মিলিলেন। ঘরের ভিতর আমাদের স্থান সংকুলান হইল—আমরা সকলে তথায় উপবেশন করিলাম। কেবল রাজা তাহার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে ক্ষুদ্র একখানি ছুরি বাহির করিলেন এবং তদ্দ্বারা সন্নিহিত একটী ক্ষুদ্র গাছের একটী ডাল কাটিতে লাগিলেন। আমরা তিন জন স্ত্রীলোক এক খানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিলাম। চৌধুরী মহাশয় এক খানি অতি ক্ষুদ্রকায় টুলের উপর বসিয়া দুলিতে লাগিলেন। একবার কাঠের ঘরের দেওয়ালে তাঁহার পিঠের ভর লাগিতে থাকিল—তখন জীর্ণ ঘর মড় মড় করিতে লাগিল—আর একবার তিনি সম্মুখে অবনত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি খাঁচা আপনার ক্রোড়ের উপর লইয়া তাহার কপাট খুলিয়া দিলেন। তখন তন্মধ্যস্থ জীবগণ মহানন্দে বাহির হইয়া তাঁহার গায় হিলিবিলি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাগো! তাহা দেখিয়া আমার

গা কেমন করিতে লাগিল। কৃমি-সংকুলিতাঙ্গ নরকবাসীর যে বিবরণ শুনিয়াছি, এ দৃশ্য দর্শনে আমার তাহাই মনে পড়িতে লাগিল।

এই সময়ে রাজা স্বহস্ত-কর্ত্তিত বৃক্ষ-শাখা ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন,—"কোন কোন লোক এই দৃশ্যকে পরম রমণীয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমার বোধ হয় এ স্থানটি আমার সম্পত্তির মধ্যে একটী কলঙ্ক। আমার প্রপিতামহের সময়ে বিলের জল এই পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর এখন ইহার অবস্থা দেখ! ইহা এক্ষণে কাদা ও বন জঙ্গলে পূর্ণ। ইহার কোথায়ও এক হাতের অধিক জল নাই। আমি যদি কোন সুযোগে এই জলটা বাহির করিতে পারি তাহা হইলে এখানে আবাদ করিব ইচ্ছা আছে। আমার দেওয়ান এক জন নেহাৎ আহম্মক সেকেলে লোক। সে বলে এ বিলের উপর দেবতাদের অভিসম্পাত আছে। জগদীশনাথ, তুমি কি বল? এ জায়গাটা ঠিক খুনের জায়গার মতই দেখায়—নয়?"

চৌধুরী মহাশয় তিরস্কারের স্বরে বলিলেন,—"প্রমোদ! তোমার দক্ষিণ-দেশী পাকা বুদ্ধি বুঝি ভাবিয়া ভাবিয়া এই স্থির করিল? এখানে জল অতি অল্প—লাস লুকান কঠিন। আর চারি দিকে বালি—তাহাতে খুনের পায়ের দাগ পড়িবে। মোটের উপর খুনের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অনুপযুক্ত জঘন্য স্থান আমি আর কোথায়ও দেখি নাই।"

রাজা হস্তস্থিত বৃক্ষ-শাখা দ্বারা সজোরে ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিয়া বলিলেন,—"আরে ছ্যাঃ! আমি যাহা বলিলাম

তুমি ছাই তাহা বুঝিতেও পারিলে না। আমি বলিতেছি, এই ভয়ানক স্থান—এই নির্জ্জনতা—এখানকার সকলই হত্যাকারীর অনুকূল। বুঝিয়াছ কি? না আরও খোলসা করিয়া বলিতে হইবে?"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—

"তোমার মত যদি আমারও বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইত, তাহা হইলে ঐ রকমই বুঝিতাম বটে। যদি কোন নির্ব্বোধ হত্যাকারীর চক্ষে এ বিল পড়ে সে ইহা হত্যাকার্য্যের পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিবে; আর যদি কোন সুবোধ হত্যাকারী স্থান অন্বেষণ করে তাহা হইলে তোমার এ বিল মোটেই উপযুক্ত স্থান নহে বলিয়া সে পিছাইয়া যাইবে। এই তোমাকে সার কথা বলিলাম। এ কথা বুঝিয়া দেখ।"

লীলা অত্যন্ত ঘৃণাসূচক দৃষ্টির সহিত চৌধুরী মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিল,—

"এই বিল দর্শনে খুনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় আমি বড় দুঃখিত হইতেছি। আর পিসে মহাশয় যদি হত্যাকারীদের শ্রেণী বিভাগ করিতেই ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এস্থলে তাঁহার উদ্দেশ্য মোটেই সিদ্ধ হয় নাই। তাহাদের কেবল নির্ব্বোধ বলিয়া উল্লেখ করিলে তাহাদের প্রতি বড়ই উদারতা দেখান হয়, সেরূপ কৃপালাভে তাহাদের কোনই অধিকার নাই। আর তাহাদের সুবোধ বলিয়া উল্লেখ করিলে শব্দের যত দূর সম্ভব অপব্যবহার করা হয়। আমি চিরদিন শুনিয়াছি যথার্থ-সুবোধ লোকেরা যথার্থধর্ম্মভীত সৎস্বভাবাপন্ন হইয়া থাকেন।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—

"রাণি, আপনার কথাগুলি শুনিতে ভাল এবং আমি দেখিয়াছি শিশুদের পড়িবার পুঁথিতে ঐ রকম কথা লেখা থাকে।" তাহার পর একটা ইঁদুর হাতে তুলিয়া লইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার আদরের ইন্দুর! তোর জন্য আজি ভারী একটা উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছি। যে ইন্দুর যথার্থ সুবোধ সেই ইন্দুর যথার্থই ধার্ম্মিক। বুঝিয়াছিস্? এখন যা তোর সঙ্গীদের এই উপদেশ শিখাইয়া দে—আর খবরদার, যতদিন বাঁচিবি কখন খাঁচার তার কাটিবার চেষ্টা করিস্ না"

নাছোড়বান্দা লীলা আবার বলিল,—"সকল কথাই তামাসা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া সোজা কাজ, কিন্তু চৌধুরী মহাশয়, একজন যথার্থ সুবোধ ব্যক্তি মহাপাপানুরত এরূপ একটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেওয়া তত সোজা কাজ নহে।"

চৌধুরী মহাশয় অতি প্রশান্ত ভাবে হাস্য করিয়া বলিলেন,—"ঠিক কথা! নির্ব্বোধের কৃত পাপই ধরা পড়ে, আর সুবোধের কৃত পাপ কখনই ধরা পড়ে না। সুতরাং যদিই আমি কোন দৃষ্টান্ত দেখাই তাহা হইলে সুবোধের দৃষ্টান্ত না হইয়া তাহা নির্ব্বোধেরই দৃষ্টান্ত হইবে। কেমন রাণি, আমি তর্কে হারিয়া গিয়াছি, না?"

রাজা প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াইয়া কথা বার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তিনি এখন বলিয়া উঠিলেন,—"লীলা, তুমি তোমার তোজদান বন্দুক লইয়া সাবধান হইয়া দাঁড়াও। তুমি বল পাপ মাত্রেই আপনি ধরা পড়ে। একথাও

পুঁথিতে লেখা থাকে জগদীশ। ছাড় কেন রাণি, তুমিও এই পুঁথির মন্ত্র ছাড়িয়া দেও। পাপ আপনি ধরা পড়ে—কি ঘৃণার কথা।"

লীলা ধীর ভাবে বলিল,—"আমি সে কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।"

রাজা এমন বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন যে আমরা সকলেই, বিশেষতঃ চৌধুরী মহাশয়, বড়ই চমকিয়া উঠিলাম। লীলার সহায়তা করিবার জন্য আমিও বলিয়া উঠিলাম,—"আমারও তাহাই বিশ্বাস।" লীলার কথায় রাজা যেমন বেজায় হাসিয়া উঠিয়াছিলেন, আমার কথায় তেমনই বিরক্ত হইয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা বালুকা পৃষ্ঠে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন এবং সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আহা রাগই প্রমোদ বেচারাকে খাইল। যাহা হউক, মনোরমা দেবী এবং রাণী ঠাকুরাণী, আপনারা কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে পাপ আপনি ধরা পড়ে?" তাহার পর আপনার স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"আর আমার হৃদয়েশ্বরি, তোমারও কি ঐ মত?

লীলা এবং আমাকে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে রঙ্গমতী ঠাকুরাণী বিশেষ ব্যঙ্গজনক স্বরে উত্তর দিলেন,—"আমি সুপণ্ডিত লোকের সমক্ষে কোন বিষয়ে মত ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে স্বয়ং তাহা শিক্ষা করিতে চাহি।"

আমি বলিলাম,—"সত্য নাকি? কিন্তু যে সময়ে আপনি

স্ত্রীলোকের মতের স্বাধীনতা ও স্ত্রীজাতির অধিকার বিষয়ের সমর্থন করিতেছেন, সে সময়ের কথা আমি ভুলি নাই।"

আমার কথায় বিন্দু মাত্র মনোযোগ না করিয়া তিনি বলিলেন,—"বল চৌধুরী, তোমার কি মত।"

চৌধুরী মহাশয় চিন্তিত ভাবে একটা ইন্দুরের গায়ে একটু টোকা মারিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"মনুষ্য সমাজ কেমন সুকৌশলে আপনার অক্ষমতার কথা চাপা দিয়া ঠাণ্ডা হইয়া থাকে! পাপ কার্য্য ধরিবার জন্য মনুষ্যেরা যে সকল কল খাড়া করিয়াছে তাহা কোন কর্ম্মেরই নহে; কিন্তু সমাজ সে কথা কাহাকেও বুঝিতে না দিয়া একটা অর্থ হীন নীতি বাক্য বলিয়া সকলের চক্ষে ধূলা দিতেছে। পাপ আপনি ধরা পড়ে, সত্য নাকি? আর একটা অর্থ হীন নীতি কথা, হত্যাকাণ্ড কখন চাপা থাকে না। থাকেনা কি? বড় বড় সহরে যাঁহারা হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করেন, একথা সত্য কি না, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি রাণী ঠাকুরাণী। দেশের সব খবরের কাগজ পড়ুন দেখি মনোরমা দেবী। যে দুই চারিটা খুনের সংবাদ কাগজে স্থান পায়, তাহার মধ্যে লাস পাওয়া গিয়াছে অথচ কে খুন করিয়াছে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই এমন খবর থাকে না কি? এখন ভাবিয়া দেখুন সকল খুনের কথা কাগজে উঠে না এবং সকল লাসও পাওয়া যায় না। যে সকল খুনের সংবাদ কাগজে উঠে এবং যে সকল খুনের লাস পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত যে সকল হত্যাকাণ্ড খবরের কাগজে উঠে নাই ও যাহার

লাস পাওয়া যায় নাই তাহা মনে মনে ঠিক দিয়া বলুন দেখি কি মীমাংসা সঙ্গত? ইহার একই মীমাংসা; যাহারা বোকা খুনে তাহারাই ধরা পড়ে এবং যাহারা বিজ্ঞ খুনে তাহারা এড়াইয়া যায়। খুন লুকান এবং খুন ধরা পড়া ব্যাপার তো আর কিছুই নয়, কেবল এক দিকে পুলিস এবং আর এক দিকে ব্যক্তিগত কৌশলের পরীক্ষা মাত্র। যে যে স্থলে হত্যাকারী মূর্খ, নির্ব্বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন তাদৃশ দশ জায়গার মধ্যে নয় জায়গায় পুলিসেরই জিঁত হয়। কিন্তু যেখানে হত্যাকারী শিক্ষিত, সুবোধ ও স্থির-প্রতিজ্ঞ তেমন দশ জায়গার মধ্যে নয় জায়গায় পুলিসের হারি হয়। যখন পুলিস জিঁতে তখন আপনারা তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে পান। কিন্তু যদি পুলিস হারে তাহা হইলে আপনারা তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন না। আপনারা এই নিতান্ত ভঙ্গুর ভিত্তির উপর, পাপ মাত্রেই আপনি প্রকাশিত হয়, এই সন্তোষপ্রদ নীতি কথা সংগঠিত করিয়াছেন। যে সকল পাপের সংবাদ আপনারা জানিতে পারেন তাহার পক্ষে এ কথা সত্য বটে, কিন্তু বাকীর কি?"

কাঠের ঘরের দরজার নিকট হইতে একজন বলিয়া উঠিল,—"কথা ঠিক, আর বলিয়াছও বেশ।" রাজা প্রমোদ এতক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া চৌধুরী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিতেছিলেন, তিনিই এ বাক্যের বক্তা।

আমি বলিলাম,—"কতকটা ঠিক কথা হইতে পারে এবং সমস্তটাই বেশ বলা হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি না কেন চৌধুরী মহাশয় এরূপ গৌর-

বের সহিত রমাজের উপর পাপীর বিজয় ঘোষণা করিতে-ছেন এবং কেনই বা রাজা এই কার্য্যের জন্য উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছেন।"

রাজা বলিলেন,—"শুনিলে জগদীশ? আমার কথা শুন, তুমি তোমার শ্রোতাদের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেল। তুমি তাঁহাদের বল যে ধর্ম্মটা বড় উত্তম জিনিষ, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, উঁহারা বড় খুসী হইবেন।"

চৌধুরী মহাশয় শব্দ না করিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। দুইটা সাদা ইন্দুর তাঁহার জামার ভিতর ঢুকিয়া গায়ের উপর বেড়াইতেছিল। চৌধুরী মহাশয়ের হাসির চোটে তাহারা, না জানি কি মহাপ্রলয় উপস্থিত ভাবিয়া, তাড়াতাড়ি পলাইয়া আসিয়া খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"প্রমোদ, রমণীগণই আমাকে ধর্ম্ম কথা বলুন। আমার অপেক্ষা এ সম্বন্ধে তাঁহারাই বিশেষ অভিজ্ঞ। কারণ ধর্ম্মটা যে কি তাহা তাঁহারাই জানেন ভাল, আমি কিন্তু তাহা জানি না।"

রাজা আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"শুনিলেন আপনারা? ভয়ানক কথা নয় কি?"

প্রশান্তভাবে চৌধুরী মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"আমি এই জীবনের মধ্যে অনেক দেশে বেড়াইয়াছি এবং নানা-স্থানে নানা ধর্ম্ম দেখিয়া আমার মাথা এখন এমন বেঠিক হইয়া গিয়াছে যে আমি এই বুড়া বয়সে কোন্‌টা সত্য ধর্ম্ম আর কোন্‌টা মিথ্যা ধর্ম্ম তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। এই আমাদের বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এক রকম ধর্ম্ম, আর ঐ

[মু]সলমান জাতির মধ্যে আর একরকম ধর্ম্ম। রামকৃষ্ণ [শি]রোমণি, নামাবলী গায়ে দিয়া, আর্ক-ফলা নাড়িতে নাড়িতে [ব]লিতেছেন, আমাদের ধর্ম্মই ঠিক। আবার ওদিকে হোসেন [আ]লি মৌলভি, মাথায় টুপি দিয়া, দাড়ি নাড়িতে নাড়িতে [ব]লিতেছেন, আমাদের ধর্ম্মই ঠিক। কাহাকে কি জবাব দিব [ত]াহা তো আমার বুদ্ধিতে আইসে না। এখন বলতো আমার [ব]াছাগের ইঁদুরগুলি, ধার্ম্মিক লোকের বিষয়ে তোমাদের কি [ম]ত? তোমরা বলিবে এখনই যে তোমাদের ভাল করিয়া [র]াখে, ভাল করিয়া খাইতে দেয় সেই ধার্ম্মিক। তোমাদের এ [ম]তের মন্দ নয়। কারণ, আর কিছু হউক না হউক, তোমাদের কথাটার মানে আছে।"

এই বলিয়া কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই খাঁচা [হ]াতে লইয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। তাহার পর খাঁচার [ই]ন্দুর গণিতে আরম্ভ করিলেন। "এক, দুই, তিন, চারি -অ্যাঁ! কি হলো? আর একটী ইন্দুর কই? যেটি সকলের [চে]য়ে ছোট, সকলের চেয়ে ভাল, আমার সে সোণার যাদু, [ত্রি]লোচন ইন্দুরটী কোথা গেল?"

আজিকার কথাবার্ত্তায় চৌধুরী মহাশয়ের হৃদয়ের যে [প]রিচয় পাওয়া গেল তাহাতে লীলা এবং আমি নিতান্ত [স]ংকুচিত হইয়া পড়িলাম। সুতরাং তাঁহার ইন্দুর সম্বন্ধীয় [র]সিকতা শুনিয়া আমার একটুও আমোদ হইল না। তথাপি [এ]ই সুবিপুলকায় ব্যক্তির একটা অতি ক্ষুদ্র মূষিকের জন্য [এ]রূপ কৌতুকজনক কাতরতা দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ [ক]রিতে পারিলাম না। সেই গৃহের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিবার

সুযোগ হইবে মনে করিয়া রঙ্গমতী দেবী গাত্রোত্থান করিলে আমরাও উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। দুই একপদ আসিতে না আসিতে আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম সেই বেঞ্চের নীচে চৌধুরী মহাশয় ইন্দুর দেখিতে পাইলেন। তিনি বেঞ্চ সরাইয়া ইন্দুর তুলিয়া লইলেন। তাহার পর সেই স্থানে জানু পাতিয়া অবনত মস্তকে সম্মুখস্থ ভূমির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কি দেখিতে লাগিলেন। যখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার মুখ নিতান্ত বিবর্ণ এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর এরূপ কম্পান্বিত যে তিনি অতি কষ্টে মূষিককে তাহার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিলেন। তখন তিনি নিতান্ত অস্ফুট স্বরে ডাকিলেন,—"প্রমোদ, রাজা, এদিকে আইস।"

রাজা এতক্ষণ কোন দিকে মনোযোগ না দিয়া ছড়ির অগ্রভাগ দ্বারা বালির উপর দাগ পাড়িতেছিলেন। তিনি চৌধুরী মহাশয়ের ডাক শুনিয়া ঘরের দিকে আসিতে আসিতে বলিলেন,—"ব্যাপার কি?"

চৌধুরী মহাশয় একহস্ত রাজার কাঁধে দিয়া এবং অপর হস্তে যে স্থানে ইন্দুর পাওয়া গিয়াছিল সেই দিকে নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"দেখিতেছ না ওখানে কি?"

রাজা বলিলেন,—"কতকগুলা ধুলা আর বালি, তার মধ্যে একটা ময়লা দাগ এই তো।"

চৌধুরী মহাশয় তখন কাঁপিতে কাঁপিতে উভয় হস্তে রাজাকে চাপিয়া ধরিয়া নিতান্ত ভীতভাবে বলিলেন,—

"না না, ময়লা দাগ নহে,—রক্ত।"

লীলা আমার পাশেই ছিল। সে চৌধুরী মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া নিতান্ত ভয় চকিতভাবে আমার দিকে চাহিল।

আমি বলিলাম,—"কি জ্বালা, ইহাতে ভয়ের কোনই কথা নাই। ওটা একটা বিলাতী কুকুরের রক্তের দাগ।"

তখন সকলেই কৌতুহলের সহিত আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং রাজাই প্রথমে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?"

আমি উত্তর দিলাম,—"যে দিন আপনারা সকলে বিদেশ হইতে বাটীতে ফিরিয়া আসেন সেই দিন আমি মরণাপন্ন একটা বিলাতী কুকুরকে এই স্থানে দেখিতে পাই। কেমন করিয়া কুকুরটা এই বিলের মধ্যে পলাইয়া আসিয়াছিল। তাহার পর আপনারই মালী তাহাকে গুলি করিয়াছিল।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—

"কাহার সে কুকুর? আমাদের কোন কুকুর নয় তো?"

লীলা বিশেষ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসিল,—

"আহা! তুমি তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলে, নিশ্চয়ই তুমি তাহার জন্যে যত্নের ক্রুটী কর নাই দিদি।"

আমি বলিলাম,—"আমি আর গিন্নী ঝি তাহাকে বাঁচাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার আঘাত বড়ই সংঘাতিক হইয়াছিল, সে কিছুতেই বাঁচিল না।"

রাজা একটু বিরক্তভাবে এবং একটু জোরে আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কাহার সে কুকুর? আমার নয় তো?"

আমি বলিলাম,—"না, আপনার নয়।"

"তবে কাহার? গিন্নী ঝি জানে কি?"

আমি গিন্নীঝির মুখে শুনিয়াছিলাম, তাহার আগমন সংবাদ যাহাতে রাজার কর্ণগোচর না হয় ইহাই হরিমতির বিশেষ অনুরোধ। সে কথা এখন আমার মনে পড়িল। কিন্তু সকলের ভয় দূর করিবার জন্য আমি এতদূর অগ্রসর হইয়াছি যে এখন আর সে কথা চাপিয়া রাখিলে চলে না। কাজেই আমাকে বলিতে হইল,—"গিন্নী ঝি জানে। সেই আমাকে বলিয়াছিল, সে কুকুর হরিমতির।"

এই কথা যেই আমার মুখ হইতে বাহির হওয়া সেই রাজা তাড়াতাড়ি চৌধুরী মহাশয়কে অসভ্য ভাবে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমার ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং রাগত দৃষ্টির সহিত আমার মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"সেটা হরিমতির কুকুর তাহা গিন্নী ঝি জানিল কিরূপে?"

তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বিরক্ত ও বিচলিত হইলেও আমি ধীরভাবে উত্তর দিলাম,—"হরিমতি সেই কুকুর সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, সেই জন্যই গিন্নী ঝি তাহা জানে।"

"সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল? কোথায় আনিয়াছিল?"

"এই বাটিতে।"

"এই বাটীতে হরিমতির কি ঘোড়ার ডিমের দরকার ছিল! সে এখানে কেন আসিয়াছিল?"

এই প্রশ্নের ভাষার অপেক্ষাও, ইহা বলিবার ভঙ্গী নিতান্ত কদর্য্য ও অতিশয় বিরক্তিজনক। আমি কোন উত্তর না দিয়া ঘৃণার সহিত সে-দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে গমন করিলাম। তখন চৌধুরী মহাশয় রাজার পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে থাবা দিতে দিতে মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"ঠাণ্ডা ভাবে – ছি প্রমোদ, শান্ত ভাবে।"

রাজা নিতান্ত রাগতভাবে চৌধুরী মহাশয়ের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। চৌধুরী মহাশয় একটু হাসির সহিত প্রশান্ত ভাবে আবার বলিলেন, – "ধীর ভাবে বল। ছি ছি।"

রাজা কিছু অপ্রতিভ হইয়া আমার পশ্চাতে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন এবং আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। তিনি বলিলেন, –

"মনোরমা দেবী, ইদানীং আমার শরীর ও মনটা বড়ই মন্দ যাইতেছে; এজন্য আমি সময়ে সময়ে সামান্য কারণেও নিতান্ত বিরক্ত হইয়া পড়ি। সে জন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না। যাহা হউক, হরিমতি এখানে কেন আসিয়াছিল আমি জানিতে চাহি। কখন সে আসিয়াছিল? গিন্নী ঝি ছাড়া আর কেহই কি তাহাকে দেখে নাই?"

আমি বলিলাম, – "আমি যতদূর জানি, আর কেহই তাহাকে দেখে নাই।"

এই সময় চৌধুরী মহাশয় মধ্যস্থতা করিয়া বলিলেন, –

"তবে সেই গিন্নী-ঝিকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন? সংবাদের সেই মূল স্থানে গিয়া সব জানন৷ কেন?"

রাজা বলিলেন, – "ঠিক বলিয়াছ! গিন্নী ঝিকেই সকল কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক; এতক্ষণ এ কথা আমার মনে উদয় না হওয়াই আহাম্মুকী।"

এই বলিয়া তিনি প্রাসাদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা পশ্চাৎ ফিরিবামাত্র চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যস্থতার কারণ

বেশ বুঝিতে পারা গেল। হরিমতির বিষয়ে এবং তাহার এখানে আসিবার কারণ সম্বন্ধে তিনি তখন উপর্য্যুপরি অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজার সমক্ষে এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার তাঁহার সুবিধা হইত না। মনের কথা তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার সহিত কোন প্রকার আত্মীয়তা সংস্থাপন করিতে আমার বাসনা ছিল না। এজন্য আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলাম। লীলা কিন্তু না জানিয়া ও না বুঝিয়া আপনার কৌতূহল নিবারণের জন্য আমাকে হরিমতির সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কাজেই আমাকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও অনেক কথা বলিতে হইল। ফল এই দাঁড়াইল যে ১০ মিনিটের মধ্যে আমি হরিমতি এবং তাহার কন্যা মুক্তকেশী সংক্রান্ত ঘটনাবলী ও তৎসহ দেবেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধ বিষয়ক ব্যাপারের যাহা জানিতাম চৌধুরী মহাশয়ও তাহা জানিয়া ফেলিলেন। রাজার সহিত চৌধুরী মহাশয়ের যেরূপ প্রগাঢ় আত্মীয়তা এবং তাঁহার সর্ব্ববিধ গুপ্ত ব্যাপারেও চৌধুরী মহাশয়ের যেরূপ অভিজ্ঞতা তাহাতে মুক্তকেশী সংক্রান্ত রহস্য তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকা বস্তুতই নিতান্ত বিস্ময়জনক। জগতের মধ্যে যিনি রাজার প্রধানতম বন্ধু তাঁহাকেও যখন রাজা এ ব্যাপার জানান নাই তখন এই অভাগিনী রমণী সংক্রান্ত রহস্য যৎপরোনাস্তি সন্দেহ জনক বলিয়া আমার প্রতীতি হইল। চৌধুরী মহাশয় যে এ বিষয়ের কিছুই জানিতেন না, এ কথা তাঁহার মুখের ভাব ও আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া

মতি সহজেই অনুমান করা গেল। এই প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আমরা ক্রমশঃ আবাদের মধ্য দিয়া প্রাসাদের অভিমুখে ফিরিতেছিলাম। আমরা বাটী ফিরিয়া প্রথমেই দেখিলাম রাজার এক টম টম গাড়ি ঘোড়া জোতা হইয়া তৈয়ারি অবস্থায় প্রাঙ্গনে অপেক্ষা করিতেছে। বোধহয় গিন্নী ঝির নিকট রাজা যাহা যাহা শুনিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন তাহারই সন্ধান জন্য এই গাড়ি তৈয়ারি হইয়াছে। সহিস ঘোড়ার মুখ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। চৌধুরী মহাশয় নিতান্ত আত্মীয়বৎ কোমল স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"বাঃ বাঃ খাসা ঘোড়াটী! রাজা আজি কোন্ দিকে বেড়াইতে যাইবেন বাপু?"

সহিস বলিল,—"তাহা আমি এখনও জানিতে পাই নাই।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"এমন সুন্দর ঘোড়াটীকে বেশী খাটাইয়া নষ্ট না করিলে ভাল হয়।"

সহিস বলিল,—"না ধর্ম্মাবতার, এ ঘোড়াটা বড়ই ভাল। এ যেমন খাটিতে পারে রাজার আস্তাবলে তেমন আর একটীও নাই। রাজার যেদিন দূরে যাইবার ইচ্ছা থাকে সেই দিনই এই ঘোড়া গাড়িতে জোড়া হয়।"

চৌধুরী মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"ন্যায় শাস্ত্রের 'সিদ্ধান্ত—রাজা তবে আজি দূরে যাইবেন। কি বলেন মনোরমা দেবী?"

আমি এ কথার কোন উত্তর দিলাম না। আমি যাহা জানিতাম ও যাহা দেখিলাম তাহা হইতে যে সিদ্ধান্ত সঙ্গত

তাহা আমার ঠিক করিতে বাকী ছিল না। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়কে মনের কথা বলিব কেন? আমি মনে বুঝিলাম, রাজা যখন আনন্দধামে ছিলেন, তখন মুক্তকেশীর কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি বহুদূরে তারার খামার পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। এখন তিনি এখানে। এখানেও কি তিনি সেই মুক্তকেশীর কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য দূর গ্রামান্তরে হরিমতির বাড়ী পর্য্যন্ত গাড়ি চালাইতেছেন না?

আমরা ভবনে আরোহণ করিলাম। প্রথম প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করার পর রাজা পাঠাগারের মধ্য হইতে আসিয়া আমাদের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুলিত চিত্ত বোধ হইল। তাঁহার বর্ণ বড়ই পাণ্ডু। তাহা হইলেও তিনি বিশেষ বিনয়, শিষ্টাচার ও ভদ্রতার সহিত আমাদিগকে বলিলেন,—

"একটা গুরুতর কাজের অনুরোধে আমাকে আপনাদের ছাড়িয়া আজি একবার গ্রামান্তরে যাইতে হইতেছে। আমি কালি ফিরিব। আপাততঃ আমি যাত্রা করার পুর্ব্বে, প্রাতে যে একটু কাজের জন্য বলিয়াছিলাম, সেই টুকু শেষ হইলে ভাল হয়। রাণি, তুমি একবার কেতাব ঘরে আইস—অতি সামান্য কাজ, এক মিনিটও লাগিবে না। পিসি মা আপনিও একটু কষ্ট করিবেন কি? জগদীশ, তুমি এবং তোমার স্ত্রী চৌধুরাণী ঠাকুরাণী একটা দস্তখতের স্বাক্ষী হওয়া আবশ্যক। আইস সকলে, কাজটা শেষ হইয়া যাউক।"

যতক্ষণ সকলে কেতাব ঘরে প্রবেশ না করিলেন ততক্ষণ রাজা দোরের চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলে

গৃহমধ্যস্থ হইলে তিনি ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। আমি নিতান্ত দুর্ভাবনাগ্রস্ত হইয়া কিয়ৎকাল সেখানে দাঁড়াইয়া থাকার পর ধীরে ধীরে সিড়িঁতে উঠিয়া আপনার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ।—ঘরে গিয়া বসিবার পূর্ব্বেই শুনিতে পাইলাম রাজা নীচে হইতে আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—

"আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া একবার নীচে আসিতে হইতেছে। দোষ সম্পূর্ণই জগদীশের, তিনি তাঁহার স্ত্রী স্বাক্ষী হওয়ার পক্ষে কতকগুলি অন্যায় আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, কাজেই আপনাকে কষ্ট দিতে হইল।"

আমি পুস্তকাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম লীলা টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নভাবে টেবিলের উপরিস্থিত একখানি পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছে। রঙ্গমতী ঠাকুরাণী তাহার নিকটে একখানি চেয়ারে বসিয়া নিতান্ত প্রশংসা ও গৌরবের দৃষ্টিতে আপনার স্বামীর দিকে চাহিয়া আছেন। চৌধুরী মহাশয় জানালার নিকট দাঁড়াইয়া সেখানে টবের

উপর যে সকল ফুল গাছ ছিল তাহা হইতে শুষ্ক পাতা বাছিয়া ফেলিতে ছিলেন। আমি গৃহাগত হইবামাত্র তিনি আমার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"আপনাকে কষ্ট দিতে হইল বলিয়া আমি বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু জানেনই তো আপনি "বাঙ্গাল বড় হেয়ান।" আমিও একজন বাঙ্গাল, কাজেই আমিও হেয়ান। আমি হেয়ান বলিয়াই যে দস্তখতে আমি একজন স্বাক্ষী সে দস্তখতে আমার স্ত্রীরও স্বাক্ষী হওয়া বড় দোষের কথা বলিয়া আমার মনে হইতেছে।"

রাজা বলিলেন,—"এ কথার কোনই মানে নাই। আমি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি স্বামী ও স্ত্রী এক দস্তখতের স্বাক্ষী হইলে কোন দোষ হয় না। তথাপি উনি বুঝিবেন না।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"ঠিক কথা। কিন্তু আপন বুদ্ধিতে ফকির হওয়া ভাল, তবু পরের বুদ্ধিতে রাজা হওয়াও কিছু নয়। আমি একজেদা হেয়ান বাঙ্গাল। যতক্ষণ আমার প্রাণ না বুঝিবে ততক্ষণ তোমার তর্ক যুক্তি কিছুই আমি শুনিব না। রাণী যে দলীলে এখনই নাম সহি করিবেন তাহাতে কি আছে তাহা আমি জানি না, জানিতে আমার কোন বাসনাও নাই। আমার বক্তব্য যে ভবিষ্যতে এমন সময় উপস্থিত হইতে পারে যখন রাজার অথবা রাজার স্থলভিষিক্ত ব্যক্তির দস্তখতের স্বাক্ষী দুই জনের মত লইবার আবশ্যক হইবে। সেরূপ স্থলে স্বাক্ষী দুইজনের পরস্পর স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মত থাকা আবশ্যক।

মার স্ত্রী এবং আমি স্বাক্ষী হইলে সে উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া ইবে; কারণ আমাদের মধ্যে একমত ভিন্ন দুই মত নাই, বং সে মত আমারই। আমার স্ত্রী দায়ে পড়িয়া নাম স্বাক্ষর রিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার স্বাক্ষ্য প্রামাণ্য নহে, এরূপ পত্তি ভবিষ্যতে জন্মিতে পারে। আমি তাহা শুনিতে হি না। আমি রাজার ভালর জন্যই বলিতেছি যে, আমি মীর আসন্ন বন্ধুরূপে স্বাক্ষী থাকি, আর মনোরমা দেবী, পনি স্ত্রীর আসন্ন বন্ধুরূপে স্বাক্ষী থাকুন। আমি এই রকম রিয়াছি। তা আপনারা যাহাই বলুন, আমি সহজে আমার দ্ধ ছাড়িব না।"

চৌধুরী মহাশয়ের এরূপ সাবধানতার কোন মানে থাকুক ার নাই থাকুক, আমার মনে কিন্তু বড়ই সন্দেহ জন্মিল. বং আমরও স্বাক্ষী হইতে নিতান্ত অনিচ্ছা হইল। কিন্তু লাকে ছাড়িয়া তো যাইতে পারি না। ঘটনা কিরূপ দাঁড়ায় খিবার জন্য অপেক্ষায় রহিলাম এবং বলিলাম,—

"আমি এখানেই থাকিতেছি; যদি কোন আপত্তি উপ-তে না হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি স্বাক্ষী থাকিব।"

রাজা আমাকে কিছু বলিবেন ভাবিয়া আমার প্রতি কবার দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু সেই সময়ে পিসি মা কুরাণী গাত্রোত্থান করায় তাঁহাকে সেই দিকে মনোযোগী তে হইল। স্পষ্টই বুঝা গেল চৌধুরী মহাশয় নয়নে নয়নে র প্রতি গৃহত্যাগের আদেশ প্রচার করিয়াছেন। তিনি ইতেছেন দেখিয়া রাজা বলিলেন,—

"আপনি যান কেন? থাকন না।"

ঠাকুরাণী আবার স্বামীর মুখের প্রতি চাহিলেন এবং আবার আদেশ পাইলেন। তখন, আমাদের কাজের সময় তাঁহার অনর্থক থাকিবার দরকার নাই বলিয়া, তিনি জেদ করিয়া চলিয়া গেলেন। চৌধুরী মহাশয় তখন একটা পেন্সিলের আগা দিয়া জানালার নিকটস্থ ফুলের টবের মাটী খুঁড়িয়া দিতেছেন। উদ্বেগ ও সাবধানতার সীমা নাই —গাছের গোড়ায় যে পিপ্ড়ে লাগিয়াছিল, তাহাদের গায়ে আঘাত না লাগে বা মরিয়া না যায়। এদিকে রাজা দেরাজের ভিতর হইতে একটী ছোট বাক্স বাহির করিয়া ছোট একটী রূপার চাবি দিয়া তাহা খুলিলেন। তাহার পর তাহার মধ্য হইতে অনেক ভাঁজ করা এক দলীল বাহির করিয়া তাহার শেষ ভাঁজটী মাত্র খুলিলেন। সে ভাঁজটী সাদা, সুতরাং দলিলে যাহা লেখা আছে তাহার এক বর্ণও দেখা গেল না। লীলা এবং আমি পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। লীলা নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেও, ভয় এবং অস্থিরতার কোন চিহ্ন তাহার মুখে দেখিলাম না। রাজা কালীতে একটা কলম ডুবাইয়া আপনার স্ত্রীর হস্তে দিলেন এবং দলীলের সেই সাদা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—

"এই স্থানে তোমার নাম সহি কর। মনোরমা দেবী, এবং জগদীশ আপনারা এই এই স্থানে নাম সহি করিবেন। জগদীশ, একি ছেলে মানুষি নাকি? এদিকে এস, দস্তখতের স্বাক্ষী হওয়া ইয়ারকির কর্ম্ম নহে।"

চৌধুরী মহাশয় তৎক্ষণাৎ পেন্সিল্টী পকেটে ফেলিয়া রাজার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আমাদের

নিকটস্থ হইলেন। লীলা কলম হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহি-য়াছে। তখন রাজা আবার দলীলের সেই স্থানটী দেখাইয়া বলিলেন,—

"এইখানে সহি কর।"

লীলা ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—

"আমার যাহাতে নাম সহি করিতে হইবে, এটা কি?"

রাজা বলিলেন,—

"আমার এখন বুঝাইয়া বলিবার সময় নাই। গাড়ি তৈয়ারি রহিয়াছে, আমাকে এখনই যাইতে হইবে। আর সময় থাকিলেও, তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে না, ইহা কেবল লম্বা লম্বা আইনের বাজে কথায় পুর্ণ। এস এস, শীঘ্র নাম দস্তখত করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব কাজটা শেষ করিয়া দেও।"

লীলা বলিল,—"রাজা, যাহাতে আমার নাম সহি করিতে হইবে, দস্তখত করিবার পুর্ব্বে সেটা কি একথা জানা আমার পক্ষে অবশ্যই আবশ্যক।"

"দূর কর ছাই! মেয়ে মানুষের কাজের কথা জানিবার কি দরকার? আমি তোমাকে আবার বলিতেছি, তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে না।"

"কিন্তু যাই হউক, আমার বুঝিতে চেষ্টা করাও তো আবশ্যক। যখন উমেশ বাবুর এইরূপ কোন কাজের দরকার উপস্থিত হইত, তখন তিনি প্রথমেই তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। আমিও তাহা বুঝিতে পারিতাম তো।"

"তিনি করিতেন, আমার কি তা? তিনি তোমার চাকর ছিলেন, তিনি তোমাকে বুঝাইয়া দিতে বাধ্য। আমি

তোমার স্বামী, আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতে বাধ্য নহি। আর কতক্ষণ তুমি আমাকে এখানে অনর্থক আট্‌কাইয়া রাখিবে? আমি তোমাকে আবার বলিতেছি, এখন আর বোঝাবুঝির সময় নাই, গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে। সাদা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি সহি করিবে কি না?"

তথাপি লীলা কলম হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সহি করিতে অগ্রসর হইল না। বলিল,—"যদি আমাকে সহি করিয়া কোন বিষয়ের জন্য বাধ্য হইতে হয় তাহা হইলে সেটা কি ইহা জানিতে অবশ্যই আমার একটুও অধিকার আছে।"

রাজা সজোরে টেবিলে আঘাত করিয়া বিশেষ রাগের সহিত বলিলেন,—

"অত কথা আমি শুনিতে চাহি না। এখানে তোমার দিদি আছেন, চৌধুরী মহাশয় আছেন বলিয়া আর লজ্জায় কাজ নাই। সোজা কথা বল যে, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর।"

চৌধুরী মহাশয় সেই সময়ে আস্তে আস্তে রাজার কাঁধের উপর হাত দিলেন। রাজা রাগের সহিত তাহা ঝাড়িয়া ফেলিলেন। চৌধুরী প্রশান্ত ভাবে আবার রাজার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন,—"প্রমোদ, প্রমোদ, কর কি? অন্যায় রাগ দমন কর। এ ক্ষেত্রে রাণীই ঠিক।"

রাজা চীৎকার স্বরে বলিলেন,—"রাণীই ঠিক! স্বামীকে অবিশ্বাস করা স্ত্রীর পক্ষে ঠিক কাজ!"

লীলা বলিল,—"আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিতেছি

বলিয়া অভিযোগ করা নিতান্ত অন্যায় ও অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা। দিদিকে জিজ্ঞাসা কর, সহি করিবার আগে ইহাতে কি আছে জানিতে ইচ্ছা করা ন্যায়সঙ্গত কি না।"

রাজা উদ্ধত ভাবে বলিলেন,—

"দিদিকে জিজ্ঞাসা করিবার কোনই দরকার নাই। এ বিষয়ের সহিত তোমার দিদির কোন সম্পর্ক নাই।"

আমি এতক্ষণ কোন কথা কহি নাই, এখনও কোন কথা কহিতাম না। কিন্তু লীলার মুখের বিপন্ন ও কাতর ভাব দেখিয়া এবং তাহার স্বামীর অন্যায় অবিচার দেখিয়া আমার মত ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম,—

"রাজা আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না। আমি যখন দস্তখতের একজন স্বাক্ষী তখন আমি এ বিষয়ে নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত নহি। আমার বিবেচনায় লীলার আপত্তি সম্পূর্ণই সঙ্গত। লীলা যাহাতে সহি করিবে, তাহাতে কি আছে তাহা সে অগ্রে না বুঝিলে, আমি তো স্বাক্ষীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত নহি।"

রাজা বলিলেন,—"অতি উত্তম কথা! আবার যদি কখন, মনোরমা দেবি, আপনাকে কাহারও বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে আমি উপদেশ দিতেছি, যে বিষয়ের জন্য আপনার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, সে বিষয়ে তাহার স্ত্রীর পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহার আশ্রিত পালন গুণের এমন করিয়া প্রতিশোধ দিবেন না।"

তিনি আমাকে প্রহার করিলে আমার মনের যেরূপ ভাব

হইত, একথা শুনিয়া আমার চিত্তের তেমনই ভাব হইল যদি আমি পুরুষ হইতাম, তাহা হইলে তদ্দণ্ডে তাঁহারই ঘ তাঁহাকে মারিয়া অচেতন করিয়া ছাড়িতাম এবং কো কারণে কদাপি তাঁহার বাটিতে আর পদার্পণও করিতাম না কিন্তু আমি স্ত্রীলোক এবং আমি তাঁহার স্ত্রীকে প্রাণে অপেক্ষাও ভালবাসি। ঈশ্বরানুগ্রহে সেই ভালবাসারই জ আমি একটীও কথা না কহিয়া স্থির রহিলাম। লীলা বুঝি কত কষ্টই আজি আমার হৃদয় সহিল এবং কত জ্বালা তাহা চাপিয়া রাখিল। সে গলদশ্রু লোচনে আমার নিক দৌড়িয়া আসিল এবং উভয় হস্তে আমার হস্তধারণ করিয় বলিল,—

"দিদি, দিদি, মা যদি আজি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহ হইলে তিনিও আমার জন্য এত সহ্য করিতেন না।"

রাজা আবার চীৎকার করিলেন,—

"এদিকে এস, নাম সহি কর।"

লীলা আমার কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিল,—"স করিব কি? তুমি যদি বল তো করি।"

আমি বলিলাম,—"না। তুমি যাহা ধরিয়াছ তাহ সঙ্গত এবং সত্য। যতক্ষণ উহা পড়িতে না পাইবে, ততক্ষ উহাতে কখনই নাম সহি করিও না।"

রাজা ভয়ানক চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"এস, শী সহি কর।"

চৌধুরী মহাশয় লীলা ও আমার ভাব বেশ করিয়া লক্ষ করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে আবার একবার মধ্যস্থ হই

লিলেন,—"প্রমোদ, স্ত্রীলোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার রা আবশ্যক তাহা কি তুমি জান না। ছি ছি!"

রাজা অতিশয় রাগের সহিত তাঁহার দিকে ফিরিয়া হিলেন। চৌধুরী মহাশয় ধীরে ধীরে রাজার স্কন্ধে হাত য়া বলিলেন,—"ছি ছি!"

উভয়ে পরস্পর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। রাজা রে ধীরে চৌধুরী মহাশয়ের হাতের নীচে হইতে আপনার াধ সরাইয়া লইলেন। ধীরে ধীরে চৌধুরী মহাশয়ের নয়ন মুখ হইতে আপনার মুখ ফিরাইলেন। নিতান্ত স্বার্থময় াবে দলীল খানার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শষে নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও যেন বাধ্য হইয়া বলিলেন,—

"কাহাকেও গালি দেওয়া আমার অভিপ্রায় নহে, তবে মামার স্ত্রীর একগুঁয়েমিতে মুনি ঋষিরও ধৈর্য্য নষ্ট হইয়া ায়। আমি বলিয়াছি, এ এক খানি সামান্য দলিল মাত্র। ইহার অপেক্ষা বেশী কথা তোমার আর জানিবার দরকার কি? তুমি যাহাই বল, জগদীশ, স্বামীর কার্য্যের এরূপ প্রতিবাদ করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য নহে। সে যাহা হউক, রাণি, আমি তোমাকে আবার বলিতেছি, এই শেষবার, তুমি সহি করিবে কি না?"

লীলা টেবিলের নিকটস্থ হইল। আবার কলম হাতে তুলিল, তাহার পর বলিল,—"আমি একটা দায়িত্বযুক্ত মানুষ ভাবিয়া যদি তুমি আমার সহিত ব্যবহার কর, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্টচিত্তে নামসহি করিব। আমার যতই কেন ক্ষতি হউক না, তাহা আমি সকলই সহ্য করিতে পারি, যদি আমার

তেছিল। আমি তাহাকে থামাইয়া তাহার কাণে কাণে বলিলাম,—"চৌধুরী মহাশয়ের সহিত কখন শত্রুতা করিও না ; আর যাই হউক, চৌধুরী মহাশয় যেন কখন আমাদের শত্রু না হন।" লীলা আমার কথা রাখিল।

তখন চৌধুরী মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"রাণী মাতা, আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি এই গৃহের কর্ত্রী ও সর্ব্বেশ্বরী ; আপনার প্রতি প্রভুত সম্মান ও শ্রদ্ধার বশবর্ত্তী হইয়া আমি এস্থলে একটী কথা বলিতে বাসনা করি।" তাহার পর রাজার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"রাজা, আজি উহাতে নাম সহি না হইলে কোন মতেই চলিতে পারে না কি ?"

রাজা গোঁ গোঁ করিয়া বলিলেন,—"আমার যেরূপ মত লব তাহাতে উহার আজিই দরকার আছে। কিন্তু দেখিলেই তো তুমি, আমার দরকারে রাণীর কিছুই যায় আসে না।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমার কথার সাদা উত্তর দেও। দস্তখত কালি পর্য্যন্ত না হইলে চলিবে কি না ? হাঁ কি না বল।"

"হাঁ।"

"তবে তুমি অকারণ এখানে বসিয়া সময় নষ্ট করিতেছ কেন ? কালি পর্য্যন্ত,—যতক্ষণ তুমি ফিরিয়া না আইস ততক্ষণ পর্য্যন্ত—উহা তবে থাকিতে দাও।"

রাজা বিরক্তির সহিত চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি যেরূপ ভাবে আমার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছ, আমার তাহা ভাল লাগে না। আমি অমন ভাবে কথা কাহারও নিকট হইতে শুনিতে চাহি না।"

চৌধুরী ঘৃণাব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—'তোমার ভালর জন্যই আমি বলিতেছি, এ উপায়ে তুমিও সময় পাইবে, রাণীও সময় পাইবেন। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার গাড়ি বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। আমার কথা তোমার ভাল লাগিতেছে না, বটে? আমি তোমার মত কখন রাগিতে জানি না, কাজেই আমার কথা তোমার ভাল লাগিবে কেন? এ পর্য্যন্ত তোমাকে কতই না সদুপদেশ দিয়াছি, কিন্তু বল দেখি কখন কি আমি ভুল কথা বলিয়াছি? আর কথায় কাজ নাই। কি কাজে যাইতেছ, যাও এখন। তুমি ফিরিয়া আসার পর দস্তখতের কথা তুলিলেই হইবে। এখন উহা থাকিতে দেও।"

রাজা কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া একবার ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। যে গুরুতর কাজের জন্য তিনি কাহাকেও উদ্দেশ্য ব্যক্ত না করিয়া কোথায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন তাহার চিন্তা, সঙ্গে সঙ্গে লীলার নাম স্বাক্ষরের জন্য চিন্তা তাঁহাকে যেন কতকটা অস্থির করিয়া তুলিল; তিনি একটু চিন্তার পর চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলেন,—"আমাকে কথায় হারাইয়া দেওয়া সোজা কাজ। আমার জবাব দিবার সময় নাই। তোমার কথা মানি বা না মানি, শুনি বা শুনি এখন তোমার উপদেশ মতই আমাকে কাজ করিতে হইতেছে, যেহেতু আর এখানে অপেক্ষা করিলে চলিবে না।" তাহার পর লীলার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু শুন রাণি! কালি আমি ফিরিয়া আসিবার পর যদি নামসহি না কর তাহা হইলে—" লীলা ক্রোধে মুখের কথা শেষ না করিয়া

তাহার মধ্যে দলিল রাখিবার শব্দে কথার শেষ অংশ ভাল শুনা গেল না। তাহার পর তিনি বেগে বাহিরে গেলেন। যাইবার সময় তিনি আবার তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন,—"মনে থাকে যেন—কালি।"

রাজা চলিয়া গেলে চৌধুরী মহাশয় আমার ও লীলার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"মনোরমা দেবী, আজি আপনারা রাজার স্বভাবের চূড়ান্ত জঘন্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি তাঁহার অনেক দিনের বন্ধু—তাঁহার এই কদর্য্য ব্যবহারের নিমিত্ত আমি নিতান্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইতেছি। আমি অনেক দিনের প্রাচীন বন্ধু বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, কালি তিনি কখনই এরূপ লজ্জাজনক ব্যবহার করিতে পাইবেন না।"

লীলা আমার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চৌধুরী মহাশয়ের কথা সাঙ্গ হইলে সে আমার হাত টিপিল। বাস্তবিক স্ত্রীলোকের পক্ষে এতদপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে? স্বামীর কোন মন্দ ব্যবহারের জন্য, নিজ বাটীতেই, স্বামীর একজন পুরুষ বন্ধু উপস্থিত হইয়া, আহা উহু ও দুঃখ প্রকাশ করিলে স্ত্রীলোকের সকল গৌরবই নষ্ট হইয়া যায়। চৌধুরী মহাশয়ের সহিত একটু শিষ্টাচার করিয়া তবে আমি লীলাকে টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

...ও হীনতার কথা কি বলিব? রাজা যে কথা এখনই বলি...ক বলিয়াছিলেন, অন্যে হইলে সে কথার পর কি আর কখ...ও এখানে থাকিত? কিন্তু সে অভিমান, সে তেজ ...থাকুক, আমার এখন ভাবনা, পাছে আমি এখানে

থাকিতে না পাই! কি সর্ব্বনাশের কথা! লীলার এই দুঃসময়ে আমি যদি তাহার কাছে থাকিতে না পাই! যেমন করিয়া হউক, আমার লীলার কাছে থাকিতেই হইবে। আমি বেশ বুঝিয়াছি, চৌধুরী মহাশয়ের সহায়তা না পাইলে আমার এখানে থাকিতে পাওয়া অসম্ভব হইবে।

আমরা বাহিরে আসিয়া রাজার গাড়ির শব্দ শুনিতে পাইলাম। লীলা জিজ্ঞাসিল,—"দিদি রাজা কোথায় যাইতেছেন বোধ হয়? তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য দেখিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার বড় ভয় হয়।"

তাহার কোমল প্রাণ আজি অনেক কষ্ট সহিয়াছে এজন্য তাহাকে আমার সন্দেহের কথা বলিতে ইচ্ছা না হওয়ায় উত্তর দিলাম,—"তা আমি কেমন করিয়া জানিব দিদি।"

লীলা বলিল,—"গিন্নী ঝি নিশ্চয়ই জানে।"

আমি বলিলাম,—"নিশ্চয়ই না; সেও আমাদের মত কিছুই জানে না।"

"তুমি গিন্নী ঝির কাছে শুন নাই কি, মুক্তকেশীকে ইহার মধ্যে এ অঞ্চলে দেখা গিয়াছিল? তুমি বুঝিতেছ না কি, তিনি হয়ত তাহারই সন্ধানে গিয়াছেন।"

"যাহাই হউক লীলা, এখন আর সে ভাবনায় কাজ নাই। আমার ঘরে এস, দুই ভগ্নিতে একটু ঠাণ্ডা হইয়া বসি চল।"

আমরা দুই জনে জানালার কাছে বসিলাম। তখন লীলা বলিল,—"দিদি, আমার জন্য তোমাকে যে কষ্ট সহিতে হইয়াছে তাহা আমার মনে হইতেছে, আর তোমার মুখের

দিকে চাহিতে আমার লজ্জা হইতেছে। আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু দিদি, যেমন করিয়া হউক, তোমার মন যাহাতে আবার শান্ত হয় আমি তাহার চেষ্টা করিব।"

আমি বলিলাম,—"ছি দিদি ও কথা ভাবিতেছ কেন? তোমার সুখ ও শান্তি যে ভয়ানক রূপে বিধ্বংসিত হইতেছে তাহার তুলনায় আমার তুচ্ছ মানসিক ক্লেশ অতিশয় সামান্য।"

লীলা অতি দ্রুত ও সজোরে বলিতে লাগিল,—"শুনিলে তিনি আজি আমাকে কি বলিলেন? কিন্তু তুমি সে কথার ভাব কি জান না; কেন আমি কলম ফেলিয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিলাম তাহা তুমি জান না। তুমি কাতর হইবে জানিয়া, দিদি, আমি তোমাকে সকল কথা বলি নাই। আজি রাজা আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা তো তুমি জান। আজিকার কাণ্ড দেখিয়াই বোধ হয় তোমার প্রাণ আমার দুঃখে ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত কথা শুনিলে না জানি তোমার কি অসহ্য যাতনাই হইবে। তোমার যত কষ্টই হউক, তোমাকে সকল কথা না বলিলে আর চলিতেছে না। কিন্তু আমি এক্ষণে সে সকল কথা বলিতে অক্ষম। সমস্ত কথা মনে করিয়া আমার মাথা ঘুরিতেছে, আমি স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছি না, আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি। ওঃ সে কথায় আর কাজ নাই— অন্য কথা কহ। যে দস্তখতের জন্য আজি এত কাণ্ড হইল তাহা করিলেই হইত। কালি নাম সহি করিব কি? তুমি আমার পক্ষ হইয়া কথা কহিয়াছ, এখন যদি আমি

াক্ষর না করি, তাহা হইলে সমস্ত দোষ তোমারই ঘাড়ে াড়িবে। এখন করা যায় কি? হায়, এ অবস্থায় আমা-দের বিহিত উপদেশ দিবার কোন একজন বিশ্বস্ত প্রকৃত আত্মীয় থাকিলে বড়ই ভাল হইত।”

লীলা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে যে এখন দেবেন্দ্র বাবুর কথাই ভাবিতেছে, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। আরও বুঝিতে পারিলাম, কারণ লীলার কথার শেষ ভাগ শুনিয়া আমারও দেবেন্দ্র বাবুকে মনে পড়িল। দেবেন্দ্র বাবু বিদায় কালে, আমাদের কখন তাঁহার নিকট কোন সাহায্যের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি কৃতার্থ হইয়া তাহা সম্পন্ন করিবেন বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, লীলার বিবাহের ছয় মাসের মধ্যেই সেই প্রস্তাবিত সাহায্যের আবশ্যকতা উপস্থিত!

আমি বলিলাম,—“আমাদের সাধ্যে যতদূর হইতে পারে তাহার ত্রুটী করা হইবে না। কি করিলে ভাল হয়, লীলা তাহাই এখন ধীরভাবে স্থির কর।”

লীলা তাহার স্বামীর অর্থঘটিত যেরূপ অপ্রতুলতার কথা জানিত এবং আমি রাজা ও উকীলের যে সকল পরামর্শ স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তাহা মিলাইয়া আমরা স্থির করিলাম যে সে দলিল নিশ্চয়ই টাকা ধার করিবার খত, এবং তাহাতে লীলার নাম স্বাক্ষর থাকা রাজার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সম্পূ-র্ণই আবশ্যক। সে দলিলের মর্ম্ম কি এবং তদনুযায়ী সর্ত্তে লীলাকে কতদূর বাধ্য থাকিতে হইবে এ সকল প্রশ্নের আমরা কোনই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আমার ধারণা নিশ্চয়ই সে দলিল নিতান্ত নীচ জনোচিত শঠতা ও প্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ। রাজা দলিল দেখাইতে চাহেন নাই, অথবা তাহার মর্ম্ম ব্যক্ত করেন নাই বলিয়াই যে আমার এরূপ ধারণা হইয়াছে এমন নহে। তাঁহার নিতান্ত আত্মম্ভরিতা, প্রাধান্যপ্রিয়তা ও ঔদ্ধত্য তাদৃশ ব্যবহারের কারণ হইতে পারে। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি যতবার আনন্দধামে গতিবিধি করিতেন, সে সকল সময়ে যেরূপ ভাবে লীলা ও অন্যান্য সকলের সহিত তিনি কথা বার্ত্তা কহিতেন, আজি কালি তাঁহার ব্যবহার আবার সেইরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনই তাঁহার সততা সম্বন্ধে আমার মনে বিষম সন্দেহ জন্মাইয়াছে। লীলাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার উদ্দেশে তিনি আনন্দধামে নিরন্তর আপনাকে সম্পূর্ণ সততার আবরণে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অবিরত বিহিত বিধানে আমাদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহার বাসনা চরিতার্থ হইল, অমনই তাঁহার সেই অলীক আবরণ উন্মুক্ত হইল এবং তাঁহার ঘৃণার্হ পাশব প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সুতরাং তাঁহাকে আর বিশ্বাস করিতে মন সরে না। লীলার অদৃষ্ট যে কতই মন্দ, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। কিন্তু সে যাহাই হউক, না দেখিয়া ও না বুঝিয়া লীলাকে কখনই আমি সে দলিলে নাম সহি করিতে দিব না। অতএব কালি যখন নাম সহি করিবার কথা উঠিবে, তখন এমন একটা আইন ও ব্যবস্থা সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে যে রাজার সঙ্কল্প তাহাতে ফেঁসিয়া যাইবে এবং তিনি বুঝিবেন যে মেয়ে মানুষ হইলেও

আইন কারণ তিনিও যেমন বুঝেন আমরা দুই জনও তেমনই বুঝিয়া থাকি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা আমাদের উকীলের নিকট সমস্ত কথা লিখিয়া তাঁহার পরামর্শ লওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। আমাদের প্রধান আত্মীয় উমেশ বাবু শারীরিক অসুস্থতার জন্য কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়ায় করালী বাবু নামে আর একজন উপযুক্ত, ভদ্র উকীল তাঁহার কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন। কোন আবশ্যক উপস্থিত হইলে করালী বাবুকে আমরা সম্পূর্নরূপে বিশ্বাস করিতে পারি, একথা উমেশ বাবু আমাকে বলিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। আমি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে সকল কথা যথাযথ রূপে লিখিলাম। তাহার পর এরূপ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহার উপদেশ চাহিলাম। বাজে কথা একটিও না লিখিয়া যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে পত্র সমাপ্ত করিলাম। আমি যখন চিঠি শেষ করিয়া খামের উপর শিরোনাম লিখিতেছি তখন লীলা বলিল,—

"কিন্তু কালি সময়ের মধ্যে উত্তর পাইবে কিরূপে? তোমার এ পত্র কালি প্রাতে কলিকাতায় পৌঁছিবে। তাহার পর কালিই যদি ইহার উত্তর সেখানে ডাকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে পরশু সকালে তাহা আমাদের হাতে আসিতে পারে। তাহার উপায় কি?"

ঠিক কথা। এতক্ষণ একথা আমার মনে উদয় হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য। যদি কোন লোক ইহার উত্তর হাতে করিয়া লইয়া আইসে তাহা হইলেই আমরা সময়ের মধ্যে উকীল

বাবুর উপদেশ পাইতে পারি, নচেৎ অন্য উপায় নাই। পত্রে একটা পুনশ্চ নিবেদন করিয়া লোকের দ্বারা উত্তর পাঠাইবার কথা লিখিয়া দিলাম এবং সে লোক যেন আমার হাতে ছাড়া আর কাহারও হাতে পত্র না দেয় একথাও লিখিলাম। তাহার পর লীলাকে বলিলাম,—

"এ ব্যবস্থায় কালি বেলা ২টার সময়ে আমরা করালী বাবুর উত্তর পাইব সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে কর, রাজা যদি ২টার পুর্ব্বেই বাটী ফিরিয়া আইসেন, তাহা হইলে আমরা কর্ত্তব্য বিষয়ে কোন উপদেশ পাইবার পুর্ব্বেই হয়ত দস্তখতের কথা তুলিবেন। তাহা হইলে আমাদের বিষম গোলে পড়িতে হইবে। অতএব কালি বেলা ১০টার পরই তুমি একখানি কেতাব হাতে করিয়া বিলের দিকে গিয়া কাঠের ঘরে বসিয়া থাকিবে এবং ২টার আগে বাটি ফিরিবে না। এদিকে আমি করালী বাবুর উত্তরের জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিব। তাহা হইলে তাহাতে আর কোন গোল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। চল এখন আমরা একটু অন্য ঘরে যাই। এতক্ষণ, আমরা দুই জনে এক ঘরে একত্রে থাকিলে লোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে।"

লীলা বলিল,—"সন্দেহ? রাজা তো বাটী নাই, তবে কাহার সন্দেহ? তুমি কি চৌধুরী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছ?"

"মনে কর তাই।"

"তাহা হইলে তাঁহার উপর আমারও যেমন অশ্রদ্ধা, তোমারও দেখিতেছি ক্রমে সেইরূপ হইতেছে।"

"না না, অশ্রদ্ধার কথা নহে। অশ্রদ্ধা বলিলে সঙ্গে সঙ্গে একটু ঘৃণার ভাব মিশিয়া থাকে। কিন্তু চৌধুরী মহাশয়কে ঘৃণা করিবার কোন কারণই আমি দেখিতে পাই না।"

"তা হউক, তুমি তাঁহাকে ভয় কর কিনা বল।"

"তা, বোধ হয়, কতকটা করি।"

"তিনি আমাদের পক্ষ হইয়া আজি এত মধ্যস্থতা করিলেন, তবু তুমি তাঁকে ভয় কর?"

"হাঁ। রাজার ঔদ্ধত্য অপেক্ষা চৌধুরী মহাশয়ের মধ্যস্থতাকে আমি বেশী ভয় করি। আমি তোমাকে তখন যে কথা বলিয়াছি তাহা মনে করিয়া দেখ। লীলা, আর যাহাই কেন কর না, চৌধুরী মহাশয়কে কখন শত্রু করিও না।"

আমরা নীচে আসিলাম। লীলা অন্য এক ঘরে চলিয়া গেল; আমি চিঠি খানি বারন্দায় যে চিঠির থলিয়া ঝুলান থাকে তাহারই মধ্যে ফেলিয়া দিব বলিয়া সেই দিকে চলিলাম। যাইবার সময় দেখিতে পাইলাম চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে দেখিতে দেখিতে কি কথা বলাবলি করিতেছেন। আমি নিকটস্থ হইলে রঙ্গমতী ঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া আমাকে একটা গোপনীয় কথা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ন্যায় লোকের মুখে এরূপ প্রার্থনা শুনিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। তাহার পর থলিয়ায় আমার পত্র ফেলিয়া দিয়া আমি তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ন্যায় আমার হাত ধরিয়া ক্রমে ক্রমে প্রাসাদ পার্শ্বস্থ পুষ্করিণী তীরে আনিয়া

উপস্থিত করিলেন। না জানি কি কথাই তিনি বলিবেন! তিনি বলিলেন, আজি রাজা আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট শুনিয়াছেন। তিনি সে জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়াছেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আর কখন যদি এরূপ কাণ্ড ঘটে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি এখান হইতে চলিয়া যাইবেন। পিসি ঠাকুরাণীর ন্যায় চাপা লোকের পক্ষে, বিশেষতঃ আজি প্রাতে বিলের ঘরে একটু ঠোকামুকির পরও, তাঁহার এ ব্যবহার নিতান্তই আশ্চর্য্য সন্দেহ নাই। যাহা হউক শিষ্টাচারের উত্তরে শিষ্টাচার করাই সঙ্গত মনে করিয়া আমি উপযুক্ত ভাবে তাঁহার কথার উত্তর দিলাম। তাহার পর আমি চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার কথা আজি আর ফুরায় না; তিনি আজি আমাকে ছাড়িতে চাহেন না! নিতান্ত আত্মীয় ভাবে আমার হাত ধরিয়া পুকুরের চারিদিকে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি যে কত গল্পই করিতে আরম্ভ করিলেন তাহার আর কি বলিব? এইরূপে অর্দ্ধ ঘণ্টাধিক কাল আমাকে আবদ্ধ রাখিয়া তিনি একবার বাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর হঠাৎ যে তিনি সেই তিনি! কথা নাই বার্ত্তা নাই, সহসা তিনি আমার হস্তত্যাগ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মূর্ত্তি চিরদিন যেমন গম্ভীর থাকে তেমনই গম্ভীর করিয়া তুলিলেন। আমি পলাইয়া আসিলাম। প্রাসাদে আসিয়া প্রথম প্রকোষ্ঠের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দেখিতে পাইলাম চৌধুরী মহাশয় চিঠির

থলিয়ার ভিতরে একখানি পত্র ফেলিয়া দিতেছেন। তিনি চিঠির থলিয়া বন্ধ করিয়া আমাকে চৌধুরাণী ঠাকুরাণী কোথা আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কথার ভাব ও মুখের আকৃতি দেখিয়া আমার বোধ হইল হয় তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছে, না হয় মনের বিশেষ ভাবান্তর জন্মিয়াছে। তিনি চলিয়া গেলে, কেন বলিতে পারি না, থলিয়ায় আমি যে চিঠি দিয়াছিলাম তাহা আবার বাহির করিয়া আমার দেখিতে ইচ্ছা হইল এবং তাহা দেখিয়া তাহার উপর গালার মোহর করিতে ইচ্ছা হইল। সকলেই জানেন স্ত্রী প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়। হয়ত আমার তাদৃশ দুরবগম্য স্ত্রী প্রকৃতিই এ ইচ্ছার কারণ। যাহাই হউক, পত্র খানি লইয়া আমি নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। খামের গায়ে যে আটা থাকে তাহাতেই জল দিয়া আমি চিঠি আঁটিয়াছিলাম। এখন মোহর করিতে গিয়া দেখি, সহজেই তাহা খুলিয়া গেল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে এরূপে চিঠি খুলিয়া যাওয়া বড় আশ্চর্য্য। হয়ত চিঠি ভাল করিয়া আঁটা হয় নাই; অথবা হয়ত, আটাটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল; অথবা হয়ত,—না না, সে সন্দেহ মনে করিতেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। সে সন্দেহ লিখিবারও অযোগ্য।

এখন কালি কি হইবে? কালিকার দিন পার হইবার জন্য অনেক কৌশল চাই। দুইটী বিষয়ে আমাকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। প্রথম, চৌধুরী মহাশয়ের সহিত খুব বন্ধু ভাব বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে; দ্বিতীয়, উকীলের আফিষ হইতে যখন লোক আসিবে তখন আমাকে খুব সাবধান থাকিতে হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৭ ই জ্যৈষ্ঠ।—বিকালে চৌধুরী মহাশয় নানা প্রকার মিষ্ট গল্পে আমাদিগকে বড়ই আমোদিত করিলেন। নানা দেশের, নানা প্রকার লোকের, নিজের বালককালের নানা সরস বৃত্তান্ত তিনি এমনই মিষ্ট ভাবে ও আমোদ সহকারে গল্প করিতে লাগিলেন যে আমরা আমোদিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা কাল এইরূপ গল্প করার পর তিনি পাঠ করিবার জন্য পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলেন। লীলা তখন বিলের দিকে বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব করিল। শিষ্টাচারের অনুরোধে আমরা পিসি মা ঠাকুরাণীকেও বেড়াইতে যাইবার জন্য বলিলাম। বোধ হয় তাঁহার স্বামীর নয়ন সম্মতিসূচক আদেশ প্রচার করে নাই, কাজেই তিনি একটা ওজর করিয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। তখন লীলা ও আমি বেড়াইতে চলিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"কোন্ দিকে যাইতে হইবে?"

লীলা উত্তর দিল,—"চল বিলের দিকেই যাওয়া যাউক।"

"লীলা, সেই ভয়ানক বিলটা তোমার বড়ই ভাল লাগে।"

"না দিদি, বিলটার চেয়ে তার চারিপাশের দৃশ্য আমার বড় ভাল লাগে। সেখানকার গাছ পালা দেখিয়া আমার আনন্দধামের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তোমার যদি সে দিকে যাইতে মন না হয়, তবে চল অন্য দিকেই যাওয়া যাউক।"

"আমার পক্ষে সকল দিকই সমান। চল বিলের দিকেই যাই—সে দিকটা হয়ত একটু ঠাণ্ডা হইবে।"

আমরা আবাদের ভিতর দিয়া নিঃশব্দে বিলের দিকে চলিলাম এবং কাঠের ঘরে গিয়া বসিলাম। আকাশে বড় মেঘ হইয়া আসিল। সন্ধ্যারও অধিক বিলম্ব নাই। বোধ হইল সন্ধ্যার পর খুব বৃষ্টি হইবে।

লীলা বলিল,—"এ স্থানটা নিতান্ত জনহীন ও ভয়ানক হইলেও এখানে আমাদের নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা কহিবার কোন ব্যাঘাত হইবে না। আমার বিবাহিত জীবনের প্রকৃত অবস্থা তোমাকে একদিন জানাইতে চাহিয়াছিলাম দিদি। জীবনের মধ্যে তোমার কাছে কখন কিছু লুকাই নাই, কেবল এই বিষয়টা লুকাইয়াছিলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর কখন কোন কথা তোমার নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিব না। তোমারই জন্য, কতকটা আমার নিজেরও জন্য, আমি এত দিন নির্ব্বাক ছিলাম। যাহার হস্তে জীবন সমর্পণ করা হইয়াছে সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না, একথা স্বীকার করা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই কঠিন। দিদি, যদি নিতান্ত অসময়ে তোমার স্বামীর মৃত্যু না হইত এবং যদি তাঁহার সহিত তোমার প্রাণের ভালবাসা থাকিত, তাহা হইলে তুমি আমার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতে।"

আমি কি উত্তর দিব? উভয় হস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া আমি অতীব উদ্বেগের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। লীলা আবার বলিতে লাগিল,—

"কত সময়েই তোমার নিজের নির্ধনতার কথা তোমার

মুখে আমি শুনিয়াছি ; কত সময়েই আমার ধন সম্পত্তির জন্য তোমাকে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেও দিদি, যে নির্ধনতা হেতু তোমার স্বাধীনতা ধ্বংস হয় নাই এবং সম্পত্তির জন্য আমার অদৃষ্টে যে দুর্গতি হইয়াছে তাহা তোমার হয় নাই।”

নব বিবাহিতা কামিনীর মুখে এ কথা নিতান্তই বিষাদ-জনক সন্দেহ নাই। বিবাহের পর এই কয়দিন তাহার সহিত একত্রাবস্থান করায়, তাহার স্বামী যে লোভে তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন তাহা আর আমার বুঝিতে বাকী ছিল না। লীলা বলিতে লাগিল,—

“কত অল্প সময়ের মধ্যেই এবং কিরূপ ভাবে আমার যাতনা ও মর্ম্মব্যথা আরম্ভ হয় তাহা শুনিয়া তুমি কাতর হইও না দিদি। আগ্রা নগরে রাজার সহিত একত্রে আমি তাজমহল দেখিতে গিয়াছিলাম। পৃথিবীর মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ সৌধ স্ত্রীর স্মরণার্থ স্বামীর দ্বারা গঠিত হইয়াছে মনে হওয়ায়, আমারও নিজ স্বামীর প্রতি তখন বড় ভক্তি, মমতা ও প্রেমের উদ্রেক হইল। তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, “রাজা, আমার মরণের পর আমার স্মৃতির জন্য তুমিও একটা সৌধ নির্ম্মাণ করিবে না কি? আমাদের বিবাহের পূর্ব্বে তুমি বলিতে, আমাকে বড়ই ভাল বাস। কিন্তু বিবাহের পর হইতে—’আমার আর বলা হইল না। দিদি, বলিব কি তোমাকে, তিনি আমার দিকে চাহিয়াও ছিলেন না। আমার চক্ষের জল তিনি দেখিতে না পান ভাবিয়া আমি মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলাম। আমার কথা তিনি শুনেন

নাই মনে করিয়াছিলাম, তাহা নহে। তিনি সব শুনিয়াছিলেন, কারণ গাড়িতে উঠিয়া তিনি বলিলেন,—"যদিই তোমার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন আমি স্থাপন করি, তাহা তোমার টাকাতেই করিব। মমতাজ বিবির রোজা তাঁহার নিজের টাকায় হয় নাই বোধ হয়।" কিন্তু আমি তখন কাঁদিতেছি, উত্তর দিব কি? তিনি বলিলেন,—'এই সব বই পড়া মেয়ে মানুষগুলা কেমন এক রকম। তুমি চাও কি? দুটা মিষ্ট কথা, দুটা উপন্যাসের মত প্রেমের আলাপ। মনে কর না কেন, তাহাই হইল। সে জন্য গোল কিসের?' আমি আর কাঁদিলাম না। তখন হইতে দেবেন্দ্র বাবুর কথা মনে হইলে আমি আর সে চিন্তা হইতে কদাপি চিত্তকে বিরত করি নাই। যে সময়ে আমরা গোপনে উভয়ে উভয়কে ভাল বাসিতাম সেই সময়ের স্মৃতি আসিয়া তখন হইতে আমার চিত্তবিনোদন করিতে লাগিল। আর এ হৃদয় জ্বালা নিবারণের উপায় কি ছিল? তুমি যদি কাছে থাকিতে দিদি, তাহা হইলে, হয়ত চিত্ত কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিত। আমি জানি তাদৃশ চিন্তা ন্যায়পথবিবর্জ্জিত। কিন্তু বল তুমি, তখন আমি করি কি?"

আমি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম,—"আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। তোমার প্রাণে যে জ্বালা হইয়াছে তাহা কি আমার হইয়াছে? তবে এ বিচারে আমার কি অধিকার?"

লীলা বলিতে লাগিল,—"যখন রাজা নাচ তামাসা দেখিবার জন্য বেড়াইতে যাইতেন তখন আমি একা বসিয়া

কেবল দেবেন্দ্র বাবুর কথাই ভাবিতাম। যদি ভাগবান কৃপা করিয়া আমাকে এত ধন না দিতেন, যদি আমি দরিদ্র হইতাম তাহা হইলে, আমার অদৃষ্টে তাঁহার পত্নী হওয়া ঘটিত, আর তাহা হইলে আমার কি সুখই হইত। সেরূপ দরিদ্রের গৃহিণী হইলে আমার যেমন বসন ভুষণ হইত তাহা আমি মনে মনে কল্পনা করিতাম; আর ভাবিতাম যখন কঠোর পরিশ্রমের পর আমার দরিদ্র স্বামী আমাদের পর্ণকুটীরে ফিরিয়া আসিবেন, তখন কেমন করিয়া তাঁহার সেবা করিব, কেমন করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিব ও কেমন করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিব, তাঁহার জন্য স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া কেমন করিয়া তাঁহার সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিব এবং তিনি যতক্ষণ আহার করিবেন ততক্ষণ কেমন করিয়া পাখা হাতে লইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া থাকিব, ইত্যাদি মনে মনে আলোচনা করিতাম। ঈশ্বর করুন, তাঁহার জন্য আমার যত ভাবনা হয় এবং মনের চক্ষে সর্ব্বদা তাঁহাকে আমি যেমন দেখিতে পাই, আমার জন্য তাঁহার যেন কখন তেমন না হয়।”

কথার সঙ্গে সঙ্গে লীলার বিলুপ্ত কোমলতা যেন আবার ফিরিয়া আসিল, যেন তাহার বিলুপ্ত সৌন্দর্য্য রেখা সকল আবার তাহার বদনে দেখা দিতে লাগিল। আবার তাহার দৃষ্টিতে যেন সেই ভুতপুর্ব্ব মধুরতার আবির্ভাব হইল। আমি বলিলাম,—

“দেবেন্দ্রের কথা আর বলিও না; সে কথায় আর কাজ নাই লীলা।”

অতীব স্নেহের সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লীলা বলিল,—"তোমার যদি তাহাতে কষ্ট হয় তবে সে কথা আর কখনই বলিব না দিদি।"

আমি বলিলাম,—"তোমারই ভালর জন্য আমি তোমাকে সাবধান করিতেছি। মনে কর, যদি তোমার স্বামী তোমার এই কথা শুনিতে পান,—"

"তাহা হইলে তিনি একটুও বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন না।"

আমি চমকিত হইয়া বলিলাম,—"বল কি লীলা, তিনি বিস্মিত হইবেন না? তোমার কথা শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে।"

লীলা বলিল,—"তাহাই তো তোমাকে বলিবার জন্য আজি এখানে আসিয়াছি। যখন আমি আনন্দধামে রাজার নিকট আমার মনের কথা ব্যক্ত করি তখন কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট লুকাই নাই, তাহা তো তুমি জান। কেবল নামটী তাঁহাকে বলি নাই, তাহাও তিনি জানিয়াছেন।"

তাহার কথা শুনিয়া আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! আমি কোন কথা কহিতে পারিলাম না। লীলা বলিতে লাগিল,—

"বিবাহের পর যখন আমরা দিল্লী নগরে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে একজন পূর্ব্ব দেশীয় বড় জমিদার সপরিবারে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর লেখা পড়ায় বিশেষ যত্ন এবং তিনি কবিতা লিখিতে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তিনি স্বামীর সহিত সতত বাহিরে বেড়াইতেন এবং প্রকাশ্য রূপে লোক সমাজে কথাবার্ত্তা কহিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

এক রাত্রে তাঁহাদের বাসায় রাজার ও আমার এবং আরও কোন কোন লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। জমিদারণী বিশেষ অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া সেই সভায় স্বরচিত একটী কবিতা পাঠ করেন। আমি সে কবিতার বিশেষ প্রশংসা করি এবং তাঁহার সুশিক্ষাকে ধন্যবাদ দিই। তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমাকে বড় ভাল বাসিতেন; সে দিন আমার প্রশংসা বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—'ভগ্নি আমার যদি কোন শিক্ষা হইয়া থাকে, সে জন্য আমার অপেক্ষা আমি যাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়াছি তিনিই অধিকতর প্রশংসাভাজন। আমার উন্নতির জন্য তাঁহার যত্ন ও চেষ্টার সীমা ছিল না। তাঁহার শিক্ষা দিবার কৌশল এবং বিদ্যা যথেষ্ট। আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহার নাম দেবেন্দ্র নাথ বসু। ভগ্নি, তোমার লেখা পড়ায় যেরূপ অনুরাগ এবং বুদ্ধির যেরূপ প্রাখর্য্য তাহাতে তুমি কিছুকাল যদি তাঁহার নিকটে শিক্ষা করিতে পাও, তাহা হইলে তোমার যে কত উন্নতি হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।' তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমার চিত্তের যে ভাব হইল তাহা তোমাকে বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। যে দেবেন্দ্র বাবুকে আমি দেবতা জ্ঞান করি, একজন অপর স্ত্রীলোকের মুখে তাঁহারই প্রশংসা শুনিয়া আমার শত সহস্র চেষ্টা উপেক্ষা করিয়াও আমার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং আমি নিরুত্তরে অধোমুখ হইয়া রহিলাম। আমার স্বামী নিকটেই ছিলেন। তিনি সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন এবং আমার ভাবান্তরও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমরা বাসায় ফিরিয়া আসার পর

তিনি প্রথমেই অমাকে টানিয়া বিছানায় ফেলিয়া দিলেন এবং তাহার পর আমার গলায় হাত দিয়া বলিলেন,—'এতদিনে তোমার সে গুপ্ত প্রণয়ী কে তাহা জানিতে পারিয়াছি। যে দিন তুমি আনন্দধামে তোমার হৃদয়ের অন্য প্রেমিক আছে স্বীকার করিয়াছ সেই দিন হইতে আমি নিরন্তর তোমার প্রাণবল্লভের নাম কি তাহা জানিবার চেষ্টা করিতেছি। এতদিন পরে আজি জানিতে পারিয়াছি তোমার মাষ্টার দেবেন্দ্র বাবুই তোমার মনচোরা নাগর। কলিকাতায় তো ফিরিয়া যাই আগে, তাহার পর দেখিব তোমাকে ও তোমার সেই প্রাণবল্লভকে আজীবন কাল নাকে কাঁদিতে হয় কি না। এখন, আমার চাবুকের চোটে রক্তাক্ত কলেবর তোমার সেই মনচোরা মাষ্টারকে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিদ্রা যাও।' সেই অবধি যখন তিনি আমার উপর বিরক্ত হন তখনই ঐ উপলক্ষে আমাকে ভৎর্সনা বা তীব্র বিদ্রূপ না করিয়া ছাড়েন না। আজি যখন তিনি, তাঁহাকে আমি দায়ে পড়িয়া বিবাহ করিয়াছি বলিয়া, তিরস্কার করিয়াছিলেন, তখন সে কথা শুনিয়া, দিদি, তুমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলে। কিন্তু দিদি সেরূপ কথা আমার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে। আমি কোন রূপ যুক্তি, তর্ক, বিনয় প্রকাশ, সততার প্রমাণ প্রদর্শন এবং তাঁহার অনুরাগ লাভের চেষ্টা করিতে ক্রটী করি নাই। কিন্তু বলিব আর কি? আমার কপাল গুণে আমার প্রতি তিনি চিরদিনই বাম।"

হায় কি দুষ্কর্ম্মই আমি করিয়াছি! আমি যদি যথাকালে এ বিবাহের প্রতিকূলতা করিতাম তাহা হইলে এ স্বর্ণলতার

কখনই এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। হায় যে দিন আমি আনন্দধামে নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় দেবেন্দ্রকে এ বাসনা পরিত্যাগ করিতে বলিলাম, তখন তাঁহার সেই হতাশ বদনের কাতর ভাব এখনও আমার মনে উদয় হইয়া আমাকে নিতান্ত ক্লিষ্ট করিতে লাগিল। হায় কেন আমি দুর্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া লীলাকে তাহার প্রাণের প্রাণের বক্ষে তুলিয়া না দিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে তাহার নিকট হইতে দূর হইতে দূরান্তরে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলাম? কাহার জন্য এ কার্য্য আমি করিয়াছি? রাজা প্রমোদের জন্য! ধিক্ আমাকে! অসহ্য মনস্তাপে তখন আমার হৃদয় ব্যথিত। লীলা আমাকে আমার দুষ্কৃতির জন্য শত ধিক্কার না দিয়া কোমল সস্নেহ বাক্যে আমাকে বিনোদিত এবং বারম্বার আমাকে চুম্বন করিয়া প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্তর্জ্বালা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে আমার দেহ নাড়িতে নাড়িতে লীলা বলিল,—

"অনেক দেরি হইয়াছে। চল দিদি, আরও দেরি হইলে অন্ধকার হইয়া পড়িবে।"

বস্তুতই তখন কতকটা অন্ধকার হইয়াছিল। দূরে বিলের ধারে বাষ্প ও শিশির মিলিয়া যেন ধোঁয়ার মত মত দেখাইতেছিল; তাহারই সহিত সন্ধ্যার অন্ধকার মিশিয়া কেমন এক রকম দেখাইতেছিল। আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম,—"চল তবে।"

লীলা অগ্রে ও আমি তাহার পশ্চাতে চলিলাম। দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে লীলা ভয়ানক কাঁপিতে

কাঁপিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—"দিদি, দিদি, দেখ, দেখ,—ওকি ?"

আমি বলিলাম,—"কোথায় কি ?"

লীলা 'ঐ যে, ঐ যে' বলিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া দিল। আমি দেখিলাম সেই ধূমাচ্ছন্ন প্রদেশে, আমাদের দিকে সম্মুখীন হইয়া, এক সজীব নিতান্ত অস্পষ্ট মনুষ্য মূর্ত্তি। সজীব, কারণ কিয়ৎকাল আমাদের দিকে সম্মুখীন হইয়া অবস্থিতি করার পর মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে ও ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল এবং অবিলম্বে পার্শ্বস্থ বনান্তরালে অদৃশ্য হইল। আমরা কিয়ৎকাল দারুণ ভয়ে চলৎশক্তি বিরহিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমরা ভবনোদ্দেশে চলিতে আরম্ভ করিলে লীলা নিতান্ত অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসিল,—

"দিদি মেয়ে মানুষ, না পুরুষ মানুষ ?"

"ঠিক বুঝিতে পারি নাই।"

"যেন মেয়ে মানুষই মনে হইল।"

"আমার যেন বোধ হয় একটা লম্বা জামা গায়ে দেওয়া পুরুষ মানুষ।"

"তাই হবে। কিন্তু কিছুই ভাল করিয়া বুঝা গেল না। মনে কর দিদি, যদি ঐ মূর্ত্তি আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আইসে।"

"না লীলা, সে রকম ভয়ের কোনই কারণ নাই। নিকটের গ্রাম হইতে এ বিল তো অধিক দূর নহে এবং এখানে কোন সময়েই কাহার আসারও নিষেধ নাই। তবে এতদিনের মধ্যে কখনও যে আমরা এদিকে লোকজন দেখি নাই, তাহাই আশ্চর্য্য।"

আমরা তখন বিলের অঞ্চল ছাড়াইয়া আবাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। পথ বড় অন্ধকার। আমরা দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া যতদূর সাধ্য বেগে চলিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধেক পথ আসার পর লীলা আপনিও থামিল এবং আমাকেও থামাইয়া বলিল,—

"কথা কহিও না। দিদি, কিছু শুনিতে পাইতেছ কি ?"

আমি তাহাকে সাহস দিবার জন্য বলিলাম,—"ও কিছু নয়। বাতাসে শুক্‌না পাতা নড়ার শব্দ।"

"না দিদি, ঐ শুন। বাতাসের নাম নাই, পাতা নড়িবে কেন ?"

আমিও শুনিতে পাইলাম যেন আমাদের পশ্চাতে অতি মৃদু পাদবিক্ষেপের শব্দ হইতেছে। বলিলাম,—"যাহাই কেন হউক না, আর খানিকটা দূর গেলেই আমরা চীৎকার করিলে বাড়ীর লোক শুনিতে পাইবে। চল।"

আমরা বেগে দৌড়িতে লাগিলাম। লীলা প্রায় রুদ্ধ শ্বাস হইয়া পড়িল, এদিকে প্রাসাদের আলোকিত জানালাও দেখিতে পাওয়া গেল। লীলাকে হাঁপ জিড়াইতে দিবার জন্য আমরা সেখানে এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিলাম। তখন লীলা আবার আমাকে কাণ পাতিয়া শুনিবার নিমিত্ত হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করিল। তখন আমরা উভয়েই আমাদের পশ্চাতের বৃক্ষাবলীর মধ্য হইতে সুদীর্ঘ, কাতর দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট রূপে শুনিতে পাইলাম। আমি সজোরে জিজ্ঞাসিলাম,—

"কে ওখানে ?"

কোন উত্তর নাই। আবার জিজ্ঞাসিলাম,—"কে ওখানে ?"

কিয়ৎকাল কোনই শব্দ শুনা গেল না। তাহার পর যেন ধীরে ধীরে মৃদু পাদক্ষেপ ধ্বনি পশ্চাতের দিকে সরিয়া যাইতেছে বোধ হইল। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে সেই পাদবিক্ষেপ ধ্বনি নিঃশব্দতার সহিত মিশিয়া গেল। আমরা আর কথাটীও না কহিয়া বেগে চলিতে লাগিলাম এবং অবিলম্বে প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে আলোকিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া লীলা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—

"দিদি ভয়ে আমি মৃতপ্রায় হইয়াছি। এখন কে লোকটা অনুমান কর দেখি।"

আমি বলিলাম,—"কালি তাহার বিচার করিব। আপাততঃ এ কথা আর কাহাকেও বলিও না।"

"কেন ?"

"কারণ বোবার শত্রু নাই। আর এ বাটীতে আমাদের বিশেষ সাবধান থাকাই আবশ্যক।"

লীলাকে বিশ্রাম করিবার জন্য তাহার ঘরে পাঠাইয়া দিলাম এবং নিজে কিছুকাল সেখানে দাঁড়াইয়া ঠাণ্ডা হইলাম। তাহার পর এই বিষয়ে যতদূর সম্ভব সন্দেহ মিটাইবার জন্য এক খানি পুস্তকের ওজরে কেতাব ঘরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সেখানে চৌধুরী মহাশয় একখানি কোচের উপর অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় পড়িয়া আলবোলায় তামাক টানিতেছেন এবং নিতান্ত মনোযোগের সহিত

একখানি বই পড়িতেছেন। তাঁহার স্ত্রী পার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসিয়া স্বামীর জন্য এক জোড়া মোজা বুনিতেছেন। তাঁহারা যে বাহিরে গিয়াছিলেন এবং এখনই ব্যস্ত ভাবে বাটী ফিরিয়াছেন, তাঁহাদের দেখিয়া এমন কোন লক্ষণই বোধ হইল না। আমাকে দেখিয়া চৌধুরী মহাশয় সন্নিহিত একখানি হাতপাখা টানিয়া লইয়া বাতাস খাইতে খাইতে বলিলেন,—

"মনোরমা দেবি, মোটা মানুষ হাওয়াটা কি বিড়ম্বনা! দেখুন দেখি গরমে আমার প্রাণ যায়, আর আমার স্ত্রীকে দেখুন, এত গরমেও যেন পুকুরের মাছ।"

রঙ্গমতী ঠাকুরাণী হাসিতে হাসিতে সগৌরবে ও রসিকতার ভাবে বলিলেন,—"আমি কখনই গরম হই না।"

চৌধুরী মহাশয় আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"মনোরমা দেবি, আপনি একটু বেড়াইতে গিয়াছিলেন কি?"

প্রয়োজন না থাকিলেও আমি তখন উদ্দেশ্য ঠিক রাখিবার জন্য আলমারি হইতে একখানি বই খুঁজিতে খুঁজিতে উত্তর দিলাম,—"আজ্ঞে হাঁ, আমরা একটু হাওয়া খাইতে গিয়াছিলাম।"

"কোন্ দিকে?"

"বিলের দিকে—কাঠের ঘর পর্য্যন্ত?"

"ওঃ অত দূর!"

অন্য সময় হইলে আমি তাঁহার এত জিজ্ঞাসায় মনে মনে বিরক্ত হইতাম, কিন্তু আজি বিরক্ত না হইয়া সন্তোষের সহিত মীমাংসা করিলাম যে, তিনি কিম্বা তাঁহার স্ত্রী

আমরা বিলের নিকট যে দৃশ্য দেখিয়াছি তাহার সহিত কোন ক্রমেই সংসৃষ্ট নহেন।

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আপনি সেদিকে গেলেই একটা কাণ্ড না দেখিয়া ফিরেন না। আজি আবার সেই আহত বিলাতী কুকুরের মত কোন কাণ্ড আপনার চক্ষে পড়ে নাই তো?"

প্রশ্ন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার দুরবগম্য, তীক্ষ্ণ, অস্থিরকারী দৃষ্টি আমার নয়নের সহিত সম্মিলিত করিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সে দৃষ্টিতে আমি নিতান্ত বিচলিত হই এবং তিনি আমার অন্তরের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমার সন্দেহ হয়। অদ্যও তাহা হইল। আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম,—

"না—কোন কাণ্ডই তো ঘটে নাই।"

সেদিক হইতে নয়ন ফিরাইয়া আমি গৃহত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলাম। সেই সময়ে রঙ্গমতী ঠাকুরাণী কথা না কহিলে চৌধুরী মহাশয়ের সেই তীব্র দৃষ্টির সম্মুখ হইতে আমি সরিয়া যাইতে পারিতাম কি না সন্দেহ। চৌধুরাণী বলিলেন,—

"বেশ মনোরমা, দাঁড়াইয়া রহিলে কেন?"

চৌধুরী মহাশয় সেই কথায় তাঁহার স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইলেন; আমিও সেই অবকাশে একটা ওজর করিয়া চলিয়া আসিলাম। লীলার নিকটে কিছুকাল বসিয়া থাকিতে থাকিতে লীলার একজন দাসী তথায় উপস্থিত হইল। তাহার

কাছে যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় ভাবিয়া আমি এ কথা ও কথার পর তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—

"ওঃ আজি কি গরম! আমার প্রাণ যেন ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। তোমাদের নীচে ঘরে কেমন গরম ঝি?"

"কই না; বিশেষ কি গরম মাসি মা?"

তবে বুঝি তোমরা আবাদের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলে, তাই বেশী গরম টের পাও নাই।"

"আমরা কেহ কেহ তাই মনে করেছিলাম বটে, কিন্তু বামুণ ঠাকুরুণ উঠানে মাদুর বিছাইয়া রূপকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, কাজেই সেখান হইতে কাহারও নড়া হইল না।"

এখন একবার গিন্নী ঝির কাছে সন্ধান করিতে পারিলেই এদিকের সন্ধান শেষ হয় ভাবিয়া ঝিকে জিজ্ঞাসিলাম,—"গিন্নী ঝি এতক্ষণ শুইয়াছে কি?"

ঝি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল,—"শোওয়া দূরে থাক্, তিনি হয়ত এখন উঠিবার জোগাড় দেখিতেছেন।

"কেন? তিনি কি দিনেই ঘুমাইয়াছেন না কি?"

"না মাসি মা, তিনি সন্ধ্যার সময় হইতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এখনও হয়ত ঘুমাইতেছেন।"

তবেই দাঁড়াইতেছে, বিলের নিকট লীলা ও আমি যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহা রঙ্গমতী দেবীর, তাঁহার স্বামীর, অথবা বাটীর কোন দাসীর মূর্ত্তি নহে। তবে সে কে? স্থির করা একপ্রকার অসম্ভব। মূর্ত্তিটা পুরুষ কি স্ত্রীমূর্ত্তি তাহাই আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে অক্ষম। আমার যেন বোধ হয় তাহা স্ত্রীমূর্ত্তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ।—রাত্রে শয়ন করার পর লীলার সকল কষ্টের কারণ স্বরূপ বর্ত্তমান বিবাহের সহায়তা করায় বিষম আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। আমি নিতান্ত কাতর হৃদয়ে ভূত কালের ঘটনাবলী আলোচনা করিতে লাগিলাম। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম আমার তৎকালীন কার্য্যের ফল যতই মন্দ হউক, আমি সকলই সৎ ও শুভাভিপ্রায়েই করিয়াছি। তখন এই অপ্রতিবিধেয় দুর্দ্দশার কথা বিচার করিতে করিতে আমি না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই ক্রন্দনে আমার বিশেষ উপকার হইল। স্থির প্রতিজ্ঞার সহিত গাত্রোত্থান করিলাম যে, রাজা যতই অপমান. বা তিরস্কার করুন আমি কিছুতেই জ্রূক্ষেপও করিব না। আমি লীলার জন্যই এখানে আছি, লীলার জন্যই থাকিব এবং তাহারই জন্য সকলই অকাতরে সহ্য করিব।

সকালে উঠিয়া কালিকার সেই মূর্ত্তি ও পদধ্বনির বিষয় ভাবিব কি, লীলার এক বড় দুঃখের কারণ উপস্থিত হওয়ায় কিছুই হইল না। আমি লীলার বিবাহের সময় তাহাকে এক গাছি সোণার চিক দিয়াছিলাম। লীলা এই দরিদ্র ভগ্নী প্রদত্ত সেই চিক গাছটীকে প্রাণের মত ভাল বাসিত। তাহার হীরা মতি খচিত কত রকমই জড়াও

চিক ছিল, কিন্তু লীলা সে সকল উপেক্ষা করিয়া আমার এই চিক গাছটী সর্ব্বদা ব্যবহার করিত। সে গাছটী হারাইয়া যাওয়ায় লীলা বড়ই দুঃখিত হইল। আমরা অনুমান করিলাম, হয় কাঠের ঘরে, না হয় আবাদের মধ্যের পথে তাহা পড়িয়া গিয়াছে। লোক জন পাঠাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কেহই পাইল না। শেষে বেলা বারোটার সময় লীলা নিজে তাহার সন্ধান করিতে গেল। সে তাহা পায় না পায়, উকীলের পত্র আমার হস্তগত হইবার পূর্ব্বে তাহার এই ওজরে বাহিরে থাকা হইবে, সুতরাং রাজা ইহার মধ্যে ফিরিয়া আসিলেও তাহাকে দেখিতে পাইবেন না ভাবিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম।

একটা বাজিল। উকীলের লোক আসিবার সময় হে: হইল। এখন তাহার অপেক্ষায়, আমি এখানেই থাকিব, কি প্রাসাদের বাহিরে ফটকের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব। এ বাটীর সকলের উপরেই আমার যে প্রকার সন্দেহ, তাহাতে সকলের চক্ষু ছাড়াইয়া বাহিরে গিয়া অপেক্ষা করাই ভাল মনে হইল। চৌধুরী মহাশয় মনুয়া পাখী লইয়া খেলা করিতেছেন, তাহাদের সহিত সিস্ দিতেছেন, নাম ধরিয়া এক একটাকে ডাকিতেছেন, সে সকল শব্দ স্পষ্টই শুনা যাইতেছে, সুতরাং তাঁহার জন্য কোন ভয় নাই। আর দেখিলাম রঙ্গমতী ঠাকুরাণী ঘরে বসিয়া মোজা সেলাই করিতেছেন। এই উত্তম সুযোগ মনে করিয়া আমি নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

প্রাসাদ হইতে যে রাস্তা রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে

বাহির হইয়াছে, কিয়দ্দূর সোজা আসার পর তাহা বাঁকিয়া গিয়াছে। যে স্থলে রাস্তা বাঁকিয়া গিয়াছে সেই মোড়ের উপর একজন দ্বারবান থাকিবার জন্য একটী ছোট কুঠরী ছিল। আমি সেই কুঠরীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উকীলের লোকের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অনতিকাল মধ্যেই গাড়ির শব্দ পাইয়া বুঝিলাম ষ্টেশনের দিক হইতে অবশ্যই কেহ আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে একখানি ভাড়াটিয়া ছক্কর আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি কোচম্যানকে থামিতে সঙ্কেত করিলাম। গাড়ি থামিলে একটী ভদ্র লোক, কেন হঠাৎ গাড়ি থামিল দেখিবার জন্য, মুখ বাহির করিলেন। আমি বলিলাম,—

"মহাশয় বোধ হয় এই কৃষ্ণসরোবরের রাজবাটীতেই গমন করিতেছেন?

"হাঁ দেবী।"

"কাহারও জন্য কোন চিঠি লইয়া যাইতেছন কি?"

"শ্রীমতী মনোরমা দেবীর জন্য একখানি চিঠি লইয়া যাইতেছি।"

"আমিই মনোরমা, আপনি আমাকে পত্র দিতে পারেন।"

ভদ্রলোক বিনীত ভাবে আমাকে নমস্কার করিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং আমার হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। আমি পত্র প্রাপ্তি মাত্র খাম ছিঁড়িয়া পত্র পাঠে নিযুক্ত হইলাম। সাবধানতার অনুরোধে মূল পত্র নষ্ট করিয়া এস্থলে তাহার নকল রাখিলাম।

"বিহিত বিনয় সহকারে নিবেদন—

"অদ্য প্রাতে আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম। যতদূর সম্ভব সরল ভাবে ও সংক্ষেপে আমি তাহার উত্তর দিতেছি।

"বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম রাণী লীলাবতী দেবীর যে দুই লক্ষ টাকার স্বাধীন সম্পত্তি আছে, তাহাই আবদ্ধ রাখিয়া কিছু টাকা ধার করিবার জন্য এই কাণ্ড হইতেছে। এক্ষণে সে সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে রাণীর অধীন। এজন্য তাঁহার স্বাক্ষর ব্যতীত তাহা আবদ্ধ রাখা অসম্ভব। ইহাতে অন্য কোন অনিষ্ট না হইলেও রাণীর গর্ভে যে সকল কুমার জন্মিবে তাহাদের স্বার্থের বিশেষ হানি হওয়া সম্ভাবিত। তদ্ব্যতীত তাহাতে আপত্তির এবং আশঙ্কার আরও অনেক কারণ থাকিতে পারে।

"এই সকল গুরুতর কারণে প্রথমে দলিল আমাকে না দেখাইয়া এবং আমার সম্মতি না লইয়া রাণী যেন কদাপি তাহাতে নাম স্বাক্ষর না করেন। এ প্রস্তাবে কোনই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না, কারণ দলিল যদি নির্দ্দোষ হয় তাহা হইলে তাহা দেখাইতে কোনই সঙ্কোচ হইতে পারে না।

"এ বিষয়ে বা অন্য যে কোন বিষয়ে যখন যে পরামর্শ জিজ্ঞাসিবেন আমি তাহারই যথাসম্ভব সৎযুক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান করিব। ইতি

"অনুগত

"শ্রীকরালী প্রসন্ন ঠাকুর।"

পত্র পাঠ করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। আর কিছু হউক না হউক, লীলাকে নাম সহি করিবার জন্য আবার জেদ করিলে একটা জবাব দিবার উপায় হইল। পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে আমি পত্র বাহক মহাশয়কে বলিলাম,—"আপনি অনুগ্রহ পুর্ব্বক বলিবেন যে, পত্রের মর্ম্ম আমি প্রণিধান করিয়াছি এবং বড় বাধিত হইয়াছি। আপাততঃ অন্য উত্তরের প্রয়োজন নাই।"

যখন আমি সেই উন্মুক্ত পত্র হস্তে ধরিয়া ভদ্রলোকটীকে এই সকল কথা বলিতেছি, তখন রাস্তার মোড়ের দিক হইতে চৌধুরী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরূপ সহসা তিনি উপস্থিত হইলেন যে ভূপৃষ্ঠ বিদার করিয়া যেন তিনি সমাগত হইলেন বলিয়া আমার বোধ হইল। তাঁহার এরূপ অসম্ভাবিত ভাবে এরূপ স্থলে আবির্ভাব দৃষ্টে আমি এতই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম যে, লোকটী বিদায় হইয়া নমস্কারান্তে শকটে আরোহণ করিল, কিন্তু আমি তাহার সহিত সামান্য শিষ্টাচার ও সৌজন্যও প্রকাশ করিতে পারিলাম না। অন্য কোন লোক নহে—চৌধুরী মহাশয় আমার অভিসন্ধি নিশ্চয়ই জ্ঞাত হইয়াছেন, এ চিন্তা আমাকে পাষাণবৎ অচল ও সংজ্ঞাশূন্য করিয়া তুলিল।

অনুমাত্র বিস্ময় বা কৌতুহল প্রকাশ না করিয়া এবং সেই শকট বা তাহার আরোহীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া চৌধুরী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"মনোরমা দেবি, আপনি কি বাড়ীর দিকে ফিরিতেছেন?"

আমি চিত্তকে যথাসাধ্য প্রকৃতিস্থ করিয়া সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিলাম। তিনি আবার বলিলেন,—"চলুন, আমিও ফিরিতেছি। আপনি আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন নাকি ?"

আমি কি উত্তর দিব ভাবিতেছি। তাঁহার সহিত শত্রুতা করিব না ইহা স্থির। তিনি অবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাকে দেখিয়া আপনি আশ্চর্য্য মনে করিতেছেন কেন ?"

আমি আমার বিকম্পিত কণ্ঠস্বর স্থির করিয়া উত্তর দিলাম,—"আমি এখনই শুনিয়া আসিলাম, আপনি আপনার পাখী লইয়া আমোদ করিতেছেন। তাহার পর কেমন করিয়া হঠাৎ এখানে আসিলেন তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না।"

তিনি উত্তর দিলেন,—"না আসিয়া থাকি কিরূপে ? দেখিলাম আপনি বাটীতে নাই। বুঝিলাম আপনি অবশ্যই কোন কাজের জন্য বাহিরে গিয়াছেন। আপনি একাকী বাহিরে আসিয়াছেন এবং কেহই আপনার সঙ্গে নাই বুঝিয়া আমি স্থির থাকিতে পারি কি ? আমি তৎক্ষণাৎ কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া আপনার সন্ধানে বাহির হইলাম। কিন্তু কোথাও আপনার সন্ধান না পাইয়া হতাশ ভাবে বাটী ফিরিতেছিলাম; এমন সময় বিধাতা পথের মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া দিলেন।" এইরূপে আমার সুখ্যাতি ও আমার প্রতি অযথা কৃপা ব্যক্ত করিতে করিতে তিনি এতই বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে, আমি কোন কথা বলিবারই অবসর পাইলাম না। এত কথা তিনি বলিতে লাগি-

লেন বটে কিন্তু একবারও আমার হস্তে তখনও যে পত্র রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কোনই কৌতুহল প্রকাশ বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার এতাদৃশ ধৈর্য্য দেখিয়া আমি স্পষ্টই অনুমান করিলাম যে, লীলার হিতার্থে, আমি উকীলের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলাম নিশ্চয়ই তাহার মর্ম্ম তিনি, কোন অসদুপায়ে, জ্ঞাত হইয়াছিলেন। আর আমি উকীলের নিকট হইতে যে তাহার উত্তর পাই-লাম ইহাও তিনি গোপনে অবস্থান করিয়া দেখিলেন। সুতরাং তাঁহার অভীষ্ট বিলক্ষণ সিদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা বাটীতে ফিরিয়া দেখিলাম সহিস আস্তাবলে টম্ টম্ ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং রাজা এখনই ফিরিয়া আসি-য়াছেন। আমাদের দেখিয়া রাজা ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। আর কিছু হউক, না হউক তাঁহার নিতান্ত রুক্ষ ভাবটা যেন একটু কমিয়াছে বোধ হইল। তিনি বলিলেন,—

"তোমরা দুইজনে ফিরিয়া আসিলে সেও ভাল। পালান বাড়ীর মত সকলেই বাড়ী ছাড়িয়া থাকার মানে কি? রাণী কোথায়?"

লীলার চিক হারাইয়া গিয়াছে এবং সে চিকের সন্ধানে স্বয়ং বিলের দিকে গিয়াছে, এ কথা আমি তাঁহাকে জানা-ইলে তিনি বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—"চিক্ ফিক্ আমি বুঝি না। আজি যে কাজের বন্দোবস্ত আছে তাহা যেন তিনি না ভুলেন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে কাজের জন্য তাঁহাকে চাই।"

আমি অন্য কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়িতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। শুনিতে পাইলাম চৌধুরী মহাশয় রাজাকে বলিতেছেন,—“অনেক দূর গিয়াছিলে প্রমোদ? দেখিলাম ঘোড়াটা আধমরা করিয়া আনিয়াছ।”

রাজা বলিলেন,—“ঘোড়ার কপালে আগুণ! আপাততঃ ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমি এখন আহার চাই।”

চৌধুরী মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন,—“আর আমি সর্ব্বাগ্রে তোমার সহিত পাঁচ মিনিট কথা কহিতে চাই। এই খানে দাঁড়াইয়া, কেবল পাঁচ মিনিট কাল মাত্র ভাই।”

“কি বিষয়ে?”

“তোমারই কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে।”

কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য আমি খুব দেরি করিয়া সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলাম। রাজা বলিলেন,—“যদি তুমি মিছা ফ্যাচ ফ্যাচ কর তাহা হইলে আমি শুনিতে চাহি না, একথা বলিয়া রাখিতেছি। আমার ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলিতেছে।”

তাহার পর তাঁহাদের যে কথা হইল তাহার এ বর্ণও আমি শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু শুনিতে পাই বা না পাই, কথাটা যে দলিলে নাম সহি সংক্রান্ত তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। ব্যাপারটা জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইল। কিন্তু উপায় কিছুই নাই তো।

আমি আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। উকীলের চিঠি খানা এখন লীলাকে দেখাইতে পারিলে বাঁচি। ইচ্ছা হইতেছে লীলার সন্ধানে বিলের ধারে কাঠের ঘরে যাই। বড় ক্লান্ত হইয়াছি। যাইতে পারিতেছি না। একটু

শয়ন করিয়া বিশ্রাম করি। আমি শয়ন করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় ধীরে ধীরে আমার ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং চৌধুরী মহাশয় ভিতরে উঁকি দিয়া বলিলেন,—

"মনোরমা দেবি, আমি আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করিতেছি বলিয়া আমার দোষ গ্রহণ করিবেন না। আমি শুভ সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছি, এজন্য ক্ষমার্হ। প্রমোদের মনের ভাব গতি আপনি জানেনই তো। এখন তাহার মতলব বদলাইয়া গিয়াছে। নাম স্বাক্ষরের ব্যাপার আপাততঃ বন্ধ থাকিল। আপনার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি, এ সংবাদে আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমার শুভাশীর্ব্বাদ সহ রাণী মাতাকে এই সংবাদ জানাইয়া তাঁহার উদ্বেগের শান্তি করিবেন।"

কথা সমাপ্ত হইবামাত্র এবং আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি প্রস্থান করিলেন। নিশ্চয়ই চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় এই অসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কল্য আমি এজন্য উকীলকে পত্র লিখিয়াছি এবং অদ্য তাহার উত্তরও পাইয়াছি, এতদুভয় ঘটনাই তাঁহার জানা ছিল বলিয়া তিনি সহজেই রাজার মত পরিবর্ত্তনে সক্ষম হইয়াছেন। যাহা হউক, এই সংবাদ বহন করিয়া তখনই আমার লীলার নিকটে দৌড়িয়া যাইতে বাসনা হইল, কিন্তু শরীর বড় ক্লান্ত ও কাতর, এজন্য যাইতে পারিলাম না; সেই পালঙ্কেই পড়িয়া রহিলাম। এইরূপ অবস্থায় ক্রমে ক্রমে একটু তন্দ্রা আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিল এবং ধীরে ধীরে আমার সংজ্ঞা তিরোহিত

হইয়া গেল। তখন মধ্যাহ্ন কালে, আমি নিদ্রার আবেশে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, আমার সম্মুখে দেবেন্দ্রনাথ বসু। আমি আজি প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে এ পর্য্যন্ত একবারও তাঁহার কথা আলোচনা করি নাই; লীলাও বাক্যে বা ইঙ্গিতে তাঁহার কোনই প্রসঙ্গ করে নাই; তথাপি আমি স্বপ্নের মহিমায় সুস্পষ্টরূপে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম তিনি বহুলোকের সঙ্গে একটা সুবৃহৎ দেবমন্দিরের সোপান সমীপে নিপতিত রহিয়াছেন। অগণ্য নানাজাতীয় সমুন্নত সুবিস্তৃত বৃক্ষাবলী সন্নিহিত প্রদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নিদারুণ মহামারীর বীজ তত্রত্য বায়ুকে কলুষিত করিয়া রহিয়াছে। সেই বিষাক্ত বায়ু সেবন করিয়া একে একে দেবেন্দ্রের সঙ্গীগণ সমন সদনে প্রয়াণ করিতেছে। তাহাদের এই দুরবস্থা দর্শনে, দেবেন্দ্রের জন্য দারুণ ভয়ে অবসন্ন হইয়া, আমি বলিয়া উঠিলাম,—"ফিরিয়া আইস, ফিরিয়া আইস! তাহার নিকট এবং আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা স্মরণ কর। মহামারী তোমাকে স্পর্শ করিয়া তোমাকেও তোমার সঙ্গীগণের ন্যায় জীবন বিহীন করিবার পুর্ব্বে তুমি আমাদের নিকট চলিয়া আইস।" স্বর্গীয় শান্তিপুর্ণ বদনে তিনি আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"অপেক্ষা করুন, আমি ফিরিয়া যাইব। সেই গভীর রজনীকালে যখন রাজপথে পথভ্রষ্টা কামিনীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল তখন হইতে আমার জীবন অনাগত ভবিষ্যৎ গর্ভস্থ কোন কুমন্ত্রণা উচ্ছেদের যন্ত্র স্বরূপে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে এই বনভূমির মধ্যে লুক্কায়িতই বা

থাকি, অথবা সেখানে আমার জন্মভূমি মধ্যেই বা অবস্থিত হই, আমি আপনার এবং আমার ও আপনার পরম প্রেমাস্পদ ভগ্নীর সহিত অপরিজ্ঞেয় ন্যায়-বিচারের এবং অপরিহার্য্য পরিণামের উদ্দেশে নিয়ত তমসাচ্ছন্ন পথে পর্য্যটন করিতেছি। স্থির হইয়া দেখুন। যে মহামারী সকলকে ধ্বংস করিতেছে, আমাকে তাহা স্পর্শও করিবে না।"

আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। এখনও তিনি ঘোরারণ্য মধ্যে অবস্থিত এবং তাঁহার সঙ্গীগণ সংখ্যায় নিতান্ত হীন। এবার আর সেখানে দেবমন্দির নাই। বহু সংখ্যক কদাকার, উগ্রপ্রকৃতি, তীর ও ধনুকধারী, বর্ব্বর তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া অনবরত তীরাঘাতে বিনষ্ট করিতেছে। আবার আমার দেবেন্দ্রের জন্য দারুণ ভয় জন্মিল এবং আমি তাঁহাকে সতর্ক করিবার জন্য আবার চীৎকার করিলাম। আবার তিনি সেই অপরিবর্ত্তনসহ ...ঢিপূর্ণ বদনে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"সেই তমসাচ্ছন্ন পথে আর একপদ অগ্রসর হওয়া গেল। স্থির হইয়া দেখুন। যে তীর সকলকে বিনষ্ট করিতেছে, তাহা আমার নিকটস্থও হইবে না।"

তৃতীয় বার তাঁহাকে দেখিলাম। এবার তিনি ঘোর তরঙ্গমালাসঙ্কুল সাগর বক্ষে বাত্যাবিঘূর্ণিত এক মজ্জমান অর্ণবপোতে সমাসীন। অন্যান্য আরোহীগণ, পোতের বিপন্নদশা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র তরণীর আশ্রয়ে পলায়ন পরায়ণ হইয়াছে। কেবল দেবেন্দ্র একাকী সেই দুস্তর সলিল রাশির গর্ভে সমাহিত হইবার জন্য উপবিষ্ট।

আবার আমি ভয়বিহ্বলভাবে চীৎকার করিয়া, যে কোন উপায়াবলম্বনে. জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলাম। আবার তিনি আমার দিকে অবিকৃত প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"সেই দুর্জ্জেয় পথে আর এক পদ অগ্রসর হওয়া গেল। স্থির হইয়া দেখুন। যে উন্মত্ত সমুদ্র বদন ব্যাদান করিয়া সকলকে গ্রাস করিতেছে, তাহা আমার কোনই অনিষ্ট করিবে না।"

শেষ বার তাঁহাকে দর্শন করিলাম। দেখিলাম তিনি ধবল মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত এক পরলোকগতা কামিনীর প্রতিমূর্ত্তি-পার্শ্বে অবনত মস্তকে উপবিষ্ট। দেখিলাম সহসা সেই পাষাণ নির্ম্মিত মূর্ত্তি সজীব হইল এবং এক অবগুণ্ঠনবতী নারীর আকার পরিগ্রহ করিয়া দেবেন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। দেবেন্দ্রের বদনমণ্ডল স্বর্গীয় শান্তিশ্রী পরিত্যাগ করিয়া অপার্থিব বিষাদে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন তিনি বলিলেন.—"এখনও অন্ধকার হইতে অধিকতর অন্ধকার এবং দূর হইতে অধিকতর দূর। মৃত্যু, পুণ্যাত্মা, সুন্দর ও নবীনকে গ্রাস করিতেছে, কিন্তু আমাকে রক্ষা করিতেছে। যে দুর্জ্জেয় পথে পর্য্যটন করিতে করিতে আমি ক্রমশঃ পরিণাম ফলের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতেছি, ধ্বংসকারী মহামারী. জীবনান্তকারী শত্রুর অস্ত্র, সর্ব্বগ্রাসী সমুদ্র এবং প্রেম ও আশার বিলোপকারী মৃত্যু দ্বারা তাহা স্থানে স্থানে আকীর্ণ।

অবক্তব্য ভয়ে আমার হৃদয় অবসন্ন হইল এবং অশ্রুহীন বিষাদে আমার হৃদয় মথিত হইল। সেই পাষাণ-মূর্ত্তির সমীপোবিষ্ট পর্য্যটককে ক্রমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল; সেই

অবগুণ্ঠনবতী কামিনীকে ক্রমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল, সেই স্বপ্নদর্শনকারিণীকে ক্রমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল। আর আমি কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইলাম না।

আমার স্কন্ধদেশে কাহার করস্পর্শ হওয়ায় নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলাম লীলা আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে। তাহার মুখের ভাব উত্তেজিত, উৎসাহময় ও অস্থির। আমি তাহার এই ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসিলাম,—"একি? কি হইয়াছে? ব্যাপার কি?"

লীলা ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর আমার কর্ণের নিকট বদন আনত করিয়া ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিল,—"দিদি, দিদি, বিলের ধারের সেই মূর্ত্তি—সেই পা ফেলার শব্দ—আমি তাহাকে এখনই দেখিয়াছি—তাহার সহিত কথা কহিয়াছি।"

"আঁা! বল কি? কে সে?"

"মুক্তকেশী।"

এই স্বপ্নের পর জাগরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লীলার এই ভাব, তাহার পর তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া আমি বেগে শয্যা ত্যাগ দাঁড়াইয়া উঠিলাম। কি করিব ও কি বলিব স্থির করিতে না পারিয়া রুদ্ধ শ্বাসে লীলার বদন-প্রতি চাহিয়া সেই স্থানে স্থির হইয়া রহিলাম।

লীলা স্বয়ং এরূপ অভিভুত হইয়াছিল যে তাহার কথায় আমার যে ভাবান্তর হইয়াছিল তাহা সে লক্ষ্য করিতে পারিল না। আমি তাহার কথা শুনিতে পাই নাই মনে করিয়া সে আবার বলিল,—"আমি মুক্তকেশীকে দেখিয়াছি! আমি

মুক্তকেশীর সহিত কথা কহিয়াছি। দিদি, কত কথাই তোমাকে বলিবার আছে! চল দিদি, এখানে হয়ত বাধা জন্মিতে পারে—চল আমার ঘরে যাই।”

এই বলিয়া সে আমার হাত ধরিয়া তাহার ঘরে লইয়া চলিল। সেখানে তাহার নিজের আলাহিদা ঝি ভিন্ন অন্য কাহারও আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি লীলা উত্তমরূপে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং দরজার ভিতরে যে ছিটের পর্দ্দা ছিল তাহাও টানিয়া দিল। আমার বিচলিত ভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই। আমি নিজে নিজে বলিলাম,—“মুক্তকেশী—অ্যাঁ মুক্তকেশী!”

লীলা আমাকে টানিয়া একখানি আসনে বসাইল এবং আপনার গলায় হাত দিয়া বলিল,—“দেখ।”

আমি দেখিলাম যে চিক হারাইয়া গিয়াছিল তাহাই আবার লীলার গলায় উঠিয়াছে। আমি এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসিলাম,—“তোমার এ চিক কোথায় পাইলে?”

“সেই ইহা পাইয়াছে দিদি।”

“কোথায়?”

“কাঠের ঘরে। কেমন করিয়া তোমাকে সকল কথা বলিব, কোথা হইতে আরম্ভ করিব? তাহার কথাবার্ত্তা এমনই বিশৃঙ্খল—সে এমনই ভয়ানক কৃশ ও পীড়িত—সে এমনই সহসা চলিয়া গেল—?”

বলিতে বলিতে উৎসাহে লীলার স্বর উচ্চ হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম,—“আস্তে বল। জানালা খোলা রহিয়াছে, আর ঐ জানালার নীচে দিয়াই লোকজন যাওয়া আসার

পথ। প্রথম হইতে বলিতে আরম্ভ কর। যে কথার পর যে কথা, আমাকে ঠিক করিয়া বল।"

"জানালা আগে বন্ধ করিব কি দিদি?"

"না, আস্তে বলিলেই হইবে। মনে থাকে যেন তোমার স্বামীর বাটীতে মুক্তকেশীর প্রসঙ্গ বড়ই বিপদজনক। তুমি তাহাকে প্রথমে কোথায় দেখিতে পাইলে?"

"কাঠের ঘরে দিদি। জানই তো তুমি আমি চিক খুঁজিতে গিয়াছিলাম। আবাদের মধ্য দিয়া যাইবার সময় পথ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে দেখিতে যাওয়ায় আমার কাঠের ঘরে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। ঘরের ভিতরে গিয়া আমি মাটীতে বসিয়া ঘরের মেজে ও বেঞ্চের নীচে বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া আমি এইরূপে অনুসন্ধান করিতেছি, এমন সময় কে অপরিচিত স্বরে আমার পশ্চাদ্দিক হইতে ধীরে ধীরে ডাকিল,—"লীলাবতি দেবি!" আমি চমকিত হইয়া সেই দিকে ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম দ্বারের নিকটে, আমার দিকে সম্মুখ ফিরিয়া, এক সম্পূর্ণ অপরিচিতা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে।"

"তাহার গায়ে কি রকম কাপড় চোপড়?"

"তাহার গায়ের কাপড় চোপড় সাদা ও পরিষ্কার, কিন্তু বড় ছেঁড়া। আমি তাহার পরিচ্ছদের দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া সে বলিল,—'আমার সব সাদা কাপড়। সাদা ছাড়া আর কি কিছু আমি পরিতে পারি?' আমি আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে সে হাত বাড়াইল, আমি দেখিলাম তাহার হাতে আমার চিক। আমার এমনই আনন্দ ও কৃত-

জ্ঞতা হইল, যে আমি তাই বলিবার নিমিত্ত তাহার খুব নিকটে আসিলাম। সে বলিল,—'তুমি যদি আমাকে একটু কৃপা কর তাহা হইলে আমার বড় সন্তোষ হয়।' আমি বলিলাম,-'কি কৃপা বল। আমার সাধ্যে যাহা আছে তাহাই আমি সন্তুষ্ট চিত্তে করিব।' 'তবে তোমার গলায় এই চিক গাছটী পরাইয়া দিতে দেও।' এতই আগ্রহের সহিত এবং এরূপ সহসা সে এ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিল যে আমি কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া পশ্চাতের দিকে এক পদ সরিয়া আসিলাম। তখন সে বলিল,-'হায়! তোমার মা হইলে আমাকে চিক গলায় পরাইয়া দিতে দিতেন।' তাহার কথা শুনিয়া এবং আমার জননীর উল্লেখ শুনিয়া আমি কিছু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। তখন আমি তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহা আমার গলায় উঠাইলাম। সে যখন আমাকে চিক পরাইয়া দিতেছে, তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম,-'তুমি আমার মাকে জানিতে?' সে তখন চিকের ফাঁস লাগাইতেছিল, সে কার্য্য বন্ধ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,-'একদিন প্রাতে—তোমার মনে পড়ে না বোধ হয়-একদিন প্রাতে তোমার মাতৃদেবী পথে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার দুই দিকে দুইটী বালিকা। আমি অন্য আর কিছুই ভাবি না, আমার তাহা বেশ মনে আছে। সেই দুই বালিকার একজন তুমি, আর একজন আমি। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী লীলাবতী এবং নির্ব্বোধ সামান্য মুক্তকেশী এখন পরস্পর যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তখন তেমন ছিল না।'

"এসকল কথা যখন সে বলিল, তাহা শুনিয়া তোমার তাহাকে মনে পড়িল কি?"

"তুমি যে একবার আনন্দধামে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এবং সে দেখিতে যে আমারই মত ছিল বলিয়াছিলে, তাহা আমার মনে পড়িল।"

"কিসে এ কথা মনে পড়িল?"

"আমরা খুব কাছাকাছি হওয়ার পর হঠাৎ আমার মনে হইল আমরা দুই জনেই দেখিতে সমান। তাহার মুখ কিছু পাণ্ডু, চিন্তিত, ও ক্লিষ্ট; কিন্তু তাহার সেই মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল, সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী কঠিন পীড়া ভোগের পর আমি যেন দর্পণে নিজ মুখ দেখিতেছি। এইরূপ বোধের উদয় হওয়ায়, কেন বলিতে পারি না, আমি এমন কাতর হইয়া উঠিলাম যে, কিয়ৎকাল তাহার সহিত কোনই কথা কহিতে পারিলাম না।"

"তোমাকে এরূপ নির্ব্বাক দেখিয়া সে দুঃখিত হইল না?"

"আমার বোধ হয় সে দুঃখিত হইল। কারণ সে বলিল,—'তোমার মায়ের মত তোমার মুখও নহে, তোমার মায়ের মত তোমার মনও নহে। তোমার মায়ের মুখ এত সুশ্রী ছিল না, কিন্তু লীলাবতী দেবি, দেবতার ন্যায় তাঁহার হৃদয় ছিল।' আমি বলিলাম,—'তোমার প্রতি আমারও বিশেষ প্রীতি জন্মিয়াছে; তবে আমি কথায় তত ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কিন্তু তুমি আমাকে লীলাবতী বলিয়া ডাকিতেছ কেন, এখন তো

সকলেই আমাকে রাণী বলে?' সে উগ্র ভাবে বলিয়া উঠিল,—'তুমি যে জন্য রাণী হইয়াছ তাহা আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। তাই তোমাকে তোমার পূর্ব্ব নামে ডাকিতেছি।' এতক্ষণ তাহার কোন উন্মাদ লক্ষণ আমি দেখিতে পাই নাই, এখন যেন তাহার চক্ষুর ভাব দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল। বলিলাম,—'আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার যে বিবাহ হইয়াছে তাহা হয়ত তুমি জান না।' সে বিষণ্ণ ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—'তোমার বিবাহ হইয়াছে, তাহা আমি জানি না! তোমার বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। পরলোকে তোমার জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে, আমি তোমার নিকট আমার ত্রুটী সংশোধন করিতে বাসনা করি বলিয়া এখানে আসিয়াছি।' সে ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে সরিয়া গেল এবং সতর্ক ভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাণ পাতিয়া কিয়ৎকাল কি শুনিল। যখন সে আবার কথা কহিবার জন্য ফিরিল, তখন সে পূর্ব্বে যেখানে ছিল ততদূর আর ফিরিয়া না আসিয়া দূর হইতেই জিজ্ঞাসিল,—'কালি রাত্রে কি তুমি আমাকে দেখিয়াছিলে। বনের মধ্যে তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আমি গিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি শুনিতে পাইয়াছিলে? আমি কত দিনই তোমার সহিত নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। জগতে আমার একমাত্র অকৃত্রিম পরমাত্মীয়কেও আমি ছাড়িয়া আসি-

রাছি—পুনরায় পাগলা গারদে আবদ্ধ হইবার ভয়ও আমি করি নাই—এ সকলই, লীলাবতি দেবি, আপনারই জন্য—কেবল আপনারই জন্য—আমি করিয়াছি।' তাহার কথা শুনিয়া আমার ভয় হইল দিদি। তথাপি তাহার আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া তাহার প্রতি কেমন একটু করুণা হইল। আমি তাহাকে ঘরের ভিতর আসিয়া আমার পাশে বসিতে অনুরোধ করিলাম।"

"সে বসিল?"

"না দিদি। সে ঘাড় নাড়িয়া, কোন তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের কথা বার্ত্তা শুনিতে না পায় এই অভিপ্রায়ে, সেই স্থানেই সতর্ক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে চাহিল। তাহার পর হইতে সে বরাবরই সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, কখন বা একটু নত হইতে হইতে, কখন বা সহসা একটু পিছাইয়া গিয়া সতর্ক ভাবে চারিদিকে লক্ষ্য করিতে করিতে, বলিতে লাগিল,—'কাল্‌ অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে এখানে আসিয়া তুমি আর এক স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলে শুনিয়াছিলাম। তুমি তোমার স্বামীর কথা কহিতেছিলে। শুনিলাম তুমি বলিতেছিলে তোমার কথা তিনি শুনেন না, তোমাকে তিনি বিশ্বাসও করেন না। হায়! কেন এ বিবাহ আমি ঘটিতে দিয়াছিলাম! হায়! আমার ভয়—আমার অকারণ, বিষম ভয়—' সে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কি বলিতে লাগিল। আমার ভয় হইতে লাগিল হয়ত তাহার ভয়ানক মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া এখনই সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আমি

বলিলাম,—'স্থির হও। বল আমাকে, কেমন করিয়া তুমি আমার বিবাহ বন্ধ করিতে পারিতে।' সে মুখের কাপড় খুলিয়া আমার মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—'আমার সাহসের সহিত আনন্দধামে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়া আমার তত ভীত হওয়া উচিত হয় নাই। কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বে তোমাকে আমার সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল। হায়! একখানি চিঠি লেখা ছাড়া অন্য কার্য্যে আমার সাহস হইল না কেন? তাহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইল। হায় হায়! আমার বিষম ভয়ই সকল অনর্থের মূল।' সে বারম্বার ঐ কথা বলিতে লাগিল এবং কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া রহিল। তাহার সে অবস্থা দেখা এবং তাহার এই সকল কথা শুনা বড়ই ভয়ানক।"

"তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে না, কেন ভয়ের কথা সে বারম্বার উল্লেখ করিতেছে।"

"হাঁ, আমি তাহাই জিজ্ঞাসিলাম।"

"সে কি উত্তর দিল?"

"সে তাহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, যদি কেহ আমাকে পাগলা গারদে পুরিয়া রাখে এবং সুযোগ পাইলে আবারও পুরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমি কি তাহাকে ভয় করি না?' আমি জিজ্ঞাসিলাম,—'তুমি কি এখনও ভয় করিতেছ? যদি তোমার এখনও সে ভয় থাকিত তাহা হইলে তুমি কখনই এখানে আসিতে না।' সে বলিল,—'না, আর আমার ভয় নাই।' আমি কারণ জিজ্ঞাসিলে সে

বলিল,—'তুমি অনুমান করিতে পারিতেছ না?' আমি ঘাড় নাড়িলে সে আবার বলিল,—'আমার এই শরীরের প্রতি চাহিয়া দেখ।' আমি তাহার শরীরের কাতরতা ও কৃশতা হেতু দুঃখ প্রকাশ করিলে, সে, ঈষৎ হাস্য করিয়া, বলিল,—'কৃশ? আমি মরিতে বসিয়াছি। এখন বুঝিয়া দেখ, কেন আমি তাঁহাকে ভয় করি না। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয় তোমার জননীর সহিত স্বর্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটিবে? যদি সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন কি?' আমি কোন উত্তর দিবার পুর্ব্বেই সে আবার বলিতে লাগিল,—'যতদিন আমি রোগে পড়িয়া আছি এবং তোমার স্বামীর কাছ হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছি ততদিন কেবল ঐ কথাই আমি ভাবিতেছি। আমার সেই চিন্তা আমাকে এখানে আনিয়াছে। আমি এখন যতদূর সম্ভব আমার ত্রুটী সংশোধন করিতে চাই।' আমি তাহাকে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। সে আমার প্রতি স্থির ও শূন্য ভাবে চাহিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসিল,—'অনিষ্টের সংশোধন করিতে পারিব কি? তোমার পক্ষাবলম্বন করিবার উপযুক্ত বন্ধু বান্ধব আছেন। এখন যদি তুমি রাজার সেই গোপনীয় রহস্যটা জানিতে পাও, তাহা হইলেই তিনি তোমার কাছে ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিবেন। আমার প্রতি তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তোমার প্রতি কখনই সেরূপ করিতে পারিবেন না। তোমার বন্ধু বান্ধবের ভয়ে তোমার প্রতি তাঁহার ভাল ব্যবহার করিতেই হইবে। যদি তিনি তোমার প্রতি ভাল ব্যবহার করেন

এবং যদি আমি বুঝিতে পারি যে আমারই যত্নে এ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—' আমি শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য হা করিয়া ছিলাম, কিন্তু সে এই পর্য্যন্ত বলিয়াই চুপ করিল।"

"তুমি তাহাকে কথা কহাইতে চেষ্টা করিলে?"

"করিলাম বই কি? কিন্তু সে একটু সরিয়া গিয়া বলিতে লাগিল,—'যেখানে তোমার মাতার প্রতিমূর্ত্তি ও নাম লেখা আছে যদি তাহারই পাশে চিরদিনের জন্য আমারও একটা নাম লেখা থাকে তাহা হইলে সৌভাগ্যের আর সীমা থাকে না। কিন্তু আমার ন্যায় লোকের সে আশা কেন? আমি স্বহস্তে যে শ্বেত পাথর পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি, তাহারই পাশে আমার নাম থাকা কি সম্ভব? না।' নিতান্ত কোমল স্বরে সে এই সকল কথা বলিতে লাগিল। তাহার পর উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল,—'এখনই কি বলিতেছিলাম?' আমি তাহাকে সমস্ত কথা মনে করাইয়া দিলে সে বলিল,— 'হাঁ হাঁ, মন্দ স্বামীর হাতে পড়িয়া তুমি বড় কষ্টে আছ। হাঁ, আমি যে জন্য এখানে আসিয়াছি তাহাই এখন করিতে হইবে। উপযুক্ত সময়ে ভয়ে আমি যাহা করিতে পারি নাই, এখন তাহা করিব।' আমি জিজ্ঞাসিলাম,—'কি কথা তুমি আমাকে বলিবে বলিতেছিলে?' সে উত্তর দিল,—'একটা গোপনীয় কথা, শুনিলে তোমার স্বামী জড়সড় হইয়া থাকিবেন। আমি একবার সেই লুকান কথা বলিব বলিয়া তোমার স্বামীকে ভয় দেখাইয়াছিলাম। তিনি ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন। তুমিও সেই কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইবে। আমার মা সে রহস্য জানেন। আমি বড়

হইলে তিনি একদিন আমাকে দুই একটা কথা বলিয়াছিলেন। পরদিন তোমার স্বামী—' এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে আবার চুপ করিল।"

"আর কিছু বলিল না?"

"না, সে কাণ পাতিয়া কি শুনিতে লাগিল। তাহার পর চলিতে চলিতে এবং হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—'চুপ, চুপ।' ক্রমে সে কাঠের ঘরের পার্শ্বে গিয়া অদৃশ্য হইল।

"তুমিও উঠিয়া গেলে তো?"

"হঁা, উদ্বেগ হেতু আমিও উঠিলাম। কিন্তু একটু যাইতে না যাইতেই সে ফিরিয়া আসিল। আমি ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসিলাম,—'সে গোপনীয় কথাটা কি? থাক একটু, কথাটা আমাকে বলিয়া যাও। সে আমার হাত চাপিয়া ধরিল এবং, নিতান্ত ভীত ভাবে, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—'এখন নহে—আমরা একা নহি—এখানে আরও লোক আছে। কালি এখানে আসিও—এই সময়ে—একা—মনে থাকে যেন—একা।' তাহার পর আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।"

"লীলা, হায় হায়, আবার একটা সুযোগ হাতছাড়া হইয়া গেল! যদি আমি তোমার নিকট থাকিতাম তাহা হইলে সে কখনই এমন করিয়া হাত ছাড়াইয়া যাইতে পারিত না। কোন দিকে গিয়া সে চক্ষু ছাড়া হইল?"

"বাম দিকে, যেদিকে খুব ঘন বন।"

"তুমি ছুটিয়া বাহির হইলে না কেন? তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলে না কেন?"

"ভয়ে আমার কথা কহিবার শক্তি ছিল না, করিব কি ?"

"তখনই না হউক, যখন তুমি উঠিতে ও নড়িতে পারিলে তখন—"

"তখন তোমাকে সব কথা বলিবার জন্য আমি দৌড়িয়া আসিলাম।"

"আবাদের ওদিকে কাহাকেও দেখিতে, বা কাহারও আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলে কি ?"

"কিছু না—যখন আমি তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলাম তখন সর্ব্বত্র নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ বলিয়াই বোধ হইল।"

আমি মনে মনে প্রশ্ন করিলাম, মুক্তকেশী যে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ভয় পাইয়াছিল, বাস্তবিকই সেখানে কোন লোক গিয়াছিল, না তাহা তাহার উত্তেজিত মনের কল্পনা ? স্থির করা অসম্ভব। যাহা হউক, মুক্তকেশী কালি যদি কথিত ও নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে রহস্যটা জানিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হওয়ার পরও, হয়ত চিরদিনের নিমিত্ত, আমাদের হাতছাড়া হইয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—

"তুমি আমাকে সব কথা ঠিক করিয়া বলিয়াছ তো ? কিছুই ভুল হয় নাই তো লীলা ?"

লীলা বলিল,—"আমার তো আর কিছুই মনে হইতেছে না। তোমার মত আমার স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ নয় দিদি, কিন্তু এ বিষয় আমি এমনই মনোযোগ ও আগ্রহের সহিত শুনিয়াছি যে কোন কাজের কথা ভুল হওয়া অসম্ভব।"

আমি বলিলাম,—"দেখ ভাই, মুক্তকেশী সংক্রান্ত অতি

সামান্য কথাও অবহেলা করা উচিত নহে। আবার মনে করিয়া দেখ। আচ্ছা, সে এখন কোথায় থাকে প্রসঙ্গতঃ তাহার কোন কথা হয় নাই তো?"

"আমার তো সেরূপ কোন কথা মনে হইতেছে না।"

"আচ্ছা, তা হউক, কোন আত্মীয়ের—হরিদাসী কি অন্য কোন আত্মীয়ের—নামও সে কি একবারও উল্লেখ করে নাই?"

"হাঁ হাঁ, আমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হরিদাসী তাহার সঙ্গে বিল পর্য্যন্ত আসিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এস্থলে তাহাকে একা আসিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন।"

"হরিদাসীর সম্বন্ধে এ ছাড়া আর কিছু বলে নাই?"

"কই, আর কিছু বলে নাই বোধ হয়।"

"আচ্ছা, তারার খামার ছাড়িয়া আসার পর তাহারা কোথায় ছিল, সে কথা কিছু বলিয়াছিল কি?"

"কই, না।"

"ভাল, কোথায় সে এতদিন ছিল, কিম্বা কি তাহার পীড়া তাহার কোন কথা হইয়াছিল কি?"

"না দিদি, সে সব কোন কথা হয় নাই। এখন বল, তুমি এ সব শুনিয়া কি বুঝিলে। আমি তো কি করিব, কি হইবে কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না।"

"তোমাকে একটী কাজ করিতে হইবে ভাই। কালি ঠিক সময়ে তোমাকে কাঠের ঘরে উপস্থিত থাকিতে হইবে। তাহার সহিত দেখা হওয়ায় কত যে উপকার

হইতে পারে তাহা বলা ভার। দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় তোমার একা থাকা হইবে না। আমি তোমার পশ্চাতে গিয়া খুব দূরে থাকিব, কেহই আমাকে দেখিতে পাইবে না; কিন্তু কি জানি কি ঘটে এই জন্য আমি তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাই এমন ভাবে থাকিব। মুক্তকেশী দেবেন্দ্রের হাত ছাড়াইয়াছে; তোমারও হাত ছাড়াইয়াছে; কিন্তু যাই হউক, সে কখনই আমার হাত ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না।"

লীলা বিশেষ আগ্রহের সহিত আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমার স্বামীর ভয়জনক এই রহস্যের বিষয়ে কি তুমি বিশ্বাস কর দিদি? মনে কর, ইহা কেবল মুক্তকেশীর উন্মত্ত কল্পনারই একটা কার্য্য। মনে কর, মুক্তকেশী কেবল পূর্ব্বস্মৃতির অনুরোধে আমার সহিত দেখা করিতে ও কথাবার্ত্তা কহিতে আসিয়াছিল। তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া আমার তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছিল। তাহাকে কি বিশ্বাস করা যায়?"

"লীলা, আমি স্বয়ং তোমার স্বামীর যে সকল ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার সহিত মুক্তকেশীর কথা মিলাইয়া আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, যে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে।"

আর কিছু না বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম। যে নানাবিধ চিন্তা চিত্তকে বিব্রত করিতেছে, আর কিয়ৎকাল বসিয়া লীলার সহিত কথোপকথন করিলে, হয়ত তাহাকে সে সকল কথা বলিয়া ফেলিতাম, এবং হয়ত, তাহার পক্ষে, তাহার ফল বড়ই ভয়ানক হইত। সেই অতি ভয়ানক স্বপ্ন ও

সঙ্গে সঙ্গে লীলার এই কাহিনী আমার মনকে নিতান্ত ব্যাকুলিত করিয়াছে। আমার যেন বোধ হইতেছে, সেই বিভীবিকাময় ভবিষ্যৎ বড়ই নিকটস্থ হইয়া আমাকে দারুণ ভয়ে অভিভূত করিতেছে। বস্তুতই যেন কি দুরভিসন্ধি—যেন কি দুষ্ট মন্ত্রণা আমাদিগকে ক্রমশঃ বেষ্টন করিতেছে। এ বিপত্তিকালে কোথায় দেবেন্দ্র?

মুক্তকেশী যেরূপ ভাবে এবং যে কারণ বলিয়া প্রস্থান করিয়াছে তাহা শুনিয়া চৌধুরী মহাশয় কি করিতেছেন জানিতে আমার বিশেষ ইচ্ছা হইল। চারিদিক সন্ধান করিয়া দেখিলাম, রাজা বা চৌধুরী কেহই বাড়ী নাই। শেষে রঙ্গমতী ঠাকুরাণীর সহিত দেখা হইল। তিনি বলিলেন, চৌধুরী মহাশয় ও রাজা দুইজনে অনেক দূরে বেড়াইতে গিয়াছেন। অনেক দূরে বেড়াইতে গিয়াছেন! পায়ে হাঁটিয়া, রৌদ্র থাকিতে থাকিতে, দুইজনে মিলিয়া, অনেক দূরে বেড়াইতে গিয়াছেন! আরত কখন এ দুইজনকে মিলিয়া এমন করিয়া বেড়াইতে দেখি নাই।

যখন আমি পুনরায় আসিয়া লীলার সহিত মিলিত হইলাম, তখন সে আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি, এতক্ষণ নিতান্ত অন্যমনস্ক থাকায় একটা প্রধান কাজের কথাই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। সে দলিলে নাম সহি করার গোল এখনও উঠিল না কেন?"

আমি বলিলাম,—"আপাততঃ সে জন্য কোন ভয় নাই। রাজার মতলব ফিরিয়া গিয়াছে। আপাততঃ সে কাজ বন্ধ থাকিল।"

নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত লীলা বলিল,—"বন্ধ থাকিল ? এ কথা তোমায় কে বলিল ?"

"চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তাঁহারই চেষ্টায়, তোমার স্বামীর এরূপ মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

"কিন্তু দিদি, কথাটা বড়ই অসম্ভব। রাজার ভয়ানক টাকার দরকারের জন্য যদি আমার নাম সহি আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাম সহি এখন বন্ধ থাকিবে কি প্রকারে ?"

"তোমার মনে নাই লীলা, যখন রাজার উকীল মনি বাবু এই টাকার জন্য রাজার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, সে যদি নিতান্তই রাণীর নাম স্বাক্ষর এখন না ঘটিয়া উঠে তাহা হইলে, অতি কষ্টে, না হয় বড় জোর তিন মাস ঠেলিয়া রাখা যাইতে পারে। এখন সেই শেষ প্রস্তাব অনুসারেই কাজ করা হইবে বোধ হইতেছে। অতএব, আপাততঃ তিন মাস কাল আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।"

"তোমার স্মরণ শক্তি ভাল বলিয়া দিদি, তুমি এত কথা মনে রাখিতে পারিয়াছ। কিন্তু দিদি, এটা এতই সুসংবাদ যে আমার সহসা প্রত্যয় হইতেছে না।"

"আমার দিনলিপিতে সমস্ত কথাই লেখা থাকে। দাঁড়াও, আমি তোমাকে দিনলিপি আনিয়া দেখাইয়া দিতেছি।"

তখনই আমার দিনলিপি আনিয়া লীলার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলাম। আমার কথার সঙ্গে দিনলিপির ঐক্য

হওয়ায় আমাদের উভয়েরই অনেকটা ভরসা হইল। উভয়েরই মনে হইল, যেন এ দিনলিপিও আমাদের একজন অসময়ের বন্ধু। আমরা এমনই বিপন্ন—এমনই নিঃসহায়! লীলা আপন ঘরে চলিয়া গেল—আমি দিনলিপি লিখিতে বসিলাম।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাজা ও চৌধুরী মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রি হইল। বিশেষ কোন অনৈসর্গিক কাণ্ড দেখিলাম না বটে, কিন্তু রাজা ও চৌধুরী মহাশয়ের ব্যবহার দেখিয়া, মুক্তকেশীর সম্বন্ধে এবং, না জানি কালি কি ঘটিবে তাহা ভাবিয়া, আমার মনে বড় আশঙ্কা হইল। রাজার ব্যবহার, বিশেষতঃ তাঁহার শিষ্টাচার, যে ভয়ানক অলীক ও নিতান্ত শঠতাপূর্ণ তাহা আমি বেশ জানি। আজি বন্ধুর সহিত অনেক দূর বেড়াইয়া আসার পর হইতে সকলের প্রতিই, বিশেষতঃ লীলার প্রতি, রাজার বড়ই উদার ব্যবহার দেখিতেছি! তিনি আজি লীলাকে নানা মিষ্ট কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি লীলাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন, সে তাহার কাকার কোন সংবাদ পাইয়াছে কি না তাহা জিজ্ঞাসিতেছেন, অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী কোন সময়ে এখানে বেড়াইতে আসিবেন তাহার সন্ধান করিতেছেন এবং আরও কত স্নেহানুরাগই দেখাইয়া সেই আনন্দধামে বিবাহের পূর্ব্বাবস্থা মনে করাইয়া দিতেছেন। নিশ্চয়ই এ বড় কুলক্ষণ। তিনি আহারের পরই পাশের ঘরে নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিলেন, আমার মনে হইল ইহা আরও কুলক্ষণ; এদিকে

তাঁহার ধূর্ত্ত নয়ন, যেন আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ভাবিয়া, কেবল লীলা ও আমার গতিবিধি দেখিতে নিযুক্ত রহিল। কালি তিনি যখন একাকী গাড়ি করিয়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন তখন যে তিনি মুক্তকেশীর মাতা হরিমতির নিবাসগ্রাম রাজপুরে তাহার নিকট তাহার কন্যার সংবাদ জানিতে গিয়াছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। আজিও দুই জনে যে সেই তত্ত্বেই বাহির হইয়াছিলেন তাহাও স্থির। মুক্তকেশী কোথায় থাকে তাহা যদি আমি জানিতাম তাহা হইলে. কালি প্রাতে উঠিয়াই. আমি সেখানে গিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতাম। যাহা হউক, রাজা আজি রাত্রে যে মূর্ত্তিতে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন তাহা আমার বেশ জানা আছে, সুতরাং আমার তাহাতে ঠকিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় যে মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণই নূতন। আজি তিনি অতি ভাবুক—মহাকবি! আজি তাঁহার প্রাণের প্রাণ হইতে যথার্থই ভাব উছলাইয়া পড়িতেছে।

আজি তিনি অতি মনোহর বেশভূষায় সজ্জিত। আজি তিনি নিতান্ত অল্পভাষী—ভাবভরে আজি তাঁহার চক্ষু ও কণ্ঠস্বর অবসন্ন। তাঁহার ঈষৎ হাস্য আজি স্নেহ ও বাৎসল্যে পূর্ণ। আজি তিনি লীলাকে হারমোনিয়ম বাজাইয়া তাঁহার অদম্য সঙ্গীত লালসার পরিতৃপ্তি করিতে অনুরোধ করিলেন। লীলা সবিস্ময়ে তাঁহার অনুরোধ পালন করিল। তিনি হারমোনিয়মের সন্নিকটে উপবেশন করিলেন। ভাবভরে

তাঁহার সুবিশাল মস্তক একদিকে নত হইয়া পড়িল। তিনি ধীরে ধীরে বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি আঘাত করিয়া তাল দিতে লাগিলেন। সায়ংকাল সমাগত হইলে তিনি তত্রত্য বাতায়ন ও দ্বারপথ প্রবাহী মধুর, আনন্দময় ও পরম পবিত্র নৈসর্গিক আলোক শোভিত প্রকোষ্ঠের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য কৃত্রিম আলোক দ্বারা বিধ্বংসিত করিতে, মিনতি করিয়া, নিষেধ করিলেন। আমি তাঁহার সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিবার জন্য, প্রান্তে এক গবাক্ষ সমীপে, দাঁড়াইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার অভ্যস্ত নিঃশব্দ পাদ-বিক্ষেপে আমার সমীপে আসিয়া আমাকে আলোক আনয়নের বিরুদ্ধে যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। যদি আলো আনিয়া তাঁহাকে পুড়াইবার কেহ ব্যবস্থা করিত, তাহা হইলেও আমি নিজে নীচে হইতে আলো আনিয়া দিতাম। তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"এই মৃদু মন্দ বিকম্পিত জ্যোৎস্নালোক অবশ্যই আপনি ভাল বাসেন। আহা আমি! ইহা বড়ই ভাল বাসি! অদ্যকার ন্যায় সুপবিত্র রজনীতে, স্বর্গীয় সুরভি শোভিত, প্রত্যেক পদার্থই আমার চক্ষে পরম রমণীয়। নিসর্গ-সুন্দরী আমার চক্ষে চিরদিনই পরম শোভার নিকেতন; অক্ষয় মধুরতার ভাণ্ডার! আহা! দেখুন, দেখুন দেবি, কি অপূর্ব্ব শোভাময় আলোক ক্রমশঃ ঐ বৃক্ষচূড়া হইতে অপসারিত হইতেছে! এ দৃশ্য আমার হৃদয় কন্দরে যে ভাবে নৃত্য করিতেছে, আপনার অন্তরেও সেইরূপ করিতেছে কি?"

তিনি নির্ব্বাক হইয়া কিয়ৎকাল আমার মুখের দিকে

চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর রেলিঙে দুলিতে নৈষধের সন্ধ্যাবর্ণনার শ্লোকগুলি সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"আমি একি পাগলামি করিয়া আপনাদিগের সকলকে উত্যক্ত করিতেছি। আসুন, আমরা হৃদয়ের গবাক্ষ সমূহ নিরুদ্ধ করিয়া কার্য্যময় জগতে প্রবেশ করি। আন আলো—আর আমি আপত্তি করিব না। রাণী, মনোরমা দেবি, প্রিয়ে রঙ্গমতী আমি এক বাজি তাস খেলিতে চাহি, আমার সঙ্গে কে খেলিতে সম্মত আছে বল।" তিনি আমাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, কিন্তু লীলার দিকেই চাহিয়া থাকিলেন।

লীলাও তাঁহাকে আমারই মত ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে তাঁহার সহিত বিন্তী খেলিতে সম্মত হইল। আমার চিত্তের তখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাঁহার সমীপে আমার বসিয়া থাকা অসম্ভব। আমার যেন বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেই অত্যল্প আলোকেও আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ দেখিতে পাইতেছে। তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন আমার সমস্ত শরীরকে অবসাদগ্রস্ত করিতেছে। সেই দিবাস্বপ্নের স্মৃতি সমস্ত দিন আমাকে নিতান্ত বিচলিত করিয়াছে, এখন যেন তাহা আগত প্রায় বিপদের সূত্রপাত বলিয়া আমার অতিশয় ভয় হইতে লাগিল। আমি যেন সেই স্বপ্ন দৃষ্ট তাবৎ ঘটনাপুঞ্জ এখন সম্মুখে দেখিতে লাগিলাম। লীলা যখন আমার কাছ দিয়া খেলিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল, তখন আমি তাহার হস্তধারণ করিয়া ঈষৎ

পেষণ করিলাম এবং যেন এই সাক্ষাতই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ বোধে তাহার বদন চুম্বন করিলাম। যখন সকলেই সবিস্ময়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, আমি তখন সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া নিম্নে অন্ধকারময় প্রাঙ্গণে পলায়ন করিলাম।

অনেক রাত্রে তাঁহাদের খেলা ভাঙ্গিল ও সকলে নিদ্রার জন্য স্ব স্ব শয্যায় গমন করা আবশ্যক মনে করিলেন। আমি তাহার পূর্ব্বেই কথঞ্চিৎ চিত্তকে প্রশান্ত করিয়া সেই প্রকোষ্ঠে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছিলাম। সহসা তৎকালে বড় সতেজ ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। এই বায়ুর পরিবর্ত্তন আমরা সকলেই বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সকলের আগে চৌধুরী মহাশয় বায়ুর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে মৃদু স্বরে আমাকে বলিলেন,—"শুনুন, কালি একটা গোলমাল ঘটিবে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১৯ শে জ্যৈষ্ঠ।—কল্যকার ঘটনাবলী আমাকে অদ্য অধিকতর দুর্ঘটনার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে সতর্ক করিয়া দিতেছে। এখনও অদ্যকার দিন অতিবাহিত হইয়া যায় নাই। ইহারই মধ্যে দারুণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে।

লীলা এবং আমি দুইজনে মিলিয়া হিসাব করিয়া দেখি-

লাম, মুক্তকেশী কালি বেলা ২৷৷০ টার সময়ে কাঠের ঘরে আসিয়াছিল। এই জন্য স্থির করিলাম লীলা আজি একটু আগেই সেদিকে চলিয়া যাইবে; আমি বাড়ীতে থাকিয়া সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিব ও তাহার অনুপস্থিতি হেতু কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বিহিত উত্তর দিব। তাহার পর, সময় বুঝিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব তাহার অনুসরণ করিব।

কল্য রাত্রে যে ঝড় উঠিয়াছিল তাহা নিষ্ফল গেল না। প্রাতঃকাল হইতে ভারি বৃষ্টি আরম্ভ হইল; কিন্তু বেলা ১২টার সময় আকাশ বেশ খোলসা হইয়া গেল। সেই দারুণ বৃষ্টিতে, প্রাতঃকালে, রাজা একাকী বেড়াইতে বাহির হইলেন। তিনি কোথায় যাইতেছেন, কখন বা ফিরিবেন সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া গেলেন না। চৌধুরী মহাশয় বড় ধীর ভাবে বাড়ীতেই বসিয়া থাকিলেন। কখন বা পুস্তকালয় মধ্যে, কখন বা বাদ্যযন্ত্রের সহায়তায় তিনি সময় কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাবুকতা ও কবিত্ব যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্কন্ধ ত্যাগ করিয়াছে এমন বোধ হইল না। এখনও তিনি নির্ব্বাকভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন ও অল্পেই বিচলিত হইতেছেন।

লীলা যথাসময়ে চলিয়া গেল। আমারও এক সঙ্গে যাইবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে; আর তাছাড়া, মুক্তকেশী যদি দেখে যে, লীলার সঙ্গে আর একজন তাহার অপরিচিত নূতন লোক আসিয়াছে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমাদের উপর তাহার চিরদিনের মত অবিশ্বাস হইয়া যাইবে। কাজেই আমাকে সহিষ্ণুতার

সহিত অপেক্ষা করিতে হইল। কিছুকাল পরে যখন আমি কাঠের ঘরের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম তখনও রাজা ফিরিয়া আইসেন নাই। আমি যাইবার সময় দেখিলাম দুষ্ট কাকাতুয়াটাকে লইয়া চৌধুরী মহাশয় খেলা করিতেছেন। আর রঙ্গমতী দেবী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বামী ও পাখীর রঙ্গ এমনই তন্মাতভাবে দর্শন করিতেছেন, যেন এমন কাণ্ড তিনি জীবনে আর কখন দেখেন নাই। অতি সাবধানে আমি আবাদের মধ্য দিয়া চলিলাম। কেহ আমার অনুসরণ করিতেছে এমন বোধ হইল না। তখন তিন বাজিতে ১৫মিনিট বাকী আছে।

বনের মধ্যে গিয়া আমি খুব বেগে চলিতে লাগিলাম। অর্দ্ধাধিক পথ দৌড়িয়া যাওয়ার পর আমি আবার আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিলাম। কোথায়ও মানুষ দেখিলাম না, কোন মানুষেরও আওয়াজ পাইলাম না। ক্রমে কাঠের ঘরের কাছে পৌঁছিলাম, তখনও কোন শব্দ পাইলাম না। খুব নিকটে উপস্থিত হইলাম। ঘরের ভিতরে কেহ কথা কহিলে সেখান হইতে অবশ্যই শুনিতে পাইতাম। সমান নিস্তব্ধতা। কোথায়ও কোন মনুষ্যের চিহ্ন নাই। আমি কোন দিকে কিছুই দেখিতে ও শুনিতে না পাইয়া শেষে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সেখানেও কেহ নাই তো! প্রথমে মৃদুস্বরে, শেষে উচ্চস্বরে আমি ডাকিতে লাগিলাম,—"লীলা! লীলা!" কেহই দেখা দিল না; কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। আমি ছাড়া সেখানে আর দ্বিতীয় মনুষ্য মূর্ত্তি নাই। আমার বড় ভয় হইল। আমি হৃদয়কে বলবান করিয়া প্রথমে কাঠের ঘরের ভিতর, পরে তাহার সম্মুখস্থ ভূমি, অনুসন্ধান

করিয়া দেখিতে লাগিলাম। ঘরের ভিতরে কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু বাহিরে, বালির উপর, আমি কতকগুলা পায়ের দাগ দেখিতে পাইলাম।

বালির উপর আমি দুই রকম পায়ের দাগ দেখিলাম। পুরুষ মানুষের মত বড় বড় পায়ের দাগ, আর মেয়ে মানুষের মত ছোট ছোট পায়ের দাগ। শেষের দাগের সঙ্গে আমার পায়ের সঙ্গে মিলাইয়া বুঝিলাম, সে দাগ নিশ্চয়ই লীলার পায়ের। কাঠের ঘরের সম্মুখস্থ ভূমি এইরূপ দ্বিবিধ পায়ের দাগে সমাচ্ছন্ন। ঘরের নিকটেই একটা ছোট গর্ত্ত দেখিতে পাইলাম। এ গর্ত্ত যে কেহ ইচ্ছা করিয়া করিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। তাহার পর পায়ের দাগের অনুসরণে যে দিকে যাওয়া যায় আমি সেই দিকে যাইতে সঙ্কল্প করিলাম। সকল স্থানে পদাঙ্ক ভাল করিয়া দেখিতে ও বুঝিতে পারা গেল না। দেখিলাম আবাদের মধ্য দিয়া যে যাতায়াতের পথ আছে সেখান দিয়া পায়ের দাগ দেখা যায় না, দাগ বনের ভিতর দিয়া পথ করিয়া গিয়াছে বোধ হইল। আমিও সেই দিক দিয়া চলিতে লাগিলাম। কোথায়ও বা পায়ের দাগ, কোথায় বা ভাঙ্গা ছোট গাছ, কোথায় বা নতমুখ গুল্ম দেখিয়া আমি পথ স্থির করিয়া চলিলাম। কোথায় যাইতেছি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, তথাপি যাইতে লাগিলাম। একস্থানে একটা গাছের গায়ে একটু ছেঁড়া কাপড় দেখিতে পাইলাম। বিশেষ করিয়া দেখিলাম সে টুকু লীলারই কাপড় ছেঁড়া। যে স্থানে কাপড় ছেঁড়া দেখিলাম সেই স্থান হইতে যেই নিষ্ক্রান্ত হইলাম,

সেই সম্মুখে প্রাসাদ দেখিতে পাইয়া মনে অনেক ভরসা হইল। সাহস হইল, লীলা হয়ত, কোন কারণে, এই নূতন পথ দিয়া বাটী ফিরিয়াছে। আমিও তাড়াতাড়ি বাটীতে ফিরিলাম। প্রথমেই গিন্নী ঝির সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—

"তুমি জান কি, রাণী বাড়ী ফিরিয়াছেন কি?"

গিন্নী ঝি বলিল,—"রাণী মা এখনই রাজার সহিত বাটী ফিরিয়াছেন। কিন্তু মা, আমার বোধ হয়, একটা কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে!"

আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল আমি কাতর ভাবে জিজ্ঞাসিলাম,—"কোন আঘাত লাগে নাই তো?"

"না না, ভগবানের কৃপায় সেরূপ কিছু ঘটে নাই। রাণী মা কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে উঠিয়া গেলেন। আর রাণীর নিজের ঝি গিরিবালাকে রাজা জবাব দিয়া এখনই চলিয়া যাইতে হুকুম দিয়াছেন।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম, —"গিরিবালা এখন কোথায়?"

"আমার ঘরে বসিয়া আছে। আহা তাহার কান্নার আর সীমা নাই! আমি তাহাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া আমার ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছি।"

আমি গিন্নী ঝির ঘরে গিয়া দেখিলাম গিরিবালা তাহার পেট্‌রা লইয়া বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। কেন হঠাৎ তাহার জবাব হইল তাহা সে বলিতে পারিল না। রাজা তাহাকে জবাব দিবার সময় কোন কারণও ব্যক্ত করেন নাই, কোন দোষের কথাও বলেন নাই। রাণীর

সঙ্গে পুনরায় দেখা করিতে, অথবা রাণীর নিকট কাজের জন্য দরবার করিতেও তাহার হুকুম নাই। তাহাকে তখনই চলিয়া যাইতে হইবে, ইহাই রাজার হুকুম। আমি তাহাকে দুই চারিটা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া, রাত্রে সে কোথায় থাকিবে তাহার সন্ধান লইলাম। সে বলিল, গ্রামের মধ্যে এক বৃদ্ধা আছে, এখানকার সকল লোক জনকেই সে খুব যত্ন করে, তাহারই ঘরে তাহাকে রাত্রিটা কাটাইতে হইবে। কালি প্রাতে সে শক্তিপুর যাইয়া সেখানকার আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবে। কলিকাতায় সে যাইবে না, কারণ কলি-কাতায় কাহাকেও সে জানে না। আমার মনে হইল নিশ্চয়ই গিরিবালার দ্বারা আনন্দধামে সংবাদ পাঠাইবার আমাদের বেশ সুযোগ হইবে। আমি তাহাকে বলিলাম, হয় আমার নিকট হইতে, না হয় রাণীর নিকট হইতে সে রাত্রের মধ্যেই সংবাদ পাইবে, আর তাহার হিতার্থে আমাদের যাহা সাধ্য আমরা তাহা করিব। এই বলিয়া আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া উপরে উঠিলাম।

লীলার ঘরের দ্বার সন্নিধানে আসিয়া দেখিলাম তাহা ভিতর দিক হইতে বন্ধ। আমি তাহাতে আঘাত করিলে, সেই কদাকার, অসভ্য, দারুণ হৃদয়হীন ঝিটা—যাহার কুব্যবহারে আমি এখানে আসিয়া প্রথমেই জ্বালাতন হইয়া-ছিলাম—সেই ঝিটা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। দ্বার খুলিয়াই সে চৌকাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইল এবং জিহ্বা বাহির করিতে করিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম,—

"এখানে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? বুঝিতেছ না, আমি ভিতরে যাইতে চাই?"

সে আবার প্রথমে হা করিয়া, পরে জিহ্বা বাহির করিয়া বলিল,—"কিন্তু তোমাকে তো কখনই ভিতরে যাইতে দিব না।"

"কোন্ সাহসে তুই আমার সহিত এমন করিয়া কথা কহিতেছিস্? সরিয়া যা এখনই!"

সে তখন তাহার মোটা মোটা হাত দুখানি দুই দিকে বাহির করিয়া দরজা আট্কাইল এবং বিকট হা করিয়া বলিল,—"মুনিবের হুকুম।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু তাহার সহিত বিবাদে কি ফল? যাহা বলিতে হইবে তাহা তাহার মনিবকেই বলা আবশ্যক। আমি তৎক্ষণাৎ রাজার সন্ধানে নীচে আসিলাম। রাজার শত সহস্র দুর্ব্ব্যবহারেও আমি রাগ করিব না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা এক্ষণে একেবারে ভুলিয়া গেলাম। পুস্তকালয়ে গিয়া রাজা, চৌধুরী মহাশয় ও রঙ্গমতী ঠাকুরাণীকে দেখিতে পাইলাম। রাজার হাতে একটু ছোট কাগজ। আমি নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বে শুনিতে পাইলাম চৌধুরী মহাশয় রাজাকে বলিতেছেন,—"না—হাজারবার না।"

আমি বরাবর রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া এবং তাঁহার মুখে সতেজ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম,—"আমাকে কি বুঝিতে হইবে রাজা, যে আপনার স্ত্রীর ঘর এখন কারাগার এবং আপনার দাসী তাহার কারারক্ষিণী।"

তিনি উত্তর দিলেন,—"হাঁ, ঠিক তাহাই আপনাকে বুঝিতে হইবে। আর সাবধান থাকিবেন, যেন আমার কারারক্ষিণীর দুই কারাগার রক্ষা করিতে না হয়—দেখিবেন আপনার ঘরও যেন করাগার না হইয়া পড়ে।"

অতিশয় ক্রোধের সহিত আমি বলিলাম,—"আর, আপনার স্ত্রীর প্রতি এই দুর্ব্যবহার এবং আমার প্রতি এই শাসনের কি ফল ফলে আপনি তাহার জন্য সাবধান থাকিবেন। এ দেশে আইন আছে, আদালত আছে। লীলার মাথার এক গাছি চুলেও যদি আপনি আঘাত করেন, তাহা হইলে আপনার কি দশা ঘটাইব তাহা তখন জানিতে পারিবেন।"

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া তিনি চৌধুরী মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—

"কি বলিতেছিলাম? তুমি এখনই কি বলিলে?"

চৌধুরী মহাশয় উত্তর দিলেন,—"যা আগে বলিতেছিলাম—না।"

চৌধুরী মহাশয় প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার চাহিলেন। আমার এমন উত্তেজিত অবস্থাতেও সে দৃষ্টি অসহ্য হইল। তিনি তাহার পর উদ্দেশ্যপূর্ণ নয়নে তাঁহার পত্নীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রঙ্গমতী ঠাকুরাণী তখনই আমার পাশে সরিয়া আসিলেন এবং সেইরূপে দাঁড়াইয়া, আর কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"কৃপা করিয়া এক মুহূর্ত্ত আমার কথায় মনোযোগ করুন। আপনার বাটীতে এত দিন অবস্থান করিতেছি

এজন্য রাজা, আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ। কিন্তু আর আমার এখানে থাকা ঘটিতেছে না। আপনার পত্নী এবং মনোরমার প্রতি অদ্য আপনি যেরূপ মন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যে বাটীতে স্ত্রীলোকের প্রতি তাদৃশ কুব্যবহার করা হয়, সেখানে আমি কখনই থাকিব না।”

রাজা এক পদ পিছাইয়া গিয়া নীরবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। চৌধুরাণীর এই উক্তি যে তাঁহার স্বামীর অনুমোদিত তাহা রাজাও বুঝেন আমিও বুঝি। যাহা হউক, তাঁহার সতেজ উক্তি শুনিয়া রাজা যেন কিয়ৎকাল বিস্ময়ে পাষাণবৎ স্থির হইয়া রহিলেন। চৌধুরী মহাশয় অতিশয় প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে আপনার স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাহার পর স্বীয় পত্নীর দিকে একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—

“রঙ্গমতি, তুমি ধন্য! আমি তোমার সাহায্যার্থে সকলই করিব। আর মনোরমা দেবী যদি কৃপা করিয়া আমার সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে, তাঁহার হিতার্থে আমার যাহা সাধ্য আমি তাহা সম্পন্ন করিতে সম্মত আছি।”

এই বলিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর হাত ধরিয়া দ্বারাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তখন রাজা নিতান্ত বিরক্ত ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—“তোমাদের রকমটা কি? তোমাদের মতলব কি?”

সেই দুর্জ্জেয় বাঙ্গাল তখন উত্তর দিলেন,—“অন্যান্য সময়ে আমি যাহা বলি, তাহাই আমার মতলব। এক্ষণে

যাহা আমার স্ত্রী বলিতেছেন, তাহাই আমার মতলব জানিবে। আমরা আজি আমাদের পদের পরিবর্ত্তন করিয়াছি। আজি আমার স্ত্রীর যাহা মত, আমারও তাহাই মত।"

রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে রাজা হাতের সেই ছোট কাগজটুকু ছিড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বেগে গিয়া চৌধুরী দম্পতীকে ছাড়াইয়া দ্বার সন্নিধানে দাঁড়াইলেন। গোঁ গোঁ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"যাহা তোমাদের ইচ্ছা হয় তাহাই কর। দেখিও তাহাতে কি ফল দাঁড়াইবে।" এই বলিয়া তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চৌধুরাণী ঠাকুরাণী কৌতুহলের সহিত স্বামীর প্রতি চাহিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসিলেন—"রাজা হঠাৎ চলিয়া গেলেন—ইহার মানে কি?"

চৌধুরী বলিলেন,—"ইহার মানে, তুমি ও আমি দুই-জনে মিলিয়া আজি সমস্ত বাঙ্গলার মধ্যে একজন অতি দুরন্ত লোকের চৈতন্য জন্মাইয়া দিলাম! মনোরমা দেবী ও রাণী মাতা আজি ভয়ানক অপমানের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। মনোরমা দেবি, অতি উপযুক্ত সময়ে আপনি যথেষ্ট সৎসাহস ও তেজস্বিতা প্রকাশ করিয়া-ছেন বলিয়া আমি আপনার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরাণী যেন ঠাকুরটীর ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিলেন,—"আন্তরিক প্রশংসা।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির ন্যায় ঠাকুরটীও বলিলেন,—"আন্তরিক প্রশংসা।"

আমার রাগের প্রাবল্য এখন কমিয়া গিয়াছে। লীলার সহিত এখন দেখা করিবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল। কাঠের ঘরে কি হইয়াছিল, কেনই বা এ কাণ্ড ঘটিল তাহা জানিবার জন্য আমি এখন অস্থির। চৌধুরী দম্পতীর সহিত দুইটা শিষ্টাচার করা আবশ্যক হইলেও অমি তাহা পারিয়া উঠিলাম না। চৌধুরী মহাশয়, বোধ হয়, আমার হৃদয়ের ভাব অনুমান করিতে পারিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। সেই সময়ে রাজা ধপ্ ধপ্ শব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন শুনিতে পাইলাম; তাহার পর দুই বন্ধুতে ফুস্ ফুস্ করিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন তাহাও বুঝিতে পারিলাম। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী সেই সময়ে আমাকে নানারূপ মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইবার পুর্ব্বে চৌধুরী মহাশয় আবার ঘরের ভিতর উঁকি দিয়া বলিলেন,—

"মনোরমা দেবি, আমি সন্তোষের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে রাণী মাতা আবার আপনার বাটীতে আপনি কর্ত্রী হইয়াছেন। আমি মনে করিলাম, যে এ সংবাদ আপনি রাজার মুখের অপেক্ষা আমার মুখে শুনিলে অধিক সন্তুষ্ট হইবেন, এ জন্য আমিই ইহা বলিতে আসিলাম।"

আমি তাড়াতাড়ি লীলার সহিত সাক্ষাতের আশয়ে •• বত হইলাম। দেখিলাম রাজা বারান্দায় দাঁড়াইয়া ড ছেন। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুনিতে পাইলাম, রাজা চৌধুরী মহাশয়কে বলিতেছেন,—"ওখানে দাঁড়াইয়া কি

করিতেছ? এদিকে এস, আমি তোমাকে একটা কথা বলিতে চাহি।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আর আমি একটু আপন মনে ভাবিতে চাহি। থাকনা এখন; পরে হইবে।"

আর কেহ কোন কথা বলিলেন না। আমি বেগে গিয়া লীলার ঘরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম লীলা টেবিলের উপর হাত ছড়াইয়া এবং মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই সে আনন্দের ধ্বনি করিয়া লাফাইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসিল,—"তুমি এখানে আসিলে কি রূপে? কে তোমাকে আসিতে দিল? রাজা কখনই অনুমতি দেন নাই?"

লীলার বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য উদ্বেগের আতিশয্যে আমি তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কেবলই তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। লীলাও নীচে কি কি ঘটিয়াছে জানিবার নিমিত্ত অতিমাত্র আগ্রহে বার বার কে আমাকে আসিতে দিল তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তখন কাজেই আমাকে বলিতে হইল,—

"চৌধুরী মহাশয়। এ বাটীতে তাঁহার তুল্য ক্ষমতা আর — ?"

লীলা মহা বিরক্তি হেতু মুখ বিকৃত করিয়া আমার কথা শেষ হইবার পুর্ব্বেই বলিল,—"দিদি, তাঁহার কথা আর বলিও না। চৌধুরীর ন্যায় জঘন্য নীচ লোক আর জগতে নাই। চৌধুরী অতি ঘৃণিত গুপ্তচর—"

তাহার কথা শেষ হইবার পুর্ব্বেই দ্বারে মৃদু শব্দ

হইল। তখনই দ্বার খুলিয়া গেল। দেখিলাম চৌধুরাণী ঠাকুরাণী আমার টাকা পয়সা রাখিবার ছোট থলিয়াটি হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন,—"আপনি এটা নীচে ফেলিয়া আসিয়া ছিলেন। ভাবিলাম এটা আপনাকে দিয়া আসি।"

তাঁহার স্বভাবতঃ পাণ্ডু বর্ণ এতই পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে যে আমি দেখিয়া চমকিত হইলাম। আর দেখিলাম থলিয়াটি আমার হস্তে দিবার সময় তাঁহার হাত কাঁপিতেছে; আর তাঁহার চক্ষু বাঘিনীর মত আমার মুখ ছাড়িয়া লীলার দিকে ফিরিল। সর্ব্বনাশ হইয়াছে আর কি! এ সব লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার পূর্ব্বে তিনি চৌধুরী মহাশয় সম্বন্ধীয় লীলার সমস্ত কথাই শুনিয়াছেন।

তিনি চলিয়া গেলে আমি দরজা বন্ধ করিয়া লীলাকে বলিলাম,—"চৌধুরী মহাশয়কে এই সকল কথা বলিয়া সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছ।"

"আমি যাহা জানি তাহা যদি, দিদি, তুমিও জানিতে তাহা হইলে তুমিও ঐ সকল কথা বলিতে। মুক্তকেশী ঠিক বলিয়াছিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি কালি সেখানে লুকাইয়া ছিল এবং সেই তৃতীয় ব্যক্তি—"

"তুমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছ কি চৌধুরী?"

"তাহার আর সন্দেহ নাই। সেইই রাজার গুপ্তচর, সেইই রাজার ভগ্নদূত, তাহারই কথায় রাজা প্রাতঃকাল হইতে মুক্তকেশী ও আমার অপেক্ষায় সেখানে লুকাইয়া ছিলেন।"

"মুক্তকেশী কি ধরা পড়িয়াছে? তুমি কি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলে?"

"না। সে সেদিকে না আসিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল। আমি যখন সেখানে গেলেম তখন সেখানে কেহ ছিল না।"

"তার পর?"

"তার পর আমি ভিতরে গিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলাম। অল্পক্ষণেই বড় অস্থির হইয়া পড়িলাম। তখন একটু নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার জন্য বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিবার সময় কাঠের ঘরের সম্মুখে বালির উপর কয়েকটা দাগ দেখিতে পাইলাম। ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম, বালির উপর বড় বড় করিয়া 'দেখ' এই কথা লেখা রহিয়াছে।"

"তার পর তুমি সেখানকার বালি সরাইয়া গর্ত্ত করিয়া ফেলিলে?"

"তুমি জানিলে কিরূপে দিদি?"

"আমি তোমার পরেই যখন সেখানে গিয়াছিলাম তখন তাহা দেখিয়াছি। তার পর?"

"আমি বালি খুঁড়িয়া এক টুকরা কাগজ পাইলাম। সেই কাগজ টুকু হাতের লেখায় পুর্ণ এবং সেই লেখার নীচে 'মু' লেখা।"

"কই সে কাগজ দেখি?"

"রাজা তাহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন।"

"কি তাহাতে লেখা ছিল মনে পড়ে কি? আচ্ছা, কথা-গুলা মনে করিয়া বলিতে পার কি?"

"ভাবটা বলিতে পারি। খুব অল্প লেখা। তুমি হইলে তাহার সব কথা মনে করিয়া রাখিতে পারিতে।"

"আচ্ছা, অন্য কথার আগে, তাহার ভাবটা যতদূর পার বল দেখি।"

লীলা যাহা বলিল আমি এ স্থলে ঠিক তাহা লিখিয়া রাখিতেছি ;—

"কালি যখন তোমার কাছে আসিয়াছিলাম, তখন এক মোটা লম্বা বুড়ামানুষ আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমাকে দৌড়িয়া বাঁচিতে হইয়াছিল। সে লোকটা ভাল দৌড়িতে পারে না বলিয়া আমাকে ধরিতে পারে নাই। আজি আর সে সময়ে আসিতে আমার ভরসা হইতেছে না। তোমাকে এই সকল কথা জানাইবার জন্য অতি প্রত্যুষে সব বৃত্তান্ত কাগজে লিখিয়া বালির মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। আবার যখন আমরা তোমার জঘন্য স্বামীর গোপনীয় বৃত্তান্তের কথা কহিব তখন সে কথা খুব গোপনে কহিতে হইবে। তেমন সুযোগ না হইলে সে কথা আর হইবে না। ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আবার শীঘ্রই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।—মু।"

"মোটা লম্বা বুড়া মানুষ" শুনিয়া কে সে গুপ্তচর তাহা বুঝিতে আর কোনই সন্দেহ থাকিল না। আমি কালি চৌধুরী মহাশয়ের সাক্ষাতে, লীলা কাঠের ঘরে চিক খুঁজিতে গিয়াছে, একথা বলিয়াছিলাম। এখন বোধ হইতেছে দলিলে আপাততঃ নাম সহি করিতে হইবে না, এই কথা বলিয়া

লীলাকে নিশ্চিন্ত ও আপ্যায়িত করিয়া বাহবা লইবার জন্য তিনিও হয়ত কাঠের ঘরে গিয়াছিলেন। কাঠের ঘরের নিকটে যাওয়ার পরই হয়ত মুক্তকেশী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পলায়ন করে। তাহাকে এরূপ সন্দেহজনক ভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া তিনি হয়ত তাহার অনুসরণ করেন। বোধ হয় তাহাদের কথাবার্ত্তার কিছুই তিনি শুনিতে পান নাই। আমি লীলাকে আবার জিজ্ঞাসিলাম,—

"সে যাহা হউক, চিঠি তোমার হাতছাড়া হইল কি প্রকারে? বালির মধ্যে চিঠি পাওয়ার পর তুমি কি করিলে?"

সে উত্তর দিল,—"একবার তাহা পাঠ করার পর কাঠের ঘরের মধ্যে বসিয়া আবার তাহা পড়িতে লাগিলাম। যখন আমি তাহা পড়িতেছি তখন তাহার উপর একটা ছায়া পড়িল। আমি ফিরিয়া দেখিলাম ঘরের দরজার নিকট দাঁড়াইয়া রাজা আমার প্রতি চাহিয়া আছেন।"

"তুমি চিঠি খানি লুকাইবার চেষ্টা করিলে না?"

"করিলাম বই কি? কিন্তু রাজা আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—'উহা লুকাইবার জন্য তোমার আর কষ্ট করিতে হইবে না। আমি উহা পড়িয়াছি।' আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না—কেবল কাতর ভাবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন,—'বুঝিলে, আমি উহা পড়িয়াছি। দুই ঘণ্টা আগে আমি উহা বালি হইতে তুলিয়া পড়িয়াছি। তাহার পর আবার বালির মধ্যে পুঁতিয়া, তোমার হাতে পড়িবে বলিয়া, বালির উপরে যাহা

লেখা ছিল তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছি। আর মিছা কথা বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই। মুক্তকেশীর সঙ্গে কালি তোমার গোপনে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহাকে এখনও আমি ধরিতে পারি নাই, কিন্তু তোমাকে ধরিয়াছি। আমাকে চিঠি খানি দেও।' তখন আর উপায় কি?—আমি চিঠি খানি তাঁহাকে দিলাম।"

"চিঠি দেওয়ার পর তিনি কি বলিলেন?"

"কোন কথা না বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া ঘরের বাহিরে আনিলেন। তাহার পর কোন দিকে কেহ আছে কি না, কেহ আমাদের দেখিতে বা আমাদের কথা শুনিতে পায় কি না, তদারক করিয়া অতি জোরে আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন,—'কালি মুক্তকেশী তোমাকে কি বলিয়াছে বল।—গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কথা বলিতে হইবে।"

"তুমি বলিলে?"

"আমি একা দিদি, আর তাঁহার হাতের চাপে আমার হাত যেন কাটিয়া যাইতেছে—আমি করিব কি?"

"তোমার হাতে সে দাগ আছে? আমাকে দেখাও।"

"কেন দিদি, তাহা দেখিতে চাহিতেছ?"

"তোমার সেই আঘাত-চিহ্ন দেখিলে, এই অত্যাচারের বিহিত প্রতিকারার্থে আমার আর শক্তি ও তেজের অভাব হইবে না। সেই চিহ্নই তাঁহাকে দমন করিবার যন্ত্র হইবে। দেখাও আমাকে—হয়ত একথা আমাকে ভবিষ্যতে হলপ করিয়া বলিতে হইবে।"

"না দিদি, সে জন্য অত কাতর হইও না। আমার তো এখন আর বেদনা নাই।"

"আমাকে তাহা দেখাও।"

লীলা সেই সকল আঘাতের দাগ দেখাইল। আমার তখন শোক নাই, ক্রন্দন নাই, কাতরতা নাই। আমার অন্তরের যে তীব্র জ্বালা—বাক্যে তাহা ব্যক্ত হইবার নহে। সরলস্বভাব নিষ্পাপহৃদয় লীলা ভাবিতেছে দুঃখেই বুঝি আমার এমন ভাবান্তর হইয়াছে। ধিক্ দুঃখে! ইহার পরেও আবার দুঃখ!

লীলা কাতরভাবে বলিল,—"এজন্য এত দুঃখ করিও না দিদি! আমার আর এখন কোন বেদনা নাই।"

"তোমারই অনুরোধে আমি এজন্য আর দুঃখ করিব না। আচ্ছা, তার পর মুক্তকেশীর কথাবার্ত্তা আমাকে যেমন যেমন বলিলে তাঁহাকেও তেমনই সব বলিলে?"

"হাঁ সব। তিনি জেদ্ করিতে লাগিলেন। আমি একা, কিছুই লুকাইতে পারিলাম না।"

"তোমার কথা শুনিয়া তিনি কিছু বলিলেন কি?"

"তিনি আমার প্রতি চাহিয়া তীব্র পরিহাসের সহিত হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,—'তোমার নিকট হইতে সব কথা শুনিতে চাই। শুনিতেছ কি? সব কথা।' আমি শপথ করিয়া বলিলাম,—'যাহা আমি জানিতাম সমস্তই বলিয়াছি।' তিনি বলিলেন,—'না—আরও কথা তুমি জান। বলিবে না তুমি? তোমাকে বলিতেই হইবে। এখানে তোমার নিকট তাহা আদায় করিতে পারিতেছি না, বাড়ী গিয়া তোমার

নিকট সব কথা আদায় করিয়া তবে ছাড়িব।' আর কোন কথা না বলিয়া; তোমার সহিত বা কাহারও সহিত দেখা হইবার সম্ভাবনা শূন্য এক নূতন পথ দিয়া তিনি আমাকে টানিয়া আনিতে লাগিলেন। বাড়ীর নিকটস্থ হইয়া তিনি আবার বলিলেন,—'দেখ, এখনও দেখ। যদি ভাল চাও তবে এখনও সব কথা বল।' আমি আগেও যাহা বলিয়াছিলাম এখনও তাহাই বলিলাম। তিনি আমাকে একগুঁয়েমির জন্য গালি দিতে দিতে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। বলিলেন,—'তুমি আমাকে ঠকাইতে পারিবে না। তুমি নিশ্চয়ই আরও কথা জান। আমি সব কথা তোমার নিকট এবং তোমার ভগ্নীর নিকট শুনিয়া তবে ছাড়িব। তোমাদের দুই ভগ্নীর কু-মতলব, ফুসফুসানি সকলই আমি বন্ধ করিয়া দিব। যত দিন তুমি সত্য কথা না বলিবে ততদিন তাহার সহিত আর তোমার দেখা হইবে না। যত দিন সত্য কথা ব্যক্ত না করিবে ততদিন নিয়ত তোমার উপর পাহারা থাকিবে।' আমার কোন কথা তিনি কাণেও ঠাঁই দিলেন না। বরাবর তিনি আমাকে আমার ঘরে লইয়া আসিলেন। গিরিবালা সেখানে বসিয়া কি কাজ করিতেছিল। তিনি তাহাকে তখনই চলিয়া যাইতে হুকুম দিলেন। বলিলেন,—'এই চক্রান্তের মধ্যে তুইও যাহাতে না থাকিস্ আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। তোর আজিই এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। যদি তোর মুনিবনীর কোন আলাহিদা ঝির দরকার হয়, আমি তাহা ঠিক করিয়া দিব।' তাহার পর আমাকে ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া তিনি তাহার

দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ঐ ভয়ানক ঝিটাকে আনিয়া পাহারা দিতে বসাইয়া দিলেন। বলিব কি তোমাকে দিদি, তাঁহাকে ঠিক পাগলের মত দেখাইতে লাগিল। তুমি হয়ত তাহা বুঝিতে পারিতেছ না।"

"লীলা, আমি সব বুঝিতে পারিতেছি। পাপাসক্ত মনের স্বাভাবিক আশঙ্কায় তিনি বস্তুতই পাগল হইয়াছেন। তুমি যত কথা বলিতেছ ততই আমার দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে, মুক্তকেশীর যদি আরও কিয়ৎকাল তোমার নিকট থাকা ঘটিত, তাহা হইলে এমন কথা সে ব্যক্ত করিত যে তাহাতে তোমার দুরাত্মা স্বামীর সর্ব্বনাশ হইত। তিনি মনে করিতেছেন, সে কথা তুমি জানিতে পারিয়াছ। যাহাই বল বা যাহাই কর, তাঁহার পাপজনিত অবিশ্বাস কিছুতেই বিদূরিত হইবে না এবং তাঁহার মিথ্যাসক্ত প্রকৃতি তোমার সত্য কথা কদাপি বিশ্বাস করিবে না। সে কথা যাউক। এক্ষণে আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা আবশ্যক। চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টাতেই আজি তোমার কাছে আমি আসিতে পাইয়াছি; কে জানে কালি যদি তিনি এরূপ চেষ্টা আর না করেন। গিরিবালাকে রাজা জবাব দিয়াছেন; কারণ সে বড় চালাক চতুর এবং তোমার খুব অনুগত। যাহাকে তিনি তাহার কাজে বসাইয়াছেন, তোমার মঙ্গলামঙ্গলের সে ধারও ধারে না এবং সে এমনই নির্ব্বোধ যে তাহাকে জানোয়ার বলিলেও হয়। আমরা যদি শীঘ্র সাবধান হইয়া বিহিত ব্যবস্থা না করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি যে আরও কত কঠিন উপায় অবলম্বন করিবেন তাহা কে বলিতে পারে।"

"কিন্তু দিদি, আমরা কি করিতে পারি? হায়! যদি আর কখন আসিতে না হয় এমনই করিয়া এ বাড়ী একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারা যাইত!"

"আমার কথা শুন দিদি—ভাবিয়া দেখ, যতক্ষণ আমি তোমার কাছে আছি ততক্ষণ তুমি সম্পূর্ণ নিঃসহায় নও।"

"তাহা আমি জানি এবং ভাবি। দিদি, কেবল আমার ভাবনায় গিরিবালার ভাবনা তুমি ভুলিও না; তাহার একটা উপায় করিয়া দেও।"

"আমি তাহার কথা ভুলি নাই। তোমার কাছে আসিবার আগে আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছি, আর আজ রাত্রেও তাহার কাছে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। এখানকার ডাকের থলিয়ায় চিঠি নিরাপদ নহে। আজি তোমার জন্য দুই খানি পত্র লিখিব, তাহা গিরিবালার হাত দিয়াই যাইবে।"

"কি চিঠি?"

"করালী বাবু যে কোন বিষয়ে, আবশ্যক হইলে, আমাদের সাহায্য করিবার আশ্বাস দিয়াছেন। তাই তাঁহাকে এক পত্র লিখিব। আইন কানুনের আমি কিছু জানি না বটে, কিন্তু ইহা আমার বিশ্বাস ঐ পাষণ্ড আজি তোমার উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, আইনের বলে স্ত্রীলোক সেরূপ অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে। মুক্তকেশী-সংক্রান্ত কোন বিশেষ কথা আমি লিখিব না; কারণ সে সম্বন্ধে বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু আজি রাত্রে নিদ্রা যাইবার পুর্ব্বে তোমার গায়ে যে সকল

আঘাত লাগিয়াছে এবং তোমার উপর এই প্রকোষ্ঠে যে অত্যাচার করা হইয়াছে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত উকীলকে না জানাইয়া আমি ছাড়িব না?”

“কিন্তু ভাবিয়া দেখ, দিদি, আইনের আশ্রয় লইতে গেলে বড় গোল হইবে না কি?”

“গোল হইবে, কিন্তু সে গোলে রাজারই ভীত হইবার কথা, আমাদের কি? আর কিছুতে না হউক, এই গোলের ভয়েই তাঁহাকে আমাদের সহিত মিট্‌মাট করিয়া ফেলিতে হইবে।”

আমি উঠিলাম। কিন্তু লীলা ছাড়িতে চাহে না, কাজেই আবার বসিতে হইল।

লীলা বলিল,—“এ প্রকারে তুমি হয়ত তাঁহাকে মরিয়া করিয়া তুলিবে; তাহাতে আমাদের কষ্ট হয়ত দশগুণ বাড়িয়া যাইবে।”

কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু লীলা ভীত হইবে বলিয়া আমি তাহার কাছে তাহা স্বীকার করিলাম না। সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল মাত্র—কোন তর্ক করিল না। দ্বিতীয় পত্র কাহাকে লিখিতেছি, এ কথা সে জিজ্ঞাসা করিলে আমি উত্তর দিলাম,—

“রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট। তিনি তোমার অতি নিকট আত্মীয় এবং তিনিই তোমার পিতৃকুলের মস্তক। তাঁহাকে অবশ্যই এ বিষয়ের মধ্যে মাথা দিতে হইবে।”

লীলা দুঃখিত ভাবে মস্তকান্দোলন করিল। আমি বলিলাম “সত্য বটে তোমার কাকা নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত, স্বার্থপর

ও মন্দ লোক; কিন্তু তিনি রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়ও নহেন এবং তাঁহার জগদীশনাথ চৌধুরীর মত কোন বন্ধুও নাই। আমার প্রতি বা তোমার প্রতি তাঁহার মমতা বা স্নেহের জন্য কোন অনুগ্রহের প্রত্যাশা আমি করি না। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কেমন করিয়া কাজ আদায় করিতে হয় তাহা আমি জানি। আমি তাঁহাকে বলিব, এই সময়ে মনোযোগী ও সাবধান না হইলে, পরে তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, অনেক ভোগ ভুগিতে হইবে এবং অনেক দায় তাঁহার ঘাড়ে পড়িবে। এ কথা তাঁহাকে যদি আমি বুঝাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে তিনি যেরূপ আলস্যপ্রিয়, শান্তিপ্রিয় ও স্বার্থপর, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে ইচ্ছা-মত কাজ পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইবে না বোধ হয়।"

"আর কিছু হউক না হউক, যদি কিছু দিনের জন্য আমার আনন্দধামে থাকায় তাঁহার মত করিতে পার, আর যদি দিদি সেখানে কয়দিন তোমার সহিত আবার নিরুদ্বেগে থাকিতে পাই তাহা হইলে আমি বিবাহের পূর্ব্বে যেমন সুখী ছিলাম, আবার প্রায় তেমনই সুখী হই।"

এই কয়টী কথায় আমার চিত্তকে অন্য পথে লইয়া চলিল। রাজা হয় আইনের চক্রে পড়িয়া মহা গোলে হাবুডুবু খাউন, না হয় স্ত্রীকে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী যাওয়ার ওজরে তফাৎ হইতে দেন। শেষ প্রস্তাবে রাজা সহজে সম্মত হইবেন কি? বড় সন্দেহ। যাই হউক, চেষ্টা করিয়া দেখা তো যাউক্। লীলাকে বলিলাম,—

"তুমি এখনই যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তাহা তোমার

কাকাকে জানাইব এবং এ সম্বন্ধে উকীলের মত কি তাহাও জিজ্ঞাসা করিব। আশা করি এ উপায়ে ভালই হইবে।"

আমি আবার উঠিলাম। লীলা আবার আমাকে বসাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—"মনের এরূপ অবস্থায় আমাকে ছাড়িয়া যাইও না দিদি। এখানেও তো লিখিবার সরঞ্জাম রহিয়াছে। যাহা লিখিতে হয় এখানে বসিয়াই লেখ।"

তাহার নিজের কাজের জন্যও তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার বড়ই কষ্ট হইল। কিন্তু আমরা অনেকক্ষণ একত্রে রহিয়াছি। আমাদের পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ হওয়া না হওয়া, আমাদের নূতন সন্দেহ উৎপাদন করা না করার উপর নির্ভর করিতেছে। নীচে যে দুরাচারেরা বসিয়া এখন আমাদের কথাই কহিতেছে এবং আমাদেরই ভাবনা ভাবিতেছে তাহাদের নিকট এক্ষণে নির্লিপ্ত ও অকাতর ভাবে আমার দেখা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমি এ কথা লীলাকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলাম,—

"এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরিব দিদি। যতদূর হইবার তাহা আজি হইয়া গিয়াছে। এখন আর কোন ভয় নাই।"

"আমি কেন ভিতর দিক হইতে দরজা বন্ধ করিয়া থাকি না দিদি?"

"বেশ তো, তাই কর। আমি আবার ফিরিয়া আসিয়া না ডাকিলে কাহাকেও দরজা খুলিয়া দিও না।"

আমি বাহিরে আসিলে লীলা দরজা বন্ধ করিল।

...RAJ... LIBRARY
23 DEC 1980
COOCH BEHAR.

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১৯ শে জ্যৈষ্ঠ।—খানিকটা দূর চলিয়া আসার পর, লীলার দরজা বন্ধ করার কথা মনে পড়ায়, আমারও আপনার ঘরের দরজায় চাবি দিয়া সেই চাবিটা সঙ্গে লইয়া আসিতে ইচ্ছা হইল। আমার দিনলিপি দেরাজের মধ্যেই চাবি দেওয়া ছিল, কেবল লিখিবার সাজ সরঞ্জামগুলা বাহিরে পড়িয়াছিল। ব্লটিং কাগজগুলা বাহিরে ছিল; কালি রাত্রে দিনলিপিতে যাহা লিখিয়াছি, তাহার শেষ কয়েক ছত্রের উল্টা ছাপ একখানা ব্লটিং কাগজে লাগিয়াছিল। আজি কালি সন্দেহটা আমার এতই প্রবল হইয়াছে যে, এই সকল সামান্য সামগ্রীও অসাবধানভাবে রাখিতে আমার আর মন সরিল না। এখন ঘরে আসিয়া দেখিলাম—যতক্ষণ আমি লীলার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, তাহার মধ্যে কেহ আমার ঘরে আসিয়াছিল এমন বোধ হইল না। লিখিবার জিনিষ পত্র টেবিলের উপর যেরূপভাবে ছড়ান থাকে, প্রায় তেমনই রহিয়াছে দেখিলাম। কেবল একটা বিশেষ দেখিলাম, আমার মোহরটা কলমদানের উপরে রহিয়াছে। কিন্তু আমি, হাজার অসাবধান হইলেও, কখন তাহা সেখানে রাখি না। যাহাই হউক, আজি সমস্ত দিন নানা কারণে এতই উদ্বিগ্ন আছি, যে আবার এই তুচ্ছ বিষয় মনে করিয়া সে উদ্বেগের ভার

আর বাড়াইতে ইচ্ছা হইল না। দরজা বন্ধ করিয়া এবং চাবিটা আপনার সঙ্গে লইয়া নীচে আসিলাম।

নীচে বড় ঘরে রঙ্গমতী ঠাকুরাণী দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—"এখনও পড়িতেছে—বোধ হয় আজি আরও বৃষ্টি পড়িবে।"

দেখিলাম তাঁহার মুখ চখের স্বাভাবিক ভাব ও বর্ণ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে বটে ; কিন্তু তিনি যে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছেন এমন বোধ হইল না।

তখন যে লীলা আমার নিকট চৌধুরী মহাশয়কে জঘন্য 'গুপ্তচর' বলিয়াছিল সে কথা নিশ্চয়ই চৌধুরাণী ঠাকুরাণী গোপনে শুনিয়াছিলেন। আচ্ছা, সে কথা কি তিনি তাঁহার স্বামীকে বলিয়া দিয়াছেন ? নিশ্চয়ই বলিয়া দিয়াছেন। লীলা না থাকিলে তিনি, লীলার পিতার কৃত উইল অনুসারে, লক্ষ মুদ্রার উত্তরাধিকারিণী হইবেন। ইহাই তাঁহার চক্ষে লীলার অমার্জ্জনীয় অপরাধরূপে পরিগণিত ; তাহার উপর আবার লীলার দুর্ব্বাক্য ! এ সকল কথা আমার আজি মনে পড়িল এবং তিনি যে একজন লীলার প্রবল শত্রু তাহাও আমার মনে হইল। এমন স্থলে তিনি যে লীলার কটূক্তি তাঁহার স্বামীকে বলিয়া দেন নাই, ইহা অসম্ভব। অন্তরে যাহাই হউক, অন্ততঃ বাহ্য সদ্ভাব যতদূর সম্ভব বজায় রাখিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক বোধে, আমি নিতান্ত বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিলাম,—

"একটা অতিশয় কষ্টকর প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া তাহাতে কর্ণপাত করিবেন কি ?"

অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, বিনা বাক্যে, গম্ভীর-ভাবে মস্তক আন্দোলন করিয়া, তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

আমি বলিতে লাগিলাম,—"যখন আপনি কৃপা করিয়া আমার মুদ্রাধার লইয়া গিয়াছিলেন, আমার আশঙ্কা হইতেছে, তখন আপনি লীলার মুখ হইতে এমন দুই একটা কথা শুনিয়াছিলেন, যাহা পুনরাবৃত্তির সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং সম্পূর্ণ প্রতিবাদার্হ। আমি ভরসা করিতেছি, নিতান্ত তুচ্ছ বোধে, আপনি সে সকল কথা আপনার স্বামীর নিকট ব্যক্ত করেন নাই।"

তীব্র স্বরে তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি তাহা অতিশয় তুচ্ছ বলিয়াই মনে করিয়াছি। কিন্তু অতি তুচ্ছ বিষয়ও আমি আমার স্বামীর নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন করিতে জানি না। যখন তিনি আমার বদনের কাতর ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখনই আমাকে সকল কথা ব্যক্ত করিতে হইয়াছে।"

একথা আমি জানিতাম, তথাপি তাঁহার মুখে কথাটা শুনিয়া বড় ভয় হইল। আবার বলিলাম,—"আমি কাতর ভাবে আপনাকে এবং চৌধুরী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি, যে আমায় ভগ্নী অধুনা যেরূপ মানসিক ক্লেশ সহ্য করিতেছে তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। সে যখন এ কথা বলিয়াছে তখন বিজাতীয় অপমান ও নিদারুণ মনস্তাপে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল। সদসৎ বিবেচনা-শক্তি তাহার তখন ছিল না। আমি ভরসা করিতেছি, এই সকল

বিচার করিয়া, আপনারা উদারতা সহকারে তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।”

আমার পশ্চাদ্দিক হইতে স্থির গম্ভীর শব্দে চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—“নিশ্চয়ই।” তিনি ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার পশ্চাতে আসিয়া সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—“রাণী মা ঐ সকল কথা দ্বারা আমার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন তাহার জন্য আমি দুঃখিত হইলেও, তাহা আমি সম্পূর্ণ রূপে ক্ষমা করিতেছি। মনোরমা দেবি, এই মুহূর্ত্ত হইতেই ও প্রসঙ্গ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া যাউক; আর কদাপি উহার উল্লেখও না হয়!”

আমি বলিলাম,—“আপনি কৃপা করিয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠা”—আর কথা আমি বলিতে পারিলাম না। চৌধুরী মহাশয় তখন সর্ব্বভাবপ্রচ্ছন্নকারী, সর্ব্বনাশ-সাধক ঈষৎ হাস্যের সহিত এমনই প্রশান্ত মুখে আমার প্রতি চাহিলেন যে, আমি কি বলিতেছিলাম তাহা ভুলিয়া গেলেম। তাঁহার অপরিমেয় কপটতার জন্য তাঁহার প্রতি আমার ঘোর অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহার উপর আবার তাঁহার এবং তাঁহার পত্নীর মনস্তুষ্টির চেষ্টা করায়, আমার আপনাকে আপনি এতই হীন ও ইতর বোধ হইল যে, আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলাম এবং আর কোন কথা কহিতে পারিয়া তথায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—“মনোরমা দেবি, আমি করযোড়ে বলিতেছি, এ সম্বন্ধে আপনি আর কোন কথা বলি-

বেন না। এই তুচ্ছ বিষয় উপলক্ষ করিয়া আপনি এত কথা বলিতেছেন বলিয়া আমি নিতান্ত লজ্জিত ও কাতর হইতেছি।" এই বলিয়া তিনি উভয় হস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহার এরূপ করিবার অভিপ্রায় কি তাহা ভগবানই বলিতে পারেন। ফলতঃ, যাহা মনে করিয়াই হউক এবং যে ভাবেই হউক, তিনি আমার হাত ধরিবামাত্র তাঁহার স্ত্রীর হৃদয় দারুণ ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল এবং তাঁহার পাণ্ডু মুখও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তখন সতেজে বলিয়া উঠিলেন,—

"চৌধুরী! তোমার ওসব বাঙ্গালে শিষ্টাচার এদেশের মেয়ে মানুষে পছন্দ করে না।"

অমনই চৌধুরী মহাশয় আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া স্ত্রীর নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"তা করুক আর নাই করুক, আমার যে দেবী এদেশের সকল মেয়ে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনি পছন্দ করেন।" কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি উভয় হস্তে আপনার স্ত্রীর হস্ত ধারণ করিলেন।

আমি এই সুযোগে চলিয়া আসিয়া নিজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। চিঠি দুখানা এখনও লেখা হয় নাই। আমি আর কালব্যাজ না করিয়া পত্র লিখিতে বসিলাম। এ জগতে আমাদের পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা নাই; তবে আর কাহাকে আমাদের বিপদের কথা জানাইব? কে আসিয়া আমাদের পক্ষাবলম্বন করিবে? কাজেই এ দারুণ দুঃসময়ে এই দুখানি পত্রের উপর আমাদের সকল আশা নির্ভর করিতেছে। ইহাতেই বা ফল কি

হইবে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আর উপায় কি? যদি লীলা ও আমি এখান হইতে পলাইয়া যাই তাহা হইলে উপকার না হইয়া আমাদের অপকারই হইবে এবং তাহাতে ভবিষ্যতে আমাদিগকে বড়ই ঠকিতে হইবে। কঠোর শারীরিক অত্যাচারের সম্ভাবনা না হইলে সে কাজ কখনই কর্ত্তব্য নহে। আগে চিঠি দুখানি লিখিয়া দেখা যাউক। চিঠি লিখিলাম।

উকীলকে আমি মুক্তকেশীর কোন কথা লিখিলাম না, কারণ তাহার সহিত যে একটা রহস্য জড়িত আছে, আমরা তাহার কথা এখনও কিছুই জানি না। আমি কেবল তাঁহাকে জানাইলাম যে, রাণীর উপর রাজা অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমাদের দিন কয়েকের জন্য স্থানান্তরে যাওয়া বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। যদিই রাজা আমাদের দিন কয়েকের জন্য আনন্দধামে যাইতে না দেন, তাহা হইলে আমরা আইনের আশ্রয় অবলম্বন করিতে পারি কি না, এ কথাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম। যত শীঘ্র সম্ভব বিহিত উপদেশ দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। রাধিকা প্রসাদ রায় মহাশয়কে আমি খুব ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলাম। উকীলকে যে পত্র লিখিলাম তাহার একটা নকল রায় মহাশয়ের পত্রমধ্যে দিয়া লিখিলাম, দেখিবেন মামলা বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই সময়ে, তিনি মনোযোগী হইয়া দিন কয়েকের জন্য আমাদিগকে আনন্দধামে লইয়া যাইতে না পারিলে, শেষে

তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইবে। লেখা শেষ হইলে খামের উপর শিরোনাম লিখিয়া এবং গালা মোহর করিয়া লীলাকে বলিবার জন্য লীলার ঘরে চলিলাম।

লীলা আমাকে দ্বার খুলিয়া দিলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"কেহ তোমাকে ত্যক্ত করে নাই তো?"

সে বলিল,—"কেহ আমার দ্বারে আঘাত করে নাই বটে, কিন্তু পাশের ঘরে কে আসিয়াছিল।"

"পুরুষ মানুষ কি মেয়ে মানুষ?"

"মেয়ে মানুষই বোধ হয়। কারণ আমি চেলির কাপড়ের মত খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইয়াছি।"

তবেই চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এদিকে আসিয়াছিলেন ভুল নাই। তিনি নিজে কোন অনিষ্ট করিতে পারুন আর নাই পারুন,—তিনি তাঁহার স্বামীর হাতের কল কি না,—সুতরাং কোন্ অনিষ্ট তাঁহার দ্বারা না ঘটিতে পারে?'

জিজ্ঞাসিলাম,—"তার পর সে খস্ খস্ শব্দের কি হইল? তোমার ঘরের দেয়ালের পাশে সে শব্দ হইয়াছিল কি?"

"হাঁ দিদি, আমি চুপ করিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম।"

"কোন্ দিকে শব্দটা গেল।"

"তোমার ঘরের দিকে।"

শব্দটা কিন্তু আমার কাণে যায় নাই। বোধ হয় আমি তখন চিঠি লিখিতে অন্যমনস্ক ছিলাম এবং লেখারও খস্ খস্ করিয়া শব্দ হইতেছিল। তাহাতেই বোধ হয় আমি কিছু

শুনিতে পাই নাই। কিন্তু চৌধুরাণীর কাপড়ের শব্দ আমি শুনিতে না পাইলেও আমার লেখার শব্দ তাঁহার শুনিতে পাওয়ার খুব সম্ভাবনা। এত সন্দেহও যেখানে মনে হয় সেখানে কি কখন ডাকের থলিয়ার ভিতর চিঠি দেওয়া চলে?

আমাকে ভাবিত দেখিয়া লীলা বলিল,—"আরও কি গোল? আরও কি বিপদ?"

আমি বলিলাম,—"বিপদ কিছু নহে, কতকটা গোল বটে। কেমন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে চিঠি দুখানা গিরিবালার হাতে দিব তাই ভাবিতেছি।"

"তবে তুমি চিঠি লিখিয়াছ? দেখিও দিদি, দোহাই তোমার, যেন আর কোন বিপদে পড়িও না।"

"না না, কোন ভয় নাই! দাঁড়াও, এখন কটা বাজিয়াছে?"

পাঁচটা বাজতে আর একটু দেরি আছে। গিরিবালা যেখানে আছে গ্রামের ভিতর সে বুড়ীর বাড়ীতে এখন গিয়া আবার সাতটার মধ্যে অনায়াসে ফিরিয়া আসা যাইতে পারে। আরও বিলম্ব করিলে হয়ত কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। লীলাকে বলিলাম,—"ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া রাখ; আমার জন্য কোন ভয় করিও না। যদি কেহ আমার খোঁজ করে তাহা হইলে দরজা না খুলিয়া ভিতর হইতেই বলিও যে, আমি বেড়াইতে গিয়াছি।"

"কখন তুমি ফিরিবে?"

"সাতটার আগে নিশ্চয়ই ফিরিব। ভয় কি দিদি? কালি এমন সময়ে অতি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকের উপদেশ পাইবে। উমেশ বাবু এখন উপস্থিত নাই—এখন করালী বাবুই আমাদের প্রধান আত্মীয়।"

নীচে আসিয়া পাখীর আওয়াজ এবং তামাকের গন্ধ পাইয়া বুঝিলাম, চৌধুরী মহাশয় পুস্তকালয়ে রহিয়াছেন। সেদিকে ফিরিয়া দেখিলাম তাঁহার পাখী সব কেমন পোষ-মানা তাহাই তিনি গিন্নি ঝিকে দেখাইতেছেন। নিশ্চয়ই তিনি তাহাকে এই তামাসা দেখাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, নহিলে সে কি কখন ইচ্ছা করিয়া পুস্তকালয়ে আইসে? লোকটা যাহা কিছু করে তাহারই ভিতরে একটা না একটা মতলব থাকে। এ কার্য্যে তাঁহার কি মতলব? কিন্তু এখন আর তাঁহার মতলব অনুসন্ধান করিবার সময় নাই। চৌধুরাণী ঠাকুরাণীর সন্ধান করিয়া দেখিলাম, তিনি কাজ না থাকিলে যেমন করেন, এখনও তেমনই, সেই ছোট পুকুরের চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এখনই আমাকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহার ভয়ানক ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল; আবার আমাকে দেখিয়া না জানি তাঁহার কি ভাব হইবে মনে করিয়া আমি ভীত হইলাম। দেখা হইলে বুঝিলাম তাঁহার স্বামী আবার তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন। তিনি সতত আমার সহিত যেরূপ সৌজন্য করিয়া থাকেন এবারেও তেমনই করিলেন। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়, যদি তাঁহার নিকট রাজার কোন সংবাদ জানা যায়। আমি সুকৌশলে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন

করিলাম। ঠাকুরাণী নিতান্ত দায়ে পড়িয়া ব্যক্ত করিলেন, রাজা বাহিরে গিয়াছেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত উদাসীন ভাবে জিজ্ঞাসিলাম,—

"রাজা কোন্ ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছেন ?"

ঠাকুরাণী উত্তর দিলেন,—"কোন ঘোড়াতেই নহে। ঘণ্টা দুই হইল তিনি হাঁটিয়া বেড়াইতে গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তিনি মুক্তকেশী নামে সেই স্ত্রীলোকের সন্ধানে গিয়াছেন। আচ্ছা, মনোরমা দেবি, জানেন কি আপনি, সে মুক্তকেশী কি ভয়ানক পাগল ?"

"না মা, আমি কিছুই জানি না।"

"এখন কি আপনি বাড়ীর মধ্যে যাইবেন ?"

"হাঁ।"

আমরা উভয়ে একত্রে বাটির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। রঙ্গমতী ঠাকুরাণী বেড়াইতে বেড়াইতে পুস্তকালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিলেন। আমি মনে করিলাম গিরিবালার নিকট যাইবার এই উত্তম সুযোগ, অতএব আর এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করা অন্যায়। নিজের ঘর হইতে যাত্রার জন্য ঠিক্‌ঠাক হইয়া নীচে আসিয়া দেখিলাম, সেখানে কেহই নাই। পুস্তকালয় হইতে চৌধুরী মহাশয়েরও আওয়াজ বন্ধ হইয়াছে। যাহাই হউক, কে কোথায় আছেন সে অনুসন্ধানে আমার এখন আর কাজ নাই। আমি পত্র দুইখানি সাবধানে লইয়া বাটী হইতে বাহির হইলাম। গ্রামে যাইতে যাইতে পথের মধ্যে রাজার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। যদি তিনি একা থাকেন তাহা হইলে

তাঁহাকে আমি একটুও ভয় করি না। যে স্ত্রীলোকের আপনার বিবেচনা শক্তি স্থির আছে সে, যে পুরুষের ধৈর্য্য নাই তাহার নিকটে অক্লেশে জিতিয়া যাইতে পারে। চৌধুরী মহাশয়কে আমি যতটা ভয় করি রাজাকে আমি ততটা ডরাই না। রাজা যে কাজের জন্য বাহিরে গিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি একটুও চঞ্চল হইলাম না। মুক্তকেশীর সন্ধান করাই এখন রাজার প্রধান চিন্তা; সুতরাং যতক্ষণ তাঁহার মনের এই গতি থাকিবে ততক্ষণ লীলা ও আমি তৎকৃত অভিনব অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিব সন্দেহ নাই। আমাদের স্বার্থের জন্য এবং মুক্তকেশীরও মঙ্গলের জন্য এক্ষণে আমার প্রার্থনা যেন শীঘ্র রাজা তাহার সন্ধান না পান। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি খুব দ্রুত চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে, কেহ আমার অনুসরণ করিতেছে কি না জানিবার জন্য, আমি এক একবার পিছন দিকে চাহিতে লাগিলাম। আমার পশ্চাতে কতকগুলা বস্তা বোঝাই একখানি গরুর গাড়ি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তাহার চাকার কঁ্যা কঁ্যা শব্দে আমাকে নিতান্ত জ্বালাতন করিতে লাগিল। এজন্য, গাড়িখানা আমাকে ছাড়াইয়া বহুদূর চলিয়া যাউক তাহার পর যাইব এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া, আমি পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর গাড়িখানার দিকে অধিকতর মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করায় আমার যেন বোধ হইল, তাহার ঠিক পিছনে একটী মানুষ হাঁটিয়া আসিতেছে; আমি এক একবার গাড়ির ফাক দিয়া যেন তাহার পা দেখিতে পাইলাম। গাড়োয়ান গাড়ির সম্মুখে বসিয়া

আছে। আমি রাস্তার যে জায়গায় দাঁড়াইয়াছি সে স্থানটা নিতান্ত সরু। গাড়ি যাইতে হইলে সেখানে রাস্তার দুই দিকে যে বেড়া আছে তাহাতে গাড়ি ঘেঁসিয়া যাইবে। অতএব গাড়ি চলিয়া গেলেই ঠিক বুঝিতে পারিব আমার সন্দেহ সত্য কি না। গাড়ি চলিয়া গেল, কিন্তু কই তাহার পিছনে তো মনুষ্যের চিহ্নও নাই। তবে নিশ্চয়ই আমার সন্দেহ অমূলক।

রাস্তায় কাহারও সহিত দেখা হইল না এবং অন্য কোন সন্দেহজনক ঘটনাও লক্ষিত হইল না। যে বৃদ্ধার বাটীতে গিরিবালা রাত্রি যাপন করিবে স্থির ছিল আমি সেখানে উপনীত হইলাম। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বৃদ্ধা গিরিবালাকে বড় যত্নে রাখিয়াছে। তাহার জন্য সে একটী স্বতন্ত্র ঘর ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহার শুইবার জন্য একটী মাদুর ও একটী পরিষ্কার বালিস দিয়াছে এবং তাহার রাত্রের আহারেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। গিরিবালা আমাকে দেখিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, বিনা দোষে তাহাকে আশ্রয়হীন ও জীবিকাহীন হইতে হইল। তাহার যে কি দোষ তাহা সে তো নিজে জানেই না; তাহার প্রভু তাহাকে তাড়িত করিলেন বটে, কিন্তু তিনিও তাহা জানেন না। আহা! বেচারার কথাও যথার্থ এবং তাহার অবস্থাও বড় শোচনীয়!

আমি বলিলাম,—“বিধাতা যেরূপ ঘটাইবেন সেইরূপই ঘটিবে। গিরিবালা, সুতরাং সে জন্য আর আক্ষেপ করায় কোন ফল নাই। তোমার প্রভু-পত্নী এবং আমি আমরা উভয়ে

তোমার যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় তাহার ব্যবস্থা করিব। এখন আমার কথা শুন। আমার এখানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিবার সময় নাই। আমি তোমার হাতে একটী অতিশয় বিশ্বাসের কাজ সমর্পণ করিতেছি। তুমি এই চিঠি দুই-খানি বিশেষ যত্নের সহিত রাখিয়া দেও। যে চিঠিখানির উপর টিকিট দেওয়া আছে, সেখানি তোমাকে কালি কলি-কাতা পৌঁছিয়াই ডাকের বাক্সে ফেলিয়া দিতে হইবে। অন্য খানি আনন্দধামে পৌঁছিয়াই তোমাকে স্বয়ং রাধিকাবাবুর হাতে দিতে হইবে। চিঠি দুইখানি অতিশয় সাবধানতার সহিত আপনার আঁচলে বাঁধিয়া রাখ এবং আর কাহারও হাতে দিও না। ঐ চিঠি দুখানির মধ্যে রাণীর যার-পর-নাই দরকারী কথা আছে জানিবে।"

গিরিবালা পত্র দুইখানি পরিধান বস্ত্রের কোলের খুঁটে বাঁধিয়া লইয়া বলিল,—"যতক্ষণ আপনার আজ্ঞামত কার্য্য করিবার সময় না আসিবে ততক্ষণ চিঠি দুখানি এখানেই থাকিবে।"

তাহার পর আমি বলিলাম,—"সাবধান, কালি তোমাকে খুব ভোরে ষ্টেসনে যাইতে হইবে, নহিলে গাড়ি পাইবে না। আনন্দধামে গিয়া সেখানকার গিন্নী ঝিকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিবে, যে যতদিন রাণী তোমাকে পুনরায় নিজ কর্ম্মে না নিযুক্ত করিতে পারেন, ততদিন তুমি আমার নিকট বেতন পাইয়া আনন্দধামে থাকিবে। শীঘ্রই আবার আমাদের সঙ্গে দেখা হইবে; সেজন্য দুঃখ করিও না। এখন আমি আসি।"

গিরিবালা বলিল,—“আপনার কথা শুনিয়া আমার প্রাণে আবার ভরসা হইল। আহা! নাজানি আজি আমি কাছে না থাকায় রাণীমার কতই অসুবিধা হইবে। কিন্তু কি করিব মাঁ, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি আপনাদেরই দাসী; যেখানেই থাকি, আর যাই করি, যেন আপনাদের সেবা করিতে করিতেই আমার দিন যায়।”

আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি বাটী ফিরিয়া লীলার ঘরে প্রবেশ করিলাম। লীলার কাণে কাণে অস্ফুট স্বরে বলিলাম,—“ চিঠি গিরিবালার হাতে দেওয়া হইয়াছে। আমি নীচে যাইতেছি, তুমি যাইবে কি? ”

“না না—কোন ক্রমেই না।”

“কিছু হইয়াছে কি? কেহ এদিকে আসিয়াছিল কি?”

“হঁা—খানিকটা অগে রাজা—”

“তিনি ঘরের ভিতর আসিয়াছিলেন না কি?”

“না। তিনি দরজায় ঘা মারিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কে ওখানে?’ তিনি বলিলেন, ‘বুঝিতে পারিতেছ না কে? এখনও আমাকে বাকী কথা বলিবে কি না বল। তোমাকে বলিতেই হইবে। এখন না হয়, যখন হউক, সে সকল কথা তোমার নিকট আদায় করিয়া তবে ছাড়িব। মুক্তকেশী এখন কোথায় আছে, নিশ্চয়ই তাহা তুমি জান।’ আমি বলিলাম, ‘আমি সত্য বলিতেছি, তাহা আমি জানি না।’ তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, ‘সে কথা

আমি শুনিতে চাহি না, তুমি নিশ্চয়ই জান। মনে রাখিও, আমি তোমার একগুঁয়েমি ভাঙ্গিয়া দিবই দিব—তোমার নিকট হইতে সমস্ত রহস্য আদায় করিবই করিব।' এই কথা বলিয়া, দিদি, তিনি এই চলিয়া যাইতেছেন—এখনও পাঁচ মিনিটও হয় নাই।"

তবেই বুঝা যাইতেছে রাজা এখনও মুক্তকেশীর সন্ধান পান নাই। সুতরাং আজি রাত্রিটা আমাদের নির্ব্বিঘ্নে কাটিবে সন্দেহ নাই।

লীলা জিজ্ঞাসিল,—"তুমি এখন নীচে যাইতেছ কি দিদি? যাও, কিন্তু শীঘ্র আসিও।"

"সন্ধ্যার একটু পরেই আমি আবার উপরে উঠিব। নিতান্ত শীঘ্র আসিলে সকলে রাগও করিতে পারে, তাহাদের মনে নানা সন্দেহও জন্মিতে পারে। দু দণ্ড বসিয়া তাহাদের সহিত কথা বার্ত্তা না কহিলে ভাল দেখাইবে কেন? আমি শীঘ্রই আসিব, সে জন্য কোন ভয় নাই।"

নীচে আসিলাম। দেখিলাম পিসি ঠাকুরাণী কেতাব ঘরে বসিয়া তাঁহার স্বামীর ব্যবহারের জন্য একখানি রুমালে রেশমের ফুল তুলিতেছেন। তাঁহার অনতিদূরে রাজা নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে একদৃষ্টে জানালার দিকে চাহিয়া আছেন। আর চৌধুরী মহাশয় বারান্দায় রকিং চেয়ারে বসিয়া আস্তে আস্তে দুলিতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র রঙ্গমতী দেবী বলিয়া উঠিলেন,—"মনোরমা দেবী আসিয়াছেন—ভালই হইয়াছে। চলুন এ সন্ধ্যার সময়টা

আর ঘরের ভিতরে বসিয়া কাজ নাই, বাহিরে বারান্দায় যাওয়া যাউক।”

তাঁহার কথা শুনিয়া রাজা আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন এবং আমরা বাহিরে আসিতেছি দেখিয়া তিনিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। বাহিরে চৌধুরী মহাশয়ের নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, তিনি নিতান্ত ঘর্ম্মাক্ত এবং ক্লান্ত। আর প্রতিদিন বৈকালে তাঁহার যেরূপ পরিচ্ছদ পারিপাট্য দেখা যায় আজি সেরূপ নাই। তবে কি তিনিও এতক্ষণ আমার মত দূরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন? কিম্বা, অন্য দিনের অপেক্ষা আজি তাঁহার অধিক গ্রীষ্ম বোধ হওয়ায় এরূপ হইয়াছে কি? সে যাহাই হউক, তাঁহাকে আজি বিশেষ উদ্বিগ্ন বলিয়া বোধ হইল। ছলনার অপরিমেয় উপায়াবলী তাঁহার আয়ত্তাধীন সত্য, তথাপি আজি তিনি তাঁহার ব্যাকুলিত ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রচ্ছন্ন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মুখে আর রাজার মুখে আজি কথাটীও নাই বলিলেই হয়। আর চৌধুরী মহাশয় থাকিয়া থাকিয়া বিষম উদ্বেগের সহিত তাঁহার স্ত্রীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার এরূপ ভাব আমি আর কখন দেখি নাই। তাঁহার যাহাই কেন হউক না, আমার প্রতি শিষ্টাচারে তিনি কখনই পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এরূপ সৌজন্যের অভ্যন্তরে কি দুরভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা আমি এখনও নির্ণয় করিতে সক্ষম হই নাই। কিন্তু অভিসন্ধি যাহাই হউক, আমার সম্বন্ধে অযথা শিষ্ট ব্যবহার, লীলার সহিত সর্ব্বদা বিনীত ব্যবহার এবং, যেরূপেই হউক, রাজার ঘৃণিত

ও উদ্ধত ব্যবহারের নিরোধ, এই ত্রিবিধ উপায়, এই ভবনে পদার্পণ করার পর হইতে, তিনি স্বীয় মনোভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত সতত পালন করিয়া আসিতেছেন। যে দিন পুস্তকালয়ে প্রথমে দলিল বাহির করা হইয়াছিল, সেই দিনে তাঁহার আমাদের পক্ষাবলম্বন দেখিয়া আমার মনে এ সন্দেহ জন্মিয়াছিল। এখন আমার সে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। আজি চৌধুরী মহাশয় ও রাজার যেরূপ ভাব তাহাতে কথাবার্ত্তার বিশেষ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আমি উঠিয়া যাইবার একটা ওজর খুঁজিতেছিলাম। এমন সময়ে রঙ্গমতী ঠাকুরাণী উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া আমিও সেই সঙ্গে যোগ দিলাম। আমরা উভয়ে প্রস্থানের নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলে চৌধুরী মহাশয়ও উঠিলেন।

তখন রাজা বলিলেন,—"আরে জগদীশ! তুমি যাও কেন?"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমার শরীরটা খারাপ আছে, আমি আজি উঠি।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার কপালে আগুণ! বইস এখানে—দুদণ্ড ঠাণ্ডা হইয়া গল্প করা যাউক।"

চৌধুরী বলিলেন,—"দুদণ্ড গল্পে আমি খুব রাজি আছি, কিন্তু এখন নয়, আর একটু পরে।"

রাজা অসভ্যভাবে বলিলেন,—"আচ্ছা! বেশ! এমন শিষ্টাচার কোথায় শিখিয়াছিলে?"

যতক্ষণ আমরা নির্ব্বাকভাবে বসিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে রাজা অনেকবার চৌধুরী মহাশয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিয়াছিলেন ; চৌধুরী কিন্তু সযত্নে রাজার দৃষ্টির সহিত আপন দৃষ্টি একবারও মিলিত হইতে দেন নাই। এই ঘটনায় এবং দুদণ্ড কথাবার্ত্তা কহিতে রাজার একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধ, অথচ চৌধুরী মহাশয়ের তাহাতে সম্পূর্ণ অসম্মতি আমাকে মনে করাইয়া দিল যে রাজা আজি আরও একবার চৌধুরী মহাশয়কে পুস্তকালায় হইতে বাহিরে আসিয়া দুদণ্ড কথা কহিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তখনও সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। অতএব তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় যাহাই হউক. রাজার আগ্রহ দেখিয়া আমার বোধ হয়, তাহা তাঁহার বিবেচনায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, আর চৌধুরী মহাশয়ের অনিচ্ছা দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার বিবেচনায় তাহা বড় বিপজ্জনক বিষয়।

আমি এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রঙ্গমতী দেবীর সহিত উপরে উঠিলাম এবং শিষ্টাচারের অনুরোধে তাঁহার সহিত তাঁহার প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চৌধুরী মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, রাজার অনিচ্ছায় চলিয়া আসার জন্য রাজা যে বিরক্তি ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, চৌধুরী মহাশয় তাহাতে একটুও বিচলিত বা কাতর হন নাই। তিনি একটুখানি ঘরের মধ্যে থাকিয়া আবার বাহিরে আসিলেন এবং তখনই আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"মনোরমা দেবি, ডাকের চিঠি সকল চলিয়া যাইতেছে। আপনার কোন চিঠি থাকেতো এই সময় দিতে পারেন।"

প্রতিদিন এইরূপ সময়ে রাজবাটী হইতে শেষবার চিঠির থলিয়া ষ্টেশনের ডাকঘরে পৌঁছিবার নিমিত্ত লোক যায় বটে।

চৌধুরী মহাশয়ের জন্য তাঁহার গৃহিনী এতক্ষণ পান তৈয়ার করিতেছিলেন। তখন আমি কি জবাব দিই তাহা শুনিবার জন্য তাঁহার হাত কর্ম্মে বিরত হইল।

আমি বলিলাম,—"না চৌধুরী মহাশয়, আমার আজি কোনই পত্র নাই।"

তখন চৌধুরী মহাশয় ঘরের ভিতর আসিয়া পিয়ানোর নিকট বসিলেন এবং তাহার সহিত গলা মিলাইয়া একটা হিন্দি গান ধরিলেন। গান সমাপ্ত হইলে তাঁহার পত্নী ধীরে ধীরে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লীলার ঘরে না জানি আবার কি কাণ্ড ঘটিবে মনে করিয়া এবং চৌধুরী মহাশয়ের সহিত একাকী এক ঘরে থাকিতে আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা বলিয়া আমিও উঠিলাম। তখন চৌধুরী মহাশয় আমাকে সেজটা কৃপা করিয়া তাঁহার পিয়ানোর উপরে উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার অনুরোধ পালন করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলে তিনি বলিলেন,—"মনোরমা দেবি, আপনার নিকট আমার এক নালিস আছে এবং আমার সম্পূর্ণ আশা আছে, আপনার নিকট তাহার যথাবিহিত সুবিচার হইবে।"

কাজেই তাঁহার নালিস শুনিবার জন্য আমাকে সেখানে অধোবদনে অপেক্ষা করিতে হইল। ভাবিলাম এ

আবার কি নুতন ভাব ! না জানি কি কথাই তিনি উথাপন করিবেন ! তখন তিনি বলিলেন,—"দেবি ! আমরা বাঙ্গাল। আপনারা বলিয়া থাকেন, 'বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু, লাফ দিয়া গাছে উঠে লেজ নাই কিন্তু।' উড়েরা মানুষ কি না, এবং তাহাদের লেজ আছে কি না, তাহার বিচারে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি বাঙ্গাল—আমি বাঙ্গালের মনুষ্যত্ব আছে কি না, তাহারই জন্য আপনারই মহামান্য আদালতে বিচারপ্রার্থী। আমাদের যে লেজ নাই, ভরসা করি এ কথা আপনি জ্ঞাত আছেন এবং ইহার সমর্থনের জন্য আমাকে কোন প্রমাণ প্রয়োগ করিতে আদেশ করিবেন না। লেজ নাই বটে, তথাপি আমরা মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহি কেন, ইহাই এখানে আলোচ্য। আমাদের হস্ত পদাদি সকলই আপনাদের সমান এবং আহার ব্যবহার আপনাদের অনুরূপ। লাফ দিয়া আমরা যে গাছে উঠি না এবং তাদৃশ কার্য্যে আপনারা যেমন অশক্ত, আমরাও যে তেমনই অসমর্থ তাহা বোধ হয় আপনার অগোচর নাই। তথাপি, আমাদের কোন্ অপরাধ হেতু, আপনারা আমাদের মনুষ্যত্বের বিলোপ করিয়া থাকেন তাহা নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। শুনিতে পাই, আপনারা আমাদিগকে বিদ্যা বুদ্ধিতে নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সেই জন্যই আমাদিগের প্রতি এই রূপ হীনতা আরোপিত করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, আপনি ধর্ম্ম, ন্যায় ও সত্যের

দিকে লক্ষ্য করিয়া বলুন দেখি, আমরা কি বস্তুতই আপনাদের অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে নিতান্তই হীন। যদিই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন হীনতা থাকে, সে হীনতা অতি সামান্য এবং তাদৃশ সামান্য বৈষম্য হেতু তাদৃশ অবজ্ঞা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আমরা সঙ্গীতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং আমাদের দেশের কোন কবিই একাল পর্য্যন্ত কোনই উৎকৃষ্ট গীত রচনা করিতে সক্ষম হন নাই। একথার উত্তরে আমার বিনীত নিবেদন যে, সম্প্রতি আমাদের দেশের এক জন অতি শ্রদ্ধাস্পদ কবি যে এক গীত রচনা করিয়াছেন, তাহা আপনাকে শুনিতে হইবে এবং তাহা শুনিয়া যদি এতৎপ্রদেশীয় সকল কবির সকল গীতের অপেক্ষা তাহা শ্রেষ্ঠ, মধুর, ললিত ও ভাবময় বলিয়া বোধ না হয়, তাহা হইলে, অদ্য হইতে আপনারা আমাদের পশু কেন, কীট বলিয়া সম্বোধন করিবেন, আমরা সে কলঙ্ক অবনত মস্তকে বহন করিব। অতএব দেবি! কৃপা করিয়া মনোযোগ সহকারে সে গীত শ্রবণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।”

একি ব্যাপার! একি ঢঙ্! গীতে আমার কোনই আসক্তি নাই এবং কাব্য ও সংগীতের বিচার ও আলোচনায় আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ইত্যাদি নানা ওজর উপস্থিত করিলাম, কিন্তু কে তখন আমার কথা শুনে? তিনি পিয়ানো বাজাইতে বাজাইতে গান ধরিয়া দিলেন। তাঁহার উৎসাহের সীমা নাই। ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে, দেহ দুলাইতে দুলাইতে

এবং তাল দেওয়ার জন্য সেই স্থূল চরণে ভূপৃষ্ঠে আঘাত করিতে করিতে তিনি জোরে গান চালাইতে চালাইতে ঘর তোলপাড় করিতে লাগিলেন। না জানি একি পৈশাচিক অনুষ্ঠানের সূচনা! এই দুরবগম্য ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্যই সন্দেহজনক। আজি তাঁহার এই অকারণ বক্তৃতা, আত্মকৃত সংগীতে এতাদৃশ আনন্দ ও উৎসাহ অবশ্যই কোন ভয়ানক কাণ্ডের পূর্ব্বাভাষ। অন্যন্যোপায় হইয়া আমাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে রাজা সেই স্থলে উপস্থিত হওয়ায় আমি এই ঘোর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম। তিনি আসিয়াই বলিলেন,—"ব্যাপার কি? এ কিসের বিকট গোল?" চৌধুরী মহাশয় তৎক্ষণাৎ পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—"যখন প্রমোদ এখানে আসিয়াছেন, তখন তাল মান লয় সকলকেই এস্থান হইতে পলায়ন করিতে হইবে। তবে আর এ উৎসাহহীন স্থানে আমার অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন, অতএব আমি বারান্দায় বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে চলিলাম।' তিনি আর কোন কথাটিও না বলিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। রাজা সঙ্গে সঙ্গে গিয়া 'এদিকে এস, এদিকে এস' বলিয়া তাঁহাকে নীচে পুস্তকালয়ে লইয়া যাইবার জন্য ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, বারম্বার তাঁহার সহিত নির্জ্জনে কথা কহিবার জন্য রাজা যে এত চেষ্টা করিতেছেন, চৌধুরী মহাশয় এখনও তাহাতে অসম্মত।

চৌধুরাণী ঠাকুরাণী প্রস্থান করার পর, এইরূপে চৌধুরী

মহাশয় আমাকে লইয়া সেই স্থানে অর্দ্ধঘণ্টাধিক কাল আটকাইয়া রাখিলেন। এতক্ষণ ঠাকুরাণী কোথায় আছেন এবং কি করিতেছেন, কে বলিতে পারে? যাহা হউক লীলা কিছু টের পাইয়াছে কি না জানিবার জন্য আমি উপরে উঠিলাম। লীলাকে জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, সে কিছুই শুনিতে ও জানিতে পায় নাই; কেহ তাহাকে ত্যক্তও করে নাই, কাপড়ের কোন খস্‌খসানি শব্দও তাহার কাণে যায় নাই। তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। আমি আমার ঘর হইতে দিনলিপির খাতা খানা লইয়া লীলার ঘরে আসিলাম এবং অন্যূন একঘণ্টা কাল সেখানে বসিয়া খানিক বা গল্প খানিক বা লিখিয়া কাটাইলাম। তাহার পর লীলাকে সাহস দিয়া ও উত্তমরূপে সুস্থ করিয়া আপনার ঘরে আসিলাম। লীলা ঘরের দরজা ভিতর হইতে ভাল করিয়া বন্ধ করিল। দেখিলাম রাজা, চৌধুরী মহাশয় ও চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এক জায়গায় বসিয়া আছেন। রাজা একখানা ইজি চেয়ারে বসিয়া আছেন, চৌধুরী মহাশয় আলোর নিকটে বসিয়া একখানা বহি পড়িতেছেন, আর ঠাকুরাণী একখানা পাখা হাতে করিয়া বাতাস খাইতেছেন। দারুণ গ্রীষ্মেও যাহার কখন একটু ঘাম বা কাতরতার লক্ষণ দেখিতে পাই নাই, আজি সবিস্ময়ে দেখিলাম, তিনি গ্রীষ্ম হেতু বড়ই কষ্ট পাইতেছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—

"আমার আশঙ্কা হইয়াছে, পিসি মা, আপনার হয়ত শরীর ভাল নাই।"

তিনি উত্তর দিলেন,—"ঠিক ঐ কথাই আপনাকে আমি

জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি। তোমাকে আজি বড় বিবর্ণ দেখাইতেছে বাছা।"

'তোমাকে' আবার 'বাছা' এরূপ আদরের এবং আত্মীয়তার উক্তি তাঁহার মুখে আর কখন শুনি নাই। দেখিলাম, বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখে একটু শ্লেষের হাসিও ছিল। আমি বলিলাম,—"আমি আজি মাথা ধরায় বড় কষ্ট পাইতেছি।"

তিনি অমনই বলিলেন,—"বটে ? শারীরিক পরিশ্রমের অভাবই এরূপ ঘটিবার কারণ নয় কি ? বৈকালে অনেকখানি করিয়া পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমার উপকার হয়। 'বেড়াইতে' এই কথার উপর তিনি একটু বিশেষ জোর দিয়া আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি যখন বাহিরে গিয়াছিলাম, তখন কি তিনি দেখিয়াছিলেন ? দেখিয়া থাকেন দেখিয়াছেন, আমার চিঠি তো আমি নির্ব্বিঘ্নে গিরিবালার হাতে দিয়া আসিয়াছি।

এই সময় রাজা গাত্রোত্থান করিয়া চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি পূর্ব্ববৎ ব্যাকুল দৃষ্টি সহকারে বলিলেন,—"এস জগদীশ, বারান্দায় বসিয়া তামাক খাওয়া যাউক।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমি তোমার মত অত তামাক ভক্ত নই যে এক জায়গা হইতে উঠিয়া আর একজায়গায় তামাক খাইতে যাইব।" তাহার পর আমাদের দেখাইয়া বলিলেন,—"ইহাদের সকলকে ফেলিয়া আমরা দুজনে এখান হইতে চলিয়া যাইব, এ কোন দেশী কথা ? এস এদিকে।"

এই সময়ে আমি বলিলাম, আমার যেরূপ মাথা ধরিয়াছে পিসিমা, নিদ্রাই তাহার ঔষধ। অতএব অনুমতি করেন তো আমি ঘুমাইতে যাই।"

ঠাকুরাণীর মুখে সেইরূপ তীব্র বিদ্রূপের হাসি। রাজা মনে করিয়াছিলেন চৌধুরাণী ঠাকুরাণী অবশ্যই আমার সঙ্গে গাত্রোত্থান করিবেন। কিন্তু তিনি আদৌ তাহার উদ্যোগ করিতেছেন না দেখিয়া রাজা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলেন। চৌধুরী মহাশয় কেতাব মুখে দিয়া হাসিতে লাগিলেন। চৌধুরীর সহিত রাজার নির্জ্জনে আলাপের এখনও আবার বিলম্ব ঘটিল। এবারকার বিলম্বের কারণ চৌধুরাণী ঠাকুরাণী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

১৯ শে জ্যৈষ্ঠ।— নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া অদ্যকার ঘটনাবলীর যে অংশ লিখিতে বাকি-ছিল তাহাই লিখিতে বসিলাম। প্রায় মিনিট দশেক কাল কলম হাতে লইয়া গত বারো ঘণ্টার ঘটনাবলী আলোচনা করিতে লাগিলাম। অবশেষে যখন স্থির হইয়া লিখিতে আরম্ভ করিব মনে করিলাম, তখনও কিছুতেই তাহাতে চিত্ত লাগাইতে পারিলাম না। কেবল রাজা ও চৌধুরী মহাশয়ের কথা, বিশেষতঃ রাত্রি-কালে নির্জ্জন সময়ে তাঁহাদের প্রস্তাবিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের বিষয়, আমার চিত্তকে নিতান্ত অধিকৃত

করিয়া ফেলিল। এরূপ অবস্থায় প্রাতঃকাল হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা যথাযথরূপে মনে করা কখনই সম্ভব নহে; অগত্যা খাতা বন্ধ করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম। শুইবার ঘর হইতে আমি বসিবার ঘরে আসিলাম। সে ঘর অন্ধকার। জানালার নিকটে আসিয়া আমি বাহ্য প্রকৃতির নিবিড় অন্ধকারময় বিকট মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। কি ভয়ানক অন্ধকার! আকাশে একটী চন্দ্র তারা কিছুই নাই, বড় মেঘ হইয়াছে—বৃষ্টি পড়িতেছে নাকি? না, বৃষ্টির সূচনা বটে। পনর মিনিট কাল অন্যমনস্কভাবে আমি জানালা হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। নিবিড় অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, এবং নিম্নতলে কদাচিৎ দুই একজন ভৃত্যের কণ্ঠস্বর বা দ্বার রুদ্ধ করার শব্দ ভিন্ন আর কিছুই আমার কর্ণ-গোচর হইল না। কেবল দাঁড়াইয়া আর কতক্ষণ থাকিব? জানালার নিকট হইতে শুইবার ঘরে আসিবার নিমিত্ত যখন ফিরিতেছি তখন আমার নাসিকায় চুরুটের গন্ধ আসিল। আমি যেমন বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলাম অমনি দেখিতে পাইলাম দূর হইতে একটী ক্ষুদ্র অগ্নিবিন্দু সেই ভয়ানক অন্ধকার রাশির মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে। সেই অগ্নিবিন্দু নিকটস্থ হইল এবং আমি যে জানালায় দাঁড়াইয়া ছিলাম তাহার নীচে দিয়া ক্রমে আমার শুইবার ঘরের জানালার নিম্নে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সে ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। অগ্নিবিন্দু অত্যল্প কাল মাত্র তথায় অপেক্ষা করিয়া যে দিক হইতে আসিয়াছিল পুনরায় সেই দিকেই চলিতে আরম্ভ করিল। অগ্নি-

বিন্দু কোন্ দিকে যায় দেখিতেছি এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম, দূর হইতে আর একটী বৃহত্তর অগ্নিবিন্দু সেই ক্ষুদ্র বিন্দুর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। দুই বিন্দু ক্রমে নিকটস্থ হইল। চুরুট মুখে দিয়া দুই ব্যক্তি এই অন্ধকার রাত্রে অঙ্গনে বাহির হইয়াছে তাহার কোনই সন্দেহ নাই। প্রথমে যে ক্ষুদ্র অগ্নিবিন্দু দেখা গিয়াছিল তাহা যে চৌধুরী মহাশয়ের মুখের চুরুট তাহার সংশয় নাই; কারণ তিনি সরু সরু ছোট ছোট চুরুটই খাইয়া থাকেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই রাজা; কারণ তিনি বড় বড় মোটা চুরুটই খাইয়া থাকেন। আমি তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, এ ঘনান্ধকারে তাঁহারা কেহই আমাকে দেখিতে পাইতেছেন না। আমি নিঃশব্দে সেই জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিলাম।

শুনিতে পাইলাম অস্ফুটস্বরে রাজা বলিতেছেন,—"ব্যাপারটা কি? চল ভিতরে গিয়া বসা যাউক।"

সেইরূপ অস্ফুট-স্বরে চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"দাঁড়াও, আগে মনোরমার ঘরের আলো নিবিয়া যাউক।"

"কেন ও আলোয় তোমার কি ক্ষতি করিতেছে?"

"উহাতে বুঝা যাইতেছে, মনোরমা এখনও শয়ন করে নাই। সে যেরূপ চালাক মেয়ে তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ তাহার মনে উদয় হওয়া বিচিত্র নহে এবং যে-রূপ তাহার সাহস তাহাতে কৌশলে নীচে নামিয়া আসিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া যাওয়াও বিচিত্র কথা নহে। সাবধান, প্রমোদ, সাবধান।"

"আর যাও। তোমার কথার মধ্যে কেবলই সাবধান।"

"দাঁড়াও—আমি অল্পকালের মধ্যে তোমাকে অন্য কথাও শুনাইব। আপাততঃ ঘোরতর পারিবারিক অশান্তি অগ্নি তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। এসময়ে যদি স্ত্রীলোকেরা আবার কোন সুযোগ পায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে সেই আগুণে পুড়িয়া মরিতে হইবে।"

"বল কি তুমি?"

"আমি যাহা বলি তাহা তোমাকে শীঘ্রই বুঝাইয়া দিব। আপাততঃ প্রথমে ঐ আলোটা নিবিয়া যাইতে দেও, তাহার পর আমি ভিতরে গিয়া সিঁড়ির দুই ধারের ঘর দুইটায় উঁকি দিয়া দেখিব, তাহার পর যাহা বলিবার বলিব।"

ধীরে ধীরে তাঁহারা চলিয়া গেলেন এবং তাঁহাদের কথাবার্ত্তা আর বুঝা গেল না। তাহা যাউক আর নাই যাউক, যতটুকু কথাবার্ত্তা আমার কর্ণগোচর হইয়াছে তাহাতেই আমার স্থির সংকল্প হইয়াছে যে, আমার চতুরতা ও সাহসের সম্বন্ধে চৌধুরী মহাশয় যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাকে তাহার যথার্থতা সপ্রমাণ করিতেই হইবে। স্থির করিলাম তাঁহারা যতই কেন সাবধান হউন না, আমাকে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেই হইবে। লীলার মান, লীলার সুখ, হয়ত লীলার জীবন পর্য্যন্ত, অদ্য রজনীর কাণ্ডে, আমার তীক্ষ্ণ শ্রুতি ও প্রখর স্মৃতির উপর নির্ভর করিতেছে।

চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তিনি একবার সিঁড়ির দুইদিকের ঘর দুইটা দেখিবেন।

তবেই অনুমান করা যাইতেছে পুস্তকালয়ে বসিয়াই তাঁহারা কথোপকথন চালাইবেন। আমি তখনই, তাঁহাদের সকল সাবধানতা স্বত্ত্বেও, আদৌ নীচে না নামিয়া সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিবার উপায় স্থির করিলাম। সমস্ত বাড়ীটা ঘেরিয়া একটা সরু কাঠের বারান্দা আছে। সে বারান্দার কখন কোন ব্যবহার হয় না, এবং কেহ সেখানে কখন যাওয়া আসা করে না। সেটা কেবল শোভার জন্যই আছে। কিন্তু সেখানে যে মোটেই যাওয়া যায় না, এমন নহে। জানালার উপর দিয়া সেখানে যাইতে হয়; এজন্য সে বারান্দা ব্যবহারে আইসে না। এই ঘোরান্ধকার রাত্রিকালে, আমি সেই বারান্দায় যাইয়া পুস্তকালয়ের জানালার উপরে তাহার যে অংশ আছে, নিঃশব্দে সেই পর্য্যন্ত যাইবার সংকল্প করিলাম। আমি অনেক দিন দেখিয়াছি, রাজা ও চৌধুরী মহাশয় পুস্তকালয়ে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে হইলেই প্রায়ই জানালার নিকটে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহেন। আজি যদি তাঁহারা পূর্ব্ববৎ জানালার নিকটে বসিয়া কথোপকথন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যতই কেন ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহুন না, বারান্দার উপরে বসিয়া থাকিতে পারিলে, আমার তাহা কর্ণগোচর হইবেই হইবে। অধিক ক্ষণ লোকে ফুস্ ফুস্ করিয়া কথাবার্ত্তা চালাইতে পারে না, ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু যদি তাঁহারা জানালার নিকটে না বসিয়া ঘরের মধ্যস্থলে বা অন্য কোন দিকে বইসেন তাহা হইলে তো আমি ছাইও শুনিতে পাইব না। তাহা হইলে কাজেই

আমাকে সাহসে ভর করিয়া নীচে নামিতে হইবে। দেখি তো বারান্দা হইতে কি ফল হয়, তাহার পর অন্য বিবেচনা। এই মনে করিয়া আমি নিঃশব্দে আমার শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলাম। শরীরের কাপড় চোপড় যত দূর সম্ভব আঁটিয়া বাঁধিলাম। যদি দৈবাৎ কিছু পড়িয়া যায়, যদি দৈবাৎ কোন রকম শব্দ হইয়া পড়ে তবেই সর্ব্বনাশ। যা করেন ভগবান। দিয়েশলাইয়ের বাক্স বাতির নিকটে রাখিয়া আলো নিভাইয়া দিলাম, এবং আস্তে আস্তে শুইবার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিবার ঘরে আসিলাম। এঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া আমি নিঃশব্দে জানালা অতিক্রম করিয়া সেই সরু বারান্দায় পা দিলাম। পুস্তকালয়ের উপর পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে আমাকে পাঁচটী জানালার কাছ দিয়া যাইতে হইবে। প্রথম জানালাটা একটা খালি ঘরের, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জানালা লীলার ঘরের, চতুর্থ জানালা রাজার ঘরের, পঞ্চম জানালা রাঙ্গামতী দেবীর ঘরের। আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া সেই নিবিড় ঘনান্ধকার মধ্যে সন্তর্পণে পা বাড়াইতে লাগিলাম। এক দুই তিন চারি জানালা বিনা ব্যাঘাতে অতিক্রম করিলাম। কিন্তু পঞ্চম জানালার নিকটস্থ হইয়া বুঝিতে পারিলাম সে ঘরে এখনও আলোক জ্বলিতেছে! তবেই তো চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এখনও শয়ন করেন নাই! কি সর্ব্বনাশ! আর তো ফিরিয়া যাওয়া যায় না, এখানেও তো আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। তখন লীলার মুখ মনে করিয়া অসম সাহসের সহিত আমি হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিলাম। ধর্ম্মে ধর্ম্মে সে জানালাও পার

হইলাম। বুঝিতে পারিলাম চৌধুরাণী ঠাকুরাণী তখনও ঘরের মধ্যে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। সেইরূপ ভাবে যথাস্থানে সমুপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে বারান্দার রেলের উপর মাথা রাখিয়া বসিলাম।

কিয়ৎকাল মাত্র তথায় বসিয়া থাকার পর দরজা খোলার শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। বুঝিলাম চৌধুরী মহাশয় সিঁড়ির পাশের ঘর দেখিবেন বলিয়াছিলেন, তাহাই এখন শেষ হইল। তাহার পর দেখিলাম ক্ষুদ্র অগ্নিবিন্দুটা বাহিরে আসিল এবং আস্তে আস্তে আমার ঘরের নিম্নভাগে গিয়া কিয়ৎকালে অপেক্ষা করিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। বুঝিলাম আমার ঘরের আলো নিবিয়াছে কি না চৌধুরী মহাশয় তাহা দেখিয়া গেলেন।

শুনিতে পাইলাম, রাজা নিতান্ত কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"বড় জ্বালাতন করিলে যে দেখিতেছি। কখন এসে বসিবে বল দেখি?" শব্দটা ঠিক আমার নীচে হইতে আসিল।

চৌধুরী জোরে লম্বা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"ওঃ কি গরম!" সঙ্গে সঙ্গে নীচে চেয়ার ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিয়া উঠিল। বুঝিলাম চৌধুরী মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জানালার নিকটেই বসিলেন সন্দেহ নাই। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এখনও শয্যা গ্রহণ করেন নাই বুঝিতে পারিলাম। কারণ তাঁহার ঘরে এখনও ছায়া নড়িতেছে এবং এক একটু পায়ের শব্দ হইতেছে।

এদিকে রাজা এবং চৌধুরী মহাশয়ের কথা বার্ত্তা আরম্ভ

হইল। সময়ে সময়ে তাঁহারা অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু শুনা যায় না এমন একবারও হইল না। যেরূপ দুঃসাহসিক কাজ আমি করিয়াছি তাহার জন্য ভাবনা, সামান্য অসাবধানতায় যেরূপ বিপদ ঘটিতে পারে তাহার চিন্তা এবং সর্ব্বোপরি চৌধুরাণী ঠাকুরাণী যদি দৈবাৎ জানালা খুলেন তাহা হইলে আমার কি দুর্গতি হইবে সে আশঙ্কা আমাকে এমন বিচলিত করিয়া রাখিল যে আমি কিয়ৎকাল তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করিতে সক্ষম হইলাম না। কেবল বুঝিলাম, চৌধুরী মহাশয় রাজাকে বুঝাইতেছেন যে এতক্ষণে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা কহিবার প্রকৃত সুযোগ হইয়াছে; আর কোন বিঘ্নের আশঙ্কা নাই। কিন্তু তিনি সমস্ত দিন রাজার কথায় আদৌ কর্ণপাত না করিয়া নানা ওজরে কাটাইয়াছিলেন বলিয়া রাজা তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমাদের অধুনা নিতান্ত বিপন্ন দশা। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদিগের এই সময় হইতেই অত্যন্ত সতর্ক থাকা আবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন পরামর্শ স্থির করিতে হইলে নিতান্ত গোপন ভাবে ও ভয়শূন্য অবস্থায় তাহা করা আবশ্যক। সমস্ত দিনের পর এখন সেইরূপ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যে কথাবার্ত্তা থাকে এখন তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।" চৌধুরী মহাশয়ের এই কথার পর হইতে আমি অবিচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ সহকারে তাঁহাদের তাবৎ কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম।

রাজা বলিলেন,—"বিপন্ন দশা! ওঃ তুমি তার

জান কি? সমস্ত অবস্থা শুনিলে তুমি হতবুদ্ধি হইয়া যাইবে।"

চৌধুরী উত্তর দিলেন,—"তোমার গত দিন দুইয়ের ব্যবহার দেখিয়া আমারও তাহাই মনে হইয়াছে; কিন্তু থাম একটু। যাহা আমরা জানি না তদ্বিষয়ের আলোচনায় অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে যাহা আমরা ঠিক জানি তাহার একটু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। ভবিষ্যতের চিন্তা করিবার পূর্ব্বে অতীতের চিন্তা করা বিধেয়। শুন প্রমোদ, আমাদের অবস্থা আমি যেমন বুঝিয়াছি তাহা তোমাকে বলিতেছি। সমস্ত কথা শুনিয়া আমার যদি কোন ভুল দেখ তাহা ধরিয়া দেও। তুমি এবং আমি নিতান্ত বিপদাপন্ন অবস্থায় পশ্চিম হইতে এখানে ফিরিয়া আসি।"

"আহা অত কথায় কাজ কি? আমার কয়েক হাজার আর তোমার কয়েক শত টাকার অত্যন্ত দরকার উপস্থিত হইয়াছিল এবং সে টাকা না পাইলে আমাদের উভয়েরই একসঙ্গে সর্ব্বনাশ হইবার কথা, এইতো আমাদের অবস্থা; এখন কি বলিতে চাহ বল।"

"বেশ কথা। এ গরিবের সামান্য কয়েক শত টাকা সমেত তোমার সেই দরকার মিটাইবার জন্য সমস্ত টাকা তোমার স্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত হস্তগত হইবার আর কোনই উপায় ছিল না। পশ্চিম হইতে আসিবার সময় পথে তোমাকে তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে আমি কি বলিয়াছিলাম? তার পর যখন এখানে আসিয়া স্বচক্ষে মনোরমা কিরূপ প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহা জানিতে পারিয়াছি তখন আবার

তোমাকে সে সম্বন্ধে কি বলিয়াছি তাহা তোমার মনে আছে তো?"

"অত কথা আমি মনে করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। তোমার সারাদিনের বক্তৃতা মনে করিয়া রাখিতে হইলেই সর্ব্বনাশ আর কি!"

"ভাল তোমার যদি সে কথা মনে না থাকে তাহা হইলে আমি আবার তাহা বলিতেছি। আমি বলিয়াছিলাম ভাই, এপর্য্যন্ত মানব বুদ্ধি স্ত্রীলোককে বশীভূত রাখিবার নিমিত্ত কেবল মাত্র দ্বিবিধ উপায় অবধারণ করিয়াছে। এক উপায়, তাহাকে নিরন্তর গলা টিপিয়া রাখা। নিম্ন শ্রেণীর পশু প্রকৃতিক মানবেরা প্রায়ই এই উপায়ের পক্ষপাতী, কিন্তু সভ্য ও শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীভুক্ত জনগণ এ উপায়ের নিতান্ত বিরোধী। দ্বিতীয় উপায় বহুকাল সাপেক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন হইলেও সমানই ফলপ্রদ। সে উপায় আর কিছুই নহে, কদাচ স্ত্রীলোকের কথায় রাগ করিতে নাই। এই উপায়ে ইতর পশুকে, শিশুগণকে এবং শিশুরই বর্দ্ধিত রূপান্তর স্বরূপ স্ত্রীলোকগণকে বশীভূত করা যাইতে পারে। স্থির প্রকৃতির সাহায্যে পশু, শিশু এবং স্ত্রী এ তিনকেই ফাঁদে ফেলা যায়। যদি তাহারা কখন তাহাদের প্রভুর স্থিরমতিত্ব বিচলিত করিতে পারে তাহা হইলেই ঘাড়ে চড়িয়া বইসে। অর্থের জন্য যখন তোমার স্ত্রীর সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল তখন তোমাকে এই সার কথা মনে রাখিবার জন্য আমি অনুরোধ করিয়াছিলাম। তোমাকে আরও বলিয়াছিলাম, তোমার স্ত্রীর ভগ্নী মনোর-

মার সমক্ষে একথা অধিকতর স্মরণে রাখিবে। তুমি কি তাহা মনে করিয়াছিলে? এবাটিতে আগমন করার পর এ পর্য্যন্ত আমাদের যত বিপদ ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কোন সময়েই তুমি আমার এ উপদেশের অনুরূপ কার্য্য কর নাই। এইরূপ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি দলিলে তোমার স্ত্রীর নাম সহি করাইতে পারিলে না. উপস্থিত টাকা তোমার হাত ছাড়া হইয়া গেল, এবং মনোরমা প্রথমবার উকীলের নিকট পত্র—"

"প্রথমবার পত্র কি? আবারও কোন পত্র লিখিয়াছে নাকি?"

"হাঁ, আজি আবার এক পত্র লিখিয়াছে।" নীচে ধপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল; বোধ হইল যেন রাজা ক্রুদ্ধ ভাবে ভূমিতলে পদাঘাত করিলেন। আবার আমার চিঠির কথা ব্যক্ত হইয়াছে জানিয়া আমি এমনই চমকিয়া উঠিলাম যে, যে রেলটার উপর আমি মাথা রাখিয়াছিলাম সেটা একটু নড়িয়া উঠিল এবং সেজন্য একটু শব্দও হইল। কিন্তু এ পত্রের কথা চৌধুরী মহাশয় জানিতে পারিলেন কি প্রকারে? তিনি কি আমার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন? অথবা ডাকের থলিয়ায় কোন চিঠি দেই নাই বলিয়া কি তিনি অনুমান করিয়াছেন যে তবে অবশ্যই আমি গিরিবালার দ্বারা চিঠি পাঠাইয়াছি? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে চিঠি যখন আমার হাত হইতে একেবারে গিরিবালার বস্ত্র মধ্যগত হইয়াছে, তখন চৌধুরী মহাশয়ের তাহা দেখিবার সম্ভাবনা কি আছে?

চৌধুরী মহাশয় আবার বলিতে লাগিলেন,—"তোমার অদৃষ্ট ভাল যে আমি এখানে আছি। তুমি অনিষ্ট করিতে যেমন নিপুণ আমি সঙ্গে সঙ্গে তাহা সংশোধন করিতে তেমনই তৎপর। তোমার অদৃষ্ট ভাল যে যখন তুমি মত্ত বুদ্ধির প্রাবল্যে তোমার স্ত্রীর ঘরে চাবি দিয়া মনোরমার ঘরেও চাবি দিতে চহিয়াছিলে, তখন আমি তাহা করিতে দিই নাই। তোমার কি চক্ষু নাই? মনোরমাকে দেখিয়া তুমি কি বুঝিতে পার না যে তাহার পুরুষের অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে সাহস ও সাবধানতা আছে? উহাকে যদি আমি সহায় পাই তাহা হইলে না করিতে পারি কি জানি না। আর ঐ স্ত্রীলোক যদি আমার শত্রু হয় তাহা হইলে আমি—তোমার দ্বারা শতাধিক বার সমর্থিত চতুর-চূড়ামণি জগদীশ নাথ রায় চৌধুরী—আমাকেও বিপদ সাগরে হাবুডুবু খাইতে হয়। এই অত্যদ্ভুত স্ত্রীলোক, এই অতি সাহসসম্পন্না নারী, স্নেহের জন্য সাহসে নির্ভর করিয়া, একদিকে তাহার ক্ষীণ স্বভাবা ভগ্নী এবং অপরদিকে আমরা দুই জন এই উভয় পক্ষের মধ্যে বিরাট গিরির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্বার্থের অনুরোধে আমাদের এই নারীর প্রতিকুলতাচরণ করিতে হইতেছে বটে, কিন্তু তুমি তাহাকে যেরূপ উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছ তাহাতে নিতান্ত বিষময় ফল ফলিবে এবং সে ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রমোদ, তোমার সমস্ত মন্ত্রণা ব্যর্থ হওয়াই উচিত এবং তাহাই হইতেছে।"

কিয়ৎকাল উভয় পক্ষই নীরবে থাকিলেন। এই দুরাত্মার মৎসম্বন্ধীয় এই সকল উক্তি আমাকে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া

রাখিতে হইতেছে। কি করি, যেরূপ ব্যাপার উপস্থিত, তাহাতে প্রত্যেক কথাই স্থায়ীরূপে লিখিত না থাকিলে, হয়ত ভবিষ্যতে সমস্ত ঘটনার অবিকল ধারা স্মরণে না আসিতে পারে।

রাজা বলিলেন,—"বল আমাকে, যত পার বল; মুখের কথা বলা খুবই সোজা কাজ। কেবলই যদি টাকার ভাবনা ছাড়া আর কোন গোলের কথা না থাকিত তাহা হইলে সকল কথাই মিষ্ট লাগিত। কিন্তু সকল কথা যদি জানিতে তাহা হইলে তুমিও স্ত্রীলোকদের উপর আমার মত কঠিন ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারিতে না।"

চৌধুরী বলিলেন,—"ভাল তোমার অপর গোলের বিষয় ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইবে। আপাততঃ টাকার কথা উঠিয়াছে, তাহার মীমাংসা আগে শেষ হউক। তুমি নানা কথা এক সঙ্গে তুলিয়া যত গোল করিতে পার কর, আমি কিন্তু গোলে ভুলিবার ছেলে নই।"

রাজা বলিলেন,—"বুঝিলাম তুমি খুব পাকা লোক। বাজে কথা লইয়া বাহাদুরী করা খুব সোজা কথা, কিন্তু এরূপ স্থলে সদ্‌যুক্তি স্থির করা তত সোজা কথা নহে। বল দেখি, এখন কর্ত্তব্য কি?"

"কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য স্থির করার ভাবনা কি? আজি হইতে তুমি সমস্ত ভার আমার উপর দেও, দেখ আমি সব ঠিক করিতে পারি কি না।"

"ভাল, যদিই তোমার হাতে সব ভার সমর্পণ করা যায় তাহা হইলে তুমি প্রথমে কি করিবে বল।"

"আগে তুমি আমার কথার উত্তর দাও। আমার হাতে সমস্ত ভার দিলে বল।"

"ভাল, তোমার হাতেই সকল ভার দেওয়া গেল; তাহার পর ?"

"আমি প্রথমে বর্ত্তমান ঘটনাবলী বেশ করিয়া জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া ও আলোচনা করিয়া তবে মতলব ঠিক করিব। একটুও সময় নষ্ট করা হইবে না। দেখ মনোরমা দেবী আজি আবার উকীলের নিকট পত্র লিখিয়াছেন, একথা তোমাকে আমি বলিয়াছি।"

"তুমি এ কথা জানিলে কিরূপে? তাহাতে লিখিয়াছে কি ?"

"তাহা আমি জানিলাম কিরূপে তাহা তোমার জানিবার কোনই দরকার দেখিতেছি না। এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ, যে আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি এবং সেই জন্য আমি সমস্ত দিন নিতান্ত উদ্বিগ্ন আছি বলিয়া তোমার সহিত কোন কথাবার্ত্তা কহিতে সুযোগ পাই নাই। যাউক, এখন মূল প্রসঙ্গ ধরিয়া আলোচনা আরম্ভ করা হউক। তোমার স্ত্রীর দস্তখৎ না পাইয়া, অগত্যা অন্য উপায়ে, তিন মাসের মুদ্দতে টাকা ধার করিয়া উপস্থিত দায় উদ্ধার করা হইয়াছে। সে ভয়ানক উপায়ের কথা মনে করিতে হইলেও আমার দরিদ্র দেহ ভয়ে কম্পান্বিত হয়। যাহাই হউক, সেই তিন মাস হইয়া গেলে কি হইবে? বাস্তবিকই কি তোমার স্ত্রীর স্বাক্ষর ব্যতীত সে সময়ে সে টাকা পরিশোধের আর কোন উপায় নাই ?"

"কিছু না।"

"বল কি? ব্যাঙ্কে কি তোমার কিছু টাকা জমা নাই?"

"কয়েক শো মাত্র, কিন্তু আমার তত হাজারের দরকার।"

"বন্ধক দিয়া ধার করিবার মত কোন সম্পত্তিও নাই কি?"

"এক টুকরাও নাই।"

"তোমার স্ত্রীর নিকট এখন আছে কি?"

"কিছুই না; কেবল তার দুই লাখ টাকার সুদ, তাতেই কায়ক্লেশে আমাদের সংসার খরচ চলিতেছে।"

"স্ত্রীর নিকট হইতে পাইবার প্রত্যাশা কর কত?

"তার খুড়া মরিয়া গেলে বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা পাইবার ব্যবস্থা আছে।"

"যথেষ্ট সম্পত্তি প্রমোদ! সে খুড়া লোকটা কেমন? খুব বুড়া কি?"

"না—বুড়াও নয়, জোয়ানও নয়।"

"কি রকম স্বভাবের লোক? বিবাহিত কি? না না, আমার স্ত্রীর নিকট শুনিয়াছি যেন তিনি বিবাহ করেন নাই।"

"যদি সে বিবাহ করিত এবং তাহার সন্তান থাকিত তাহা হইলে আমার স্ত্রী কখনই তাহার উত্তরাধিকারিণী হইত না। সে একটা স্বার্থপর, পাগলাটে-গোছের মানুষ; যে কেহ তাহার নিকট গেলেই সে আপনার শরীরের কথায় তাহাকে জ্বালাতন করিয়া মারে।"

"ঐ রকমের মানুষ কিন্তু অনেক দিন বাঁচে এবং জেদ্ করিয়া হঠাৎ বিবাহ করিয়াও বইসে। সে খুড়ার দরুণ ত্রিশ হাজার টাকার ভরসা এখন ছাড়িয়া দেও। তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে আর কিছুই কি তোমার পাইবার সম্ভাবনা নাই?

"কিছু না।"

"আদবে কিছুই না?"

"তার মৃত্যু পর্য্যন্ত আদবে কিছুই না।"

"ওহো! বুঝিয়াছি।"

কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব। চৌধুরী চেয়ার হইতে উঠিয়া বারাণ্ডায় ঘুরিতে লাগিলেন; তাঁহার আওয়াজ শুনিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম, তিনি বলিলেন,— "বৃষ্টি আসিয়াছে; দেখিতেছি।" বাস্তবিকই অনেকক্ষণ অবধি বৃষ্টি পড়িতেছে, আমার কাপড় চোপড় ভিজিয়া কাদা হইয়া গিয়াছে। চৌধুরী মহাশয় আবার ফিরিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, আবার তাঁহার ভারে কাষ্ঠাসন শব্দিত হইল। তিনি বলিলেন.—"তার পর প্রমোদ. —হাঁ—তোমার রাণীর মৃত্যুর পর কি পাইবে?"

"যদি সন্তান না থাকে—"

"থাকার সম্ভাবনা নাকি?"

"মোটে না।"

"বটে? তাহা হইলে কিরূপ ব্যবস্থা?"

"আমি তাহা হইলে তাহার দুই লক্ষ টাকা পাইব।"

"নগদ টাকা—তখনই।"

"নগদ টাকা—তখনই।"

আবার তাঁহারা উভয়েই নীরব। তাঁহাদের কথা সমাপ্তির সঙ্গে এদিকে চৌধুরাণী ঠাকুরাণী জানালার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। যদি তিনিও আমাকে দেখিতে পান! আমি তো প্রায় তাঁহার সম্মুখেই রহিয়াছি বলিলে হয়! ঘনান্ধকার এবং অত্যন্ত বৃষ্টির জন্যই তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন না বোধ হয়। সেই দারুণ বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আমি রুদ্ধশ্বাস হইয়া বসিয়া রহিলাম। কিয়ৎকাল পরে তিনি জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন; আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

এদিকে চৌধুরী মহাশয় আবার রাজাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রমোদ! তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার বিশেষ মায়া আছে কি?"

"জগদীশ! তোমার এ কি রকম প্রশ্ন?"

"আমি যে রকম লোক। আমি আবারও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"কিন্তু ওকি? তুমি অমন করিয়া রাক্ষসের মত আমার মুখের প্রতি চাহিয়া আছ কেন?'

"তবে তুমি আমার কথার উত্তর দিবে না? ভাল, মনে কর এই পুজার পুর্ব্বেই তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হইবে।"

"জগদীশ! ও কথা ছাড়িয়া দেও।"

"মনে কর তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হইবে—"

"আমি তোমাকে আবার বলিতেছি, ও কথায় এখন আর কাজ নাই।"

"তাহা হইলে তুমি দুই লক্ষ টাকা পাইবে, তোমার ক্ষতি হইবে—"

"বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকার আশা ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

"বড় দূর আশা, প্রমোদ—নিতান্ত দূর আশা। তোমার এখনই টাকার দরকার। এক্ষেত্রে তোমার লাভ নিশ্চিত, ক্ষতি অনিশ্চিত।"

"আমার সুবিধার কথা যেমন দেখিতেছ, তেমনই আপনার সুবিধার কথাও ভাবিয়া দেখ। টাকার জন্য আমার যে দরকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অনেকাংশ তোমারই জন্য ধার করা হইয়াছিল, সে কথা মনে আছে তো? আর আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তোমার স্ত্রীও যে এক লক্ষ টাকার অধিকারিণী হইবেন, এ কথা তোমার মত ধূর্ত্ত লোক যে এককালে ভুলিয়া গিয়াছে এরূপ বোধ হয় না। ওকি! আবার অমন করিয়া চাহিতেছ কেন? আমার ও সব ভাল লাগে না। তোমার এইরূপ দৃষ্টি দেখিয়া, আর ঐ সকল ভয়ানক প্রশ্ন শুনিয়া আমার শরীর কণ্টকিত হইতেছে।"

"তোমার শরীর কণ্টকিত হইতেছে! সত্য নাকি? তোমার স্ত্রীর মৃত্যু একটা সম্ভাবিত ঘটনা মাত্র, আমিও তাহাই বলিতেছি, তাহাতে ক্ষতি কি? যে সকল অতি গণ্যমান্য উকীল নিয়ত উইল ও অন্যান্য দলিল প্রস্তুত করেন, তাঁহারা তো সততই জীবন্ত মানুষের মরার কথা আলোচনা করেন। তাহাতে কি তোমার শরীর কণ্টকিত হয়? তোমার

অবস্থা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রণিধান করা আমার অদ্য রাত্রের প্রয়োজন। আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। যদি তোমার স্ত্রী বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে দলিলে তাঁহার নাম সহি করাইয়া লইয়া উপস্থিত দায় উদ্ধার করিতে হইবে। আর যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্য অর্থ হইতে সে দায় মিটাইতে হইবে।"

এই সময় রঙ্গমতী দেবীর ঘরের আলোক নির্ব্বাপিত হইল। তিনি এতক্ষণে শয়ন করিলেন বোধ হয়।

রাজা ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিলেন,—"বল! মুখের কথা বই তো নয়, যত পার বল! তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে যেন দলিলে আমার স্ত্রীর নাম সহি হইয়াই গিয়াছে।"

চৌধুরী বলিলেন,—'সে সকল ভার তুমি আমার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছ, তবে আর কথা কহ কেন? এখনও আমার সম্মুখে দুই মাসের অধিক সময় আছে। যখন সেই সময় উপস্থিত হইবে, আমি কিছু করিয়া উঠিতে পারি কি না, তখন দেখাইব; সে কথা আপাততঃ যাইতে দেও। টাকার কথা এই স্থানে ছাড়িয়া দিয়া আমি এখন তোমার অপর গোলযোগের কথায় মনঃসংযোগ করিতে প্রস্তুত আছি। যে জন্য আজি কালি তোমার অত্যন্ত ভাবান্তর দেখা যাইতেছে, অতঃপর সে সম্বন্ধে যদি আমাকে তোমার কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

রাজা সহজ ও ভদ্র স্বরে বলিলেন,—"জিজ্ঞাসা তো

করিব, কিন্তু কোথা হইতে যে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিব তাহাই ভাবিয়া স্থির করা ভার।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমি তোমার সহায়তা করিব কি? তোমার এই গুপ্ত উদ্বেগের একটা নাম দেওয়া যাউক। এ ব্যাপারের নাম মুক্তকেশী হউক না কেন?"

"দেখ জগদীশ, আমাদের পরিচয় বহুদিনের। তুমি আমাকে দুই একটা বিপদে বিশেষ সাহায্য করিয়াছ সত্য, কিন্তু অর্থ দ্বারা যত দূর সম্ভব আমি তোমার প্রত্যুপকারের কোনই ত্রুটি করি নাই। আমরা উভয়েই উভয়ের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি; কিন্তু অবশ্যই আমাদের উভয়েরই উভয়ের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিবার অনেক বিষয় আছে—নাই কি?"

"তোমার একটী বিষয় আমার অজ্ঞাত ছিল বটে; কিন্তু সম্প্রতি একটী কঙ্কাল মূর্ত্তি তোমার এই রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া, তুমি ছাড়া অন্য লোককেও, দেখা দিয়াছে জানিবে।"

"ভাল, যদি তাহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, যখন সে বিষয়ের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, তখন সে জন্য তোমার কৌতূহলী হইবার প্রয়োজন কি?"

"সে জন্য আমি কি কৌতূহলী হইয়াছি?"

"হাঁ, তা হইয়াছ বই কি।"

"বটে? তবে আমার মুখ এবার ধরা দিয়াছে দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্য কথা! এত বুড়া বয়সেও মনের ভাব

মুখের চেহারায় বাহির হইয়া পড়ে! ও কথা যাইতে দেও। শুন রাজা, আমাদের এখন অকপট চিত্তে কথা কহা আবশ্যক। আমি তোমার গুপ্ত বিষয়ের সন্ধান করি নাই, তোমার সেই গুপ্ত বিষয়ই আমার সন্ধান করিয়াছে। ভাল ধর, আমি সে জন্য কৌতুহলী হইয়াছি; কিন্তু আমি তোমার প্রাচীন বন্ধু, একথা স্মরণ করিয়াও তুমি কি আমাকে তোমার রহস্য ও তজ্জনিত বিভ্রাট সম্পূর্ণরূপে তোমারই হস্তে রাখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে অনুরোধ কর?"

"হাঁ, ঠিক তাই আমার মনের ভাব।"

"তাহা হইলে এই মুহূর্ত্ত হইতে আমার কৌতুহলের অবসান ও মৃত্যু হইল জানিবে।"

"বাস্তবিকই কি তোমার মনের তাই সংকল্প?"

"কেন তুমি আমাকে সন্দেহ করিতেছ?"

"কারণ জগদীশ, তোমার রকম সকম ও ভাবভঙ্গী সম্বন্ধে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। তুমি যে কোন না কোন সময়ে আমার নিকট হইতে এ কথা বাহির না করিয়া লইয়া ছাড়িবে, এরূপ আমার বোধ হয় না।"

চেয়ার আবার শব্দিত হইল এবং বারান্দার থামটা কাঁপিয়া উঠিল। চৌধুরী বেগে গাত্রোত্থান করিয়া মহারাগের সহিত থামের গায়ে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি কম্পিত ও ক্রুদ্ধ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"প্রমোদ! তুমি কি সত্যই আমাকে কেবল ঐরূপ লোক বলিয়াই জান? আমার সম্বন্ধে তোমার এত অভিজ্ঞতাতেও আমার স্বভাবের কিছুই কি তুমি দেখিতে পাও নাই? সুযোগ সমুপস্থিত

হইলে আমি অতি মহিমান্বিত পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদনে সক্ষম, তাহা কি তুমি জান না? দুর্ভাগ্যের বিষয় আমার জীবনে তাদৃশ সুযোগ অতি অল্পই উপস্থিত হইয়াছে। আমার বন্ধুত্ব বোধ অতি উচ্চ ও গাঢ়। তোমার সেই রহস্য সংযুক্ত কঙ্কাল মূর্ত্তি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে; সে জন্য আমার অপরাধ কি? আমার কৌতুহলের কথা আমি স্বীকার করিলাম কেন? আমি ইচ্ছা করিলে লোকে যেরূপ সহজে গাড়ু হইতে জল ঢালিয়া বাহির করে সেইরূপ ভাবে তোমার নিকট হইতে তোমার রহস্য বাহির করিয়া লইতে পারিতাম। বল তুমি, তাহা আমি পারিতাম কি না। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু এবং বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য সমূহ আমি পবিত্র ও পুণ্যময় বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই জন্যই দেখ আমি ঘৃণার্হ কৌতুহলকে পদতলে বিদলিত করিলাম। প্রমোদ, আমার ন্যায় ব্যক্তিকে অবিশ্বাস করিয়া তুমি নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ। কিন্তু আমি বন্ধুকৃত, দুর্ব্যবহার কিরূপে ক্ষমা করিতে হয় তাহা জানি। আইস প্রমোদ, তোমার সমস্ত দুর্ব্যবহারের কথা ভুলিয়া তোমাকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া সুখী হই।" চৌধুরী মহাশয়ের কথার শেষ ভাগের স্বর শুনিয়া বোধ হইল, বাস্তবিকই তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে! রাজা থতমত খাইয়া আমৃতা আমৃতা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু চৌধুরী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"ছিঃ বন্ধুর নিকট বন্ধুর ক্ষমা প্রার্থনা উভয়ের পক্ষেই নিতান্ত ইতরতার চিহ্ন। ও সকল কথা যাইতে দেও।

আমাকে সরল হৃদয়ে বল দেখি, আমার কোন সাহায্যে তোমার প্রয়োজন আছে কি না?"

"অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।"

"তাহা হইলে কোন্ স্থলে তাহার প্রয়োজন, অকুণ্ঠিত চিত্তে তুমি তাহা ব্যক্ত করিতে পার।"

"আমি তোমাকে আজি বলিয়াছি যে মুক্তকেশীর সন্ধানের জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই।"

"একথা তুমি আমাকে বলিয়াছ বটে।"

"জগদীশ! যদি তাহার সন্ধান না পাওয়া যায় তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

"বটে! এটা তা হলে কি এতই ভয়ানক কথা?"

একটু আলো বারান্দার নীচে ঘাসের উপর নড়িতে লাগিল। আমার বোধ হইল, চৌধুরী মহাশয় রাজার মুখের ভাব সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য পুস্তকালয়ের মধ্যস্থসস্থিত আলোক বাহির করিয়া আনিলেন। তাহার পর বলিলেন;—"হাঁ, তোমার মুখের ভাব দেখিয়া বিষয়টা যে নিতান্ত গুরুতর তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অর্থ-ঘটিত ব্যাপারও যেমন ভয়ানক, ইহাও দেখিতেছি তেমনই।"

"অধিকতর ভয়ানক! তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, কোন ব্যাপারই এ ব্যাপারের তুল্য নহে।"

চৌধুরী আলোক যথাস্থানে রাখিয়া আসিলেন বোধ হইল। রাজা বলিলেন,—"মুক্তকেশী বালির মধ্যে

আমার স্ত্রীর উদ্দেশে যে চিঠি লুকাইয়া রাখিয়াছিল তাহা আমি তোমাকে দেখাইয়াছি। জগদীশ। সে পত্রে কোন বৃথা জাঁকের কথা নাই; সুতরাং সহজেই অনুমান হইতেছে যে, সে নিশ্চয়ই আমার গুপ্ত রহস্য জানে।"

"আমাকে সে রহস্যের কথা জানাইয়া কাজ নাই। আমি কেবল জানিতে চাহি, সে কথা সে কোথা হইতে জানিল।"

"সে তাহার মাতার নিকট হইতে জানিয়াছে।"

"এঃ! বড় মন্দ সংবাদ! দুই জন স্ত্রীলোক একটা গুপ্ত কথা জানা ভাল নহে! দাঁড়াও, আর একটা কথা অগ্রে জিজ্ঞাসা করি। মুক্তকেশীকে পাগলা গারদে আটকাইয়া রাখার অভিপ্রায় আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু সে কেমন করিয়া সেখান হইতে পলাইল তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। যাহাদের উপর তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তাহারা অপর কোন ব্যক্তির প্ররোচনায় ইচ্ছাপূর্ব্বক অসাবধান হইয়া মুক্তকেশীর পলায়নের সুযোগ করিয়া দিয়াছে এরূপ সন্দেহ তোমার মনে হয় কি?"

"না; তাহার কোন দৌরাত্ম্য ছিল না এবং রক্ষকেরা তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত। সে যে পুরাপরি পাগল এমন কথা বলা যায় না। পাগল বলিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে যদি স্বাধীনতা পায় তাহা হইলে সুবোধ মনুষ্যের মত সহজ কথায় সহজেই আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারে।"

"বুঝিয়াছি। এ অবস্থায় তোমার বিপদের সম্ভাবনা কি আছে তাহা আমাকে অগ্রে বুঝাইয়া দেও, তাহার পর আমি কর্ত্তব্য স্থির করিব।"

"মুক্তকেশী নিকটেই আছে এবং রাণীর সহিত তাহার দেখা সাক্ষাৎ ও পত্র লেখালেখি চলিতেছে—আর বিপদের বাকী কি? আমার স্ত্রী যতই কেন অস্বীকার করুক না, বালিতে লুকান সেই পত্র পাঠ করিয়া কে বলিবে যে সে গুপ্ত কথা এখনও আমার স্ত্রী জানিতে পারে নাই?"

"দাঁড়াও, প্রমোদ। যদিই রাণী সে রহস্য জানিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে সে কথা তোমার পক্ষে নিতান্ত হানিজনক। তিনি তোমার স্ত্রী, সে কথা তিনি কখনই ব্যক্ত করিবেন না।"

"বটে! সে কথাও তোমাকে বলিতেছি শুন। যদি আমার প্রতি তাহার কিছু মাত্র অনুরাগ থাকিত, তাহা হইলে আমার হানিজনক রহস্য প্রচ্ছন্ন রাখাই সে স্বার্থের অনুকুল বলিয়া জ্ঞান করিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি অপর একজনের পথে কণ্টক মাত্র। দেবেন্দ্র নামে একটা লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা মাষ্টারকে, আমার সহিত বিবাহ হইবার পুর্ব্ব হইতে, সে ভাল বাসিত—এখনও তাহাকে ভাল বাসে।"

"তাহা হইলই বা ভাই? ইহাতে ক্ষতিই বা কি, বিস্ময়ের কারণই বা কি? কে কোথায় স্ত্রী-হৃদয়ের প্রথম অধিকারী হইয়াছে? আমার এত বয়স হইল, সংসারের এত দেখিলাম শুনিলাম, কিন্তু কই, প্রথম

সংখ্যক প্রেমিক আমি তো কখন দেখি নাই। দুইয়ের নম্বর দুই একটা দেখিয়াছি বটে। তিনের, চারের, পাঁচের নম্বর অনেক দেখিয়াছি। একের নম্বর একজন করিয়া আছে বটে, কিন্তু আমি তো কখন তাহার দেখা পাই নাই।"

"থাম, আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই। মুক্তকেশী যখন পলাইয়া যায় তখন কে তাহার সহায়তা করিয়া তাহাকে অনুসরণকারীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল জান? ঐ দেবেন্দ্র। আনন্দধামে মুক্তকেশীর সহিত কে আবার দেখা করিয়াছিল জান? ঐ দেবেন্দ্র। দুইবারই সে একাকী তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল। এই নরাধম আমার স্ত্রীকে যেমন ভাল বাসে, আমার স্ত্রীও তাহাকে তেমনই ভাল বাসে। সেও এই গুপ্ত কথা জানে, আমার স্ত্রীও তাহা জানে। এই দুই জন একবার একত্র হইলেই, আপনাদের ইষ্টের জন্য, সেই গুপ্ত সংবাদের সহায়তায়, আমার সর্ব্বনাশ করিবে তাহার আর সন্দেহ কি?"

"এও কি হইতে পারে, প্রমোদ? রাণীর এত ধর্ম্মজ্ঞান থাকিতে এমন কার্য্য তাঁহার দ্বারা হওয়া সম্ভব কি?"

"রেখে দেও তোমার ধর্ম্মজ্ঞান? রাণীর টাকা ছাড়া আর কি আছে না আছে তা আমি জানি না। ব্যাপারটা কি তুমি দেখিতে পাইতেছনা? হইতে পারে রাণী নিজে খুব নিরীহ লোক, কিন্তু যদি রাণী এবং সেই হতভাগা দেবেন্দ্র—"

"হাঁ, হাঁ, আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু দেবেন্দ্র এখন আছে কোথায়?"

"ওঃ, সে এখন বলিতে গেলে এ দেশেই নাই। যদি তাহার বাঁচিবার সাধ থাকে, তবে যেন সে শীঘ্র এ দেশে না ফিরিয়া আইসে।"

"তুমি নিশ্চিত জান সে অনেক দূরে আছে?"

"নিশ্চয়। তাহার আনন্দধাম হইতে চলিয়া আসার পর হইতে, এদেশ হইতে প্রস্থান কাল পর্য্যন্ত নিয়ত তাহার পশ্চাতে আমি লোক লাগাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমি সাবধানতার কোনই ত্রুটি করি নাই। মুক্তকেশী শক্তি-পুরের নিকটেই একটা খামার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহার সন্ধানে সেখানে নিজে গিয়াছিলাম। যাহাতে মুক্তকেশীকে আবদ্ধ রাখায়, দুরভিসন্ধির পরিবর্ত্তে আমার মহত্বই ব্যক্ত হয়, এইরূপ ভাবে মনোরমা দেবীকে লিখিবার জন্য এক খানি পত্রের রচনা করিয়া মুক্তকেশীর মাতার নিকট রাখিয়া দিয়াছিলাম। তাহার সন্ধানের জন্য কতই যে অর্থ ব্যয় করিয়াছি তাহার আর কি বলিব? এত সাব-ধানতা স্বত্বেও সে এখন আবার কোথা হইতে আসিয়া আমারই জমিদারীর মধ্যে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে! কেমন করিয়া জানিব, কত লোকের সঙ্গেই হয়ত তাহার দেখা হইতেছে এবং কত লোকই হয়ত তাহার সহিত কথা কহিতেছে! সেই সর্ব্বনেশে দেবেন্দ্রটা হয়ত আমার অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়িতে পারে এবং কালিই মুক্ত-কেশীর সহিত মিলিয়া—"

"তাহার ক্ষমতায় তাহা আর হইতেছে না! যখন আমি এক্ষেত্রে উপস্থিত আছি এবং মুক্তকেশী এ অঞ্চলেই আছে, তখন যদিই দেবেন্দ্র ফিরিয়া আইসে, তবুও তাহার আর কিছু করিতে হইবে না। এখন মুক্তকেশীকে খুঁজিয়া বাহির করাই আমাদের প্রথম আবশ্যক? অন্যান্য বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার স্ত্রী তোমার মুঠার মধ্যেই আছেন; মনোরমা দেবী কোন ক্রমেই তোমার স্ত্রীর কাছ ছাড়া হইবেন না, সুতরাং তিনিও তোমার মুঠার মধ্যেই আছেন; আর দেবেন্দ্র বাবু তো বিদেশে। এখন কেবল এই অদৃশ্য মুক্তকেশীই আমাদের প্রধান ভাবনার বিষয়। তুমি এ বিষয়ে যতদূর সন্ধান করিবার সব করিয়াছ তো?"

"হাঁ! আমি তার মার কাছে গিয়াছি; গ্রামে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছি—কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইয়াছে।"

"তার মা কি বিশ্বাস করিবার মত লোক?"

"হাঁ।"

"সে তো একবার গুপ্ত কথা বলিয়া ফেলিয়াছে।"

"আর বলিবে না।"

"কেন? একথা ব্যক্ত না করায় তার কোন স্বার্থ আছে কি?"

"বিশেষ স্বার্থ আছে।"

"ভাল কথা। প্রমোদ তুমি হতাশ হইও না। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি টাকার ভাবনা ভাবিবার এখনও দেরি আছে। আমি কালি হইতে মুক্তকেশীর সন্ধান করিব

এবং তোমাদের অপেক্ষা কৃতকার্য্য হইব। এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে?”

“কি?”

“আপাততঃ দলিলে নাম সহি করিতে হইবে না, এই সংবাদ রাণীকে দিবার জন্য যখন আমি কাঠের ঘরে যাই, তখন ঘটনাক্রমে দেখিতে পাই যে একটা স্ত্রীলোক, কেমন সন্দেহজনক ভাবে রাণী নিকট বিদায় লইয়া, চলিয়া যাইতেছে। আমি তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। মুক্তকেশীকে চিনিতে পারিব কিরূপে তাহা আমার জানা আবশ্যক। সে দেখিতে কিরূপ?”

“হাঃ হাঃ! আমি এক কথায় তোমাকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। সে আমার স্ত্রীর পীড়িত ও রুগ্ন রূপান্তর মাত্র।”

আবার চেয়ারের শব্দ হইল এবং আবার থাম কাঁপিয়া উঠিল। চৌধুরী মহাশয় বোধ হয় এবার সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। নিতান্ত আগ্রহের সহিত তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—“বল কি?”

রাজা উত্তর দিলেন,—“একটা কঠিন পীড়ার পরে আমার স্ত্রীর আকৃতি কিরূপ দাঁড়াইবে একবার কল্পনা কর; সেই আকৃতিতে একটু মাথা পাগ্‌লা রকম ভাব যোগ কর, তাহা হইলেই মুক্তকেশী কি ঠিক বুঝিতে পারিবে।”

“উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কি?”

“কিছু মাত্র না।”

“তথাপি এরূপ সাদৃশ্য?”

“হাঁ, অদ্ভুত সদৃশ্য। কিন্তু তুমি হাসিতেছ কেন?”

কোন উত্তরও নাই, কোন শব্দও নাই। সময়ে সময়ে চৌধুরী মহাশয় যেরূপ নিঃশব্দে হাসিয়া থাকেন, বোধ হয় এখন সেইরূপেই হাসিতেছিলেন।

রাজা আবার সজোরে জিজ্ঞাসিলেন,—"ভাল, তুমি এত হাসিতেছ কেন?"

"সে কথায় তোমার কাজ কি, বাবা? আমি বাঙ্গাল—কখন হাসি, কখন কাঁদি তাহার তুমি কি বুঝিবে? যাউক, মুক্তকেশী আমার চক্ষে পড়িলে আর তাহাকে আমার চিনিতে ভুল হইবে না। এখন যাও—নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও গিয়া। দেখিও প্রাতে আমি কি করিয়া উঠি। আমার এই অতি প্রকাণ্ড মাথার মধ্যে অনেক মতলব আছে। তোমার টাকার গোলও মিটিয়া যাইবে, মুক্তকেশীকেও পাওয়া যাইবে, এবিষয়ে আমি তোমাকে শপথ করিয়া আশ্বাস দিতেছি। এখন বল, আমার ন্যায় বন্ধু হৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে সংস্থাপিত থাকিবার উপযুক্ত কি না? এখনই তুমি কৌশলে আমার টাকা ধারের কথা উল্লেখ করিয়াছ; এখন ভাবিয়া দেখ দেখি আমি তাহার যোগ্য কি না। আর যাহা কর প্রমোদ, আমাকে অকারণ আর কখন মনঃপীড়া দিওনা। আইস, আমি তোমার সহিত কোলাকুলি করিয়া তোমাকে আবার ক্ষমা করিতেছি। যাও, এখন শয্যায় গিয়া শয়ন কর।"

আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। তাঁহারা পুস্তকালয়ের দরজা বন্ধ করিলেন শুনিতে পাইলাম। এতক্ষণ কি বৃষ্টিই হইল, এখনও বৃষ্টি থামে নাই। ওঃ আমার হাতে পায়ে

—সর্ব্বাঙ্গে কি ভয়ানক ঝিঁ ঝিঁ ধরিয়াছে! একি দাঁড়াইতে পারিনা যে। অনেকক্ষণ যত্ন করিয়া তবে দাঁড়াইতে পারিলাম। কষ্টে সৃষ্টে ও সন্তর্পণে যখন নিজের ঘরে আসিয়া পৌঁছিলাম তখন রাত্রি প্রায় দেড়টা। আমার বারান্দা হইতে চলিয়া আসার সময়ে কেহ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে, বা কিছু বুঝিতে পারিয়াছে এমন কোনই সন্দেহের কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম না।

নবম পরিচ্ছেদ।

* * * *

২৩ শে জ্যৈষ্ঠ।—প্রাতঃকালে আকাশ বেশ খোলসা হইয়াছে। আমি সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটি বারও বিছানার নিকটে যাই নাই, একটী বারও চক্ষু বুজি নাই—মেজেতেই পড়িয়া আছি। কতক্ষণ সেখানে আছি তাহা ঠিক জানি না। বোধ হয় বারান্দা হইতে আসার পর এখানেই পড়িয়া আছি। সময়ের কোন বোধ আমার নাই। রাত্রি দেড়টার সময় আমি ঘরের মধ্যে আসিয়াছি, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন কত সপ্তাহই আমি এই অবস্থায় পড়িয়া আছি। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে কি বেদনা! এ দারুণ গ্রীষ্মের দিনে একি শীত! আমার শরীরে যে আর তৃণেরও শক্তি নাই। একি, আমি কি সেই আমি?

রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত এইরূপে পড়িয়া থাকার পর আমার শরীরের বিশেষ ভাবান্তর হইতে আরম্ভ হইল। তখন শীতের পরিবর্ত্তে অতিশয় উত্তাপ বোধ হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর ও মস্তিষ্কের শক্তিও পুনরায় ধীরে ধীরে দেখা দিল। তখন এ ভয়ানক স্থান হইতে যত শীঘ্র সম্ভব লীলাকে লইয়া পলায়ন করিবার সংকল্প করিলাম। এই দুই নরপ্রেতের নৈশ আলাপের সমস্ত কথা, এই সময়ে মনে জাগরূক থাকিতে থাকিতে, লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত আমার বিশেষ আগ্রহ হইল। তাহার পর আমি অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া বাতি জ্বালিলাম এবং কাপড় ছাড়িয়া লিখিতে বসিলাম। এ পর্য্যন্ত কথা আমার বেশ মনে আছে। তাহার পর অবিশ্রান্ত, দ্রুত, সতেজ ভাবে কলম চালাইতে থাকি। তখনও ভোর হয় নাই, তখনও বাটীর লোক জাগে নাই!

কিন্তু এখন, এত বেলা পর্য্যন্ত, আমি এখানে বসিয়া কেন? এখনও আরও লিখিয়া কাতর মস্তিষ্ককে আরও ক্লান্ত করিতেছি কেন? কেন শয়ন করিয়া বিশ্রাম করি না? কেন নিদ্রার দ্বারা এ দাহনকারী জ্বরের উগ্রতা নষ্ট করি না?

সে চেষ্টা করিতে আমার সাহস হয় না। একটা অতি দুরন্ত ভয় আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। এই যে দারুণ উত্তাপে আমার শরীর পুড়াইয়া ফেলিতেছে, তাহার জন্য আমি ভীত বটি, আমার মাথার মধ্যে যে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছে তাহার জন্যও আমি ভীত বটি। কিন্তু এখন যদি

আমি শয়ন করি তাহা হইলে হয়ত আর আমার উঠিবার মত শক্তি হইবে না, এই ভয়ই সকল ভয়ের অপেক্ষা প্রধান!

* * * * *

বাজিল কটা—আটটা না নটা? নটা হবে হয়ত। একি, আবার আমার এমন কম্প আরম্ভ হইল কেন? ওঃ পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল যে! একি, এখানে এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছি নাকি? কি জানি বসিয়া বসিয়া কি করিতেছি। হে ভগবান্! আমাকে কঠিন পীড়াগ্রস্ত করিতেছ কি? এইরূপ দুঃসময়ে পীড়া!

এঃ মাথার মধ্যে একি হইল? মাথার জন্য যে বড় ভয় হইতেছে। এখনও লিখিতে পারি, কিন্তু ছত্র গুলা মিশিয়া যাইতেছে। লীলা—লীলার নামটা আমি লিখিয়াছি। লীলা। বাজিল কটা—আটটা, না নটা?

কি বৃষ্টি! ওঃ! আমার মাথার ভিতরে ঘড়ি খট্ খট্ করিতেছে—

* * * *

মন্তব্য।

[এই স্থান হইতে দিনলিপি আর পড়া যায় না। ইহার পরেও যে দুই তিন পঁক্তি লিখিত আছে, তাহাতে সম্পূর্ণ কথা একটীও নাই। কথার অংশ বিশেষ লিখিত আছে মাত্র, তাহাও নিতান্ত অস্পষ্ট এবং কালী ও কলমের অনেক দাগ সংযুক্ত। শেষ কথাটী যেন লীলা বলিয়া বোধ হয়।

পর পৃষ্ঠায় এক অপরিচিতপূর্ব্ব লেখা দেখা যাইতেছে। লেখাটী বড় বড়, সমস্থূল ও সমশীর্ষ—যেন পুরুষের হস্তলিখিত এবং '২১ শে জ্যৈষ্ঠ' এই তারিখ যুক্ত। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।]

একজন অকৃত্রিম বন্ধু লিখিত উপসংহার।

আমাদের গুণবতী মনোরমা দেবীর পীড়া হওয়ায় আমার এক অপূর্ব্ব মানসিক সুখ সম্ভোগের সুযোগ সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি এই সম্প্রতি অধীত মনোজ্ঞ দিনলিপির উল্লেখ করিতেছি। ইহা বহু শত পৃষ্ঠাত্মক। আমি হৃদয়ে হস্তার্পণ করিয়া অকপটচিত্তে ঘোষণা করিতে পারি যে, তন্মধ্যস্থ প্রতি পৃষ্ঠাই আমাকে মুগ্ধ, আনন্দিত ও পুলকিত করিয়াছে। প্রশংসনীয় রমণী! মনোরমা দেবীর কথা বলিতেছি। বিরাট কীর্ত্তি! দিনলিপির কথা বলিতেছি।

বস্তুতই এই সকল পৃষ্ঠা বিস্ময়জনক। ইহাতে যে কৌশল, বিচার শক্তি, অসাধারণ সাহস, অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তি, মানব চরিত্র পর্য্যবেক্ষণের সুতীক্ষ্ণ ক্ষমতা, রচনার সরল সুন্দর ভঙ্গী, হৃদয়ভাবের স্ত্রীজনোচিত মুগ্ধকর উচ্ছ্বাস পরিদৃষ্ট হইতেছে তৎসমস্তই আমাকে এই মহান মহাপ্রাণীর—এই অপার্থিব মনোরমা সুন্দরীর স্তাবক করিয়া তুলিয়াছে। তন্মধ্যে আমার যে চরিত্র বিবৃত হইয়াছে, তাহা অত্যদ্ভুত ক্ষমতার পরিচায়ক। আমার সেই চরিত্র যে সম্পূর্ণ রূপ যথাযথ হইয়াছে, তৎপক্ষে আমার অন্তরে কোনই সন্দেহ নাই।

আমি যখন এতাদৃশ সমুজ্জল, মূল্যবান ও প্রকৃষ্ট বর্ণে বিচিত্রিত হইয়াছি তখন অবশ্যই আমি লেখিকার হৃদয়ে মৎসম্বন্ধে বিশদ স্থায়ীভাব সমুৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি নিতান্ত বিষন্ন হৃদয়ে ব্যক্ত করিতেছি যে, নিদারুণ প্রয়োজনানুরোধে আমাদিগকে বিরুদ্ধ পথে স্বার্থান্বেষণ করিয়া পরস্পরের প্রতিকূলতাচরণ করিতে হইতেছে। অপেক্ষাকৃত সুখময় সময় সমুপস্থিত হইলে, আমি মনোরমা দেবীর নাজানি কতই হৃদয়ানন্দ সম্বর্দ্ধনে সমর্থ হইতাম—মনোরমা দেবীও নাজানি আমার কতই হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধনে সমর্থ হইতেন।

যে অপূর্ব্ব ভাবে অধুনা আমার হৃদয় অনুপ্রাণিত তাহাতে অসত্যের স্থান থাকিতে পারে না। অতএব পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি তৎসমস্তই গভীর সত্যময়।

সেই অপূর্ব্বভাবের প্রাবল্যে আমার হৃদয়ে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতার অবকাশ নাই। আমি সম্প্রতি স্বার্থ চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া অকপট হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, প্রমোদ এবং আমার গুপ্ত কথোপকথন শুনিবার নিমিত্ত এই অতুলনীয় কামিনী যে কৌশলাবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নিরতিশয় প্রশংসার্হ এবং তাঁহার তৎসম্বন্ধীয় লিখিত বৃত্তান্ত আমূল বর্ণে বর্ণে সত্য।

সেই অপূর্ব্ব ভাবের প্রাবল্যে, আমি মনোরমা দেবীর রোগ শান্তির নিমিত্ত, আমার রসায়ণ শাস্ত্র সংক্রান্ত প্রগাঢ় জ্ঞান এবং চিকিৎসা ও তাড়িত-চৌম্বকীয় শাস্ত্র মানবজাতির কল্যাণার্থ যে সমস্ত কৌশল আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছে আমার তৎসমূহের অভিজ্ঞতা দ্বারা, নির্ব্বোধ চিকিৎসকের সহায়তা

করিতে প্রস্তুত। দুর্ভাগা ডাক্তার এখন পর্য্যন্ত আমার উপদেশ গ্রহণে অনিচ্ছুক।

সেই অপূর্ব্ব ভাবের প্রাবল্যে আমি এই স্থলে এই কয় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ, সহানুভূতি পূর্ণ এবং স্নেহপূর্ণ পঙ্‌ক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। দিনলিপি বন্ধ করিলাম। ন্যায় ও কর্ত্তব্য বোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই পুস্তক আমি আমার পত্নীর দ্বারা লেখিকার টেবিলের উপর পুনঃ স্থাপিত করাইয়া রাখিলাম। ঘটনাচক্র আমাকে সবেগে প্রধাবিত করাইতেছে। কৃত কর্ম্মাবলী ভয়ানক পরিণাম সমূহ সমুৎপন্ন করিতেছে। সফলতার প্রভূত দৃশ্যাবলী আমার নেত্রসম্মুখে নিরন্তর উন্মুক্ত হইতেছে। আমি নিমিত্ত কারণরূপে ধীরভাবে বিধিলিপি সম্পন্ন করিতেছি মাত্র। কেবল প্রশংসাবর্ষণ ব্যতীত আর কিছুতেই আমার অধিকার নাই, আমি সম্মান ও স্নেহের সহিত তাহা মনোরমা দেবীর পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছি। প্রার্থনা করি তিনি শীঘ্র রোগমুক্ত হউন।

মনোরমা দেবী ভগ্নীর হিতকামনায় যে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তৎসমস্তের বিফলতা হেতু আমি নিতান্ত দুঃখিত। তাঁহার দিনলিপি দেখিতে পাওয়ায় তাঁহাকে বিফল-প্রযত্ন করিবার বিন্দুমাত্রও সুযোগ হইয়াছে, এ কথা যেন তিনি কদাপি মনে না করেন, ইহাই আমার সানুনয় অনুরোধ। দিন-লিপি পাঠের পূর্ব্বে আমি যে যে সংকল্প করিয়াছি, অধুনা তাহাই অধিকতর দৃঢ় হইয়াছে মাত্র।

জগদীশ।

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের কথা।*

(নিবাস—আনন্দধাম। ব্যবসায়—জমিদারী।)

কি জ্বালাতেই পড়িয়াছি গা! আমাকে কি কেহই একটু সুস্থির হইয়া সুখে থাকিতে দিবে না? কেন, আমি কি কাহারও পাকা ধানে মই দিয়াছি? জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় বন্ধু, চেনা অচেনা যে যেখানে আছে, আমাকে জ্বালাতন করাই সকলের কাজ। কেন দুনিয়ার লোক আমার উপর এমন করিয়া লাগিয়াছে, কেহ বলিতে পার কি গা?

এ পর্য্যন্ত লোকে আমাকে যত প্রকারে জ্বালাতন করিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত এইবার উপস্থিত। আমাকে বলে কি না, গল্প লিখিয়া দিতে হইবে! কি সর্ব্বনাশ! আমার মত দুর্ভাগা, চিররোগী লোক কি কখন গল্প লিখিতে পারে? সে কথা শুনে কে? তাহারা বলে আমার ভাইঝি সংক্রান্ত কতকগুলি গুরুতর ঘটনা আমার জ্ঞাতসারে ঘটিয়াছে; তাহার বৃত্তান্ত আমাকেই লিখিতে হইবে। যদি না লিখি তাহা হইলে তাহারা আমাকে যে ভয় দেখাইতেছে তাহা মনে করিতে হইলেও আমি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। এমন দায়ে কি কখন কেহ পড়ে? দেখি, যতদূর পারি। আমার ছাইও মনে নাই। তবু ছাড়িবে না। কি বালাই গা?

সময় মনে করিব কেমন করিয়া? আমার জীবনে কখন

* রায় মহাশয়ের কথা এবং ইহার পশ্চাদ্বর্ত্তী আরও কয়েকটী কথা যেরূপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা পরে বিবৃত হইবে।

সে কর্ম্ম আমার দ্বারা ঘটে নাই। আরম্ভ করিব কোথা হইতে? আমার চাকর রামদীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম। লোক-টাকে যত গাধা মনে করিয়াছিলাম, সে তত গাধা নয় দেখি-তেছি। ভাল ভাল, তাহার দ্বারা কতক সাহায্য পাইব বোধ হইতেছে। দেখি, দুই জনে মিলিয়া কতদূর কি করিয়া উঠিতে পারি।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসেই বোধ হয়, আমি একদিন তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া, আমার প্রিয় কার্য্যের ভাবনা ভাবিতেছি, অর্থাৎ জগতের হিতের জন্য একখানি প্রাচীন পুঁথীর টীকা করিবার উপায় চিন্তা করিতেছি। সেই গ্রন্থের টীকা প্রস্তুত হইলে মনুষ্যের জ্ঞান ও উন্নতির যে এক অত্যুৎকৃষ্ট অভিনব সোপান উন্মুক্ত হইবে তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। হায় হায়! এইরূপে মানব জাতির প্রভুত হিতসাধন করা যাহার নিরন্তর চিন্তার বিষয়, তাহার শান্তি ও সুখের জন্য প্রতিনিয়ত ব্যাকুল না থাকিয়া, লোকে কি না দিবারাত্রি তাহাকে জ্বালা-ইয়া পুড়াইয়া মারে। অহো! মনুষ্য জাতি কি উন্নতির বিরোধী! তাহারা কি নির্ব্বোধ!

হাঁ—সেইরূপে একাকী বসিয়া আমি চিন্তামগ্ন রহিয়াছি, এমন সময় রামদীন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে ডাকি নাই, তখন তাহাকে আমার কোন দরকার নাই, তবু দেখদেখি হতভাগা আসিয়া আমার সমস্ত চিন্তা-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া দিয়া তবে ছাড়িল! কি বালাই! আমি রাগত হইয়া জিজ্ঞাসিলাম, "তুই হতভাগা! এখন এখানে মরিতে আইলি কেন?" সে বুঝাইয়া দিল একজন স্ত্রীলোক

আমার সহিত দেখা করিবার জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। কি গ্রহ! সে স্ত্রীলোকের নাম গিরিবালা। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—

"গিরিবালা লোকটা কে?"

রামদীন উত্তর দিল,—"রাণী ঠাকুরণীর দাসী।"

"রাণী ঠাকুরাণীর দাসী, তা আমার কাছে কেন?"

"একখানি চিঠি"—

"নিয়ে এস।"

হুজুরের হাত ছাড়া আর কাহাকেও সে তাহা দিতে চাহে না।"

"কে সে চিঠি পাঠাইয়াছে?"

"আজ্ঞে, মনোরমা ঠাকুরাণী।"

তবেই সর্ব্বনাশ। মনোরমাকে চটাইলে যে বেজায় গোলের বৃদ্ধি হইবে তাহা আমার বেশ জানা আছে, কাজেই মনোরমার কাজের উপর কথা চলে না। আমাকে বলিতে হইল,—

"রাণী ঠাকুরাণীর দাসীকে আসিতে দেও। হাঁ, দাঁড়াও দাঁড়াও। সে দাসীর গায়ে কোন অলঙ্কার আছে কি? তাহাদের হাতে প্রায়ই রূপার, না হয় বেলোরের, চুরি থাকে; তাতে বড় শব্দ হয়।"

এ সকল কথা আগে জানিয়া সাবধান হওয়া ভাল; কারণ ঐ সকল শব্দে আমার ভয়ানক মাথা ধরিয়া উঠে এবং সে মাথা ধরা সারাদিনে ছাড়ে না। রামদীন আমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে দাসীর হাতে দুই গাছি সোণার

বালা ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নাই। তাহার পর রামদীন তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। বাঁচিলাম. ছুঁড়ির হাতে চুরি ঠং ঠং করে না। আচ্ছা, তোমরা কেহ বলিতে পার কি এই সব দাসীগুলা সুশ্রী হয় না কেন? আমি স্বয়ং এ শাস্ত্রের বিশেষ রূপ আলোচনা করি নাই, এজন্য কোন মীমাংসা করিতে অক্ষম। তোমরা কেহ কিছু জান কি? আমি দাসীকে জিজ্ঞাসিলাম,—

"তুমি মনোরমার কাছ থেকে চিঠি আনিয়াছ? ঐ টেবিলের উপর চিঠিখানি রাখিয়া দেও। দেখিও সাবধান, কোন শব্দ না হয়, কোন সামগ্রী যেন না নড়ে চড়ে। মনোরমা কেমন আছেন?"

"ভাল আছেন।"

"আর লীলাবতী রাণী?"

আর উত্তর নাই। দেখিলাম তাহার মুখ খানা কেমন বিকট হইয়া উঠিল এবং আমার বোধ হয় সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তাহার চক্ষুর নিকটে তরল পদার্থ বিশেষ দেখিয়াছি সন্দেহ নাই। ঘাম না চক্ষের জল? একবার রামদীনকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলে চক্ষের জল। তবে তাই। কিন্তু অশ্রু পদার্থটা কি? বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছে অশ্রু এক প্রকার দৈহিক রস। এই রস স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় হইতে পারে, এ কথা আমি বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু মনের ভাব বিশেষের জন্য অঙ্গ বিশেষ হইতে যে রস নিসৃত হয়, সে যে কি ব্যাপার তাহা আমি কিছুতে বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, রসের কথায়

আর কাজ নাই। আমি তাহার রস উথলাইয়া উঠিল দেখিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম এবং রামদীনকে বলিলাম,—

"কাণ্ডটা কি বুঝিয়া লও।"

রামদীন কাণ্ড বুঝিতে গিয়া প্রকাণ্ড গোলের সৃষ্টি করিল, এও বুঝিতে পারে না, সেও বুঝাইতে পারে না। বলিব কি, তাহাদের এই গোলমালে আমার অসুখ না বাড়িয়া, বড় আমোদ বোধ হইল। আমি অতঃপর যখন মানসিক অবসাদ-গ্রস্ত হইব তখন, এই তামাসা দেখিবার জন্য, তাহাদের উভয়কে ডাকিয়া পাঠাইব স্থির করিয়াছি। যাহা হউক, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর দাসী অশ্রুর যে কারণ রামদীনকে বুঝাইয়া দিল এবং রামদীন তাহা আমার নিকট যেরূপে ব্যাখ্যাত করিল সে সমস্ত লিপিবদ্ধ করা সম্পুর্ণ অসম্ভব। আমি নিজে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই এ স্থানে লিখিতে পারি। তোমরা তাহাতেই রাজি আছ তো? কৃপা করিয়া বল হাঁ, নচেৎ আমি মারা যাইব।

সে রামদীনের মারফতে আমাকে যাহা বলিল তাহাতে আমি বুঝিলাম, তাহার প্রভু তাহাকে কর্ম্ম হইতে জবাব দিয়াছেন। দেখ অন্যায় অত্যাচার! তাহার প্রভু তাহাকে কর্ম্ম হইতে জবাব দিয়াছেন, সে দোষ কি আমার? তবে আমাকে সে কথা বলিয়া ত্যক্ত করে কেন বাপু? এ তোমাদের কোন দেশী বিবেচনা? কর্ম্মে জবাব হওয়ার পর সে এক বৃদ্ধার বাটীতে রাত্রি যাপন করিয়াছে। সে কথা আমাকে বলিবার দরকার? আমি কি সেই বৃদ্ধা, না জবাবের পর সে কোথায় ছিল সেই ভাবনায় আমার রাত্রে ঘুম হয় না?

পরদিন বেলা তিনটা কি চারিটার সময় মনোরমা তাহার তত্ত্ব লইতে আসিয়া তাহার কাছে দুই খানি পত্র দিয়া যান,—এক খানি আমার জন্য, আর একখানি কলিকাতার একজন ভদ্র-লোকের জন্য। আমার কি তা? আমি কি কলিকাতার একজন ভদ্রলোক? তবে সে কথা আমার শুনিবার দরকার কি? সে সযত্নে সেই পত্র দুইখানি আপনার কোল আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। দেখ দেখি বেয়াদবি? তাহার কোল আঁচলের খুঁটের খুঁজে আমার কোন আবশ্যক আছে কি? তবে সে কথা আমাকে বলিস্ কেন? মনোরমা চলিয়া গেলে সে নিতান্ত দুঃখিত হইল এবং কোন প্রকার আহারাদি করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সেটাও কি ছাই আমার দোষ? তোমার যদি ক্ষুধা না হয়, খাইতে ভাল না লাগে, তার জন্যও কি ছাই আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে? তাহার পর রাত্রি যাপন করিবার অভিপ্রায়ে সে শয়নের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে চৌধুরাণী ঠাকুরাণী তথায় উপস্থিত হইলেন। যাঁহাকে সগর্ব্বে চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এই সম্মানিত পদবী দ্বারা সে বিভূষিত করিল তিনি আমার সেই দুরন্ত ভগ্নী—যিনি স্বেচ্ছায় এক বাঙ্গালের সহিত বিবাহ করিয়া আমাদের সকলের মুখে চুনকালী দিয়াছেন। চৌধুরাণী ঠাকুরাণীকে দেখিয়া গিরিবালা অবাক্ হইল। তবে তো আমার বড়ই ক্ষতি!

কিন্তু তোমরা যাই বল, আমি খানিকটা বিশ্রাম না করিয়া আর কোন মতেই লিখিতে পারি না। আমি চক্ষু বুজিয়া খানিকটা পড়িয়া থাকিব এবং রামদীন আমার

শ্রমকাতর অবসন্ন মস্তকে একটু য়ডিকলোঁ দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিবে, তাহার পর আর লিখিতে পারি কিনা তাহার বিচার করিব।

চৌধুরাণী ঠাকুরাণী আসিয়াই—

উঁহুঃ—লিখিতে যদিও পারি, উঠিয়া বসিতে কোন মতেই পারিব না। কাজেই আমি পড়িয়া পড়িয়া বলিব মাত্র। রামদীন একটু একটু লিখিতে জানে। সেই কেন লিখুক না? বেশ ব্যবস্থা। আঃ বাঁচিলাম!

চৌধুরাণী ঠাকুরাণী আসিয়াই বলিলেন যে, মনোরমা তাড়াতাড়িতে কয়েকটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই কথা কয়টী বলিয়া দিতে তিনি আসিয়াছেন। গিরিবালা কথা কয়টী শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল। কিন্তু আমার একগুঁয়ে ভগ্নীর স্বভাব যাইবে কোথায়? তিনি বলিলেন, সে যতক্ষণ কিছু না খাইবে ততক্ষণ তিনি তাহাকে কোন কথাই বলিবেন না। আমার ভগ্নী গিরিবালার উপর নিতান্ত বিস্ময়জনক দয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ আবার তাঁহার কিরূপ স্বভাব? তিনি বলিলেন,—"ছিঃ গিরিবালা! চাকরি তালপত্রের ছায়া। চিরদিনই কে কোথায় একস্থানে চাকরি করিয়াছে? চাকরি গেল বলিয়া শরীরকে কষ্ট দেওয়া বড়ই অন্যায় কর্ম্ম। খাও কিছু। তুমি কিছু না খাইলে আমি তোমাকে কোন কথাই বলিব না।" গিরিবালা খাইবে বলিয়া সেই বাড়ীওয়ালী বুড়ী একটু দুধ ও চারিটি চিড়া দিয়াছিল। আমার ভগ্নী আবার বলিলেন,—"আমি নিজহাতে তোমার খাবার ঠিক করিয়া

দিতেছি, দেখি তুমি কেমন করিয়া না খাও।” এই কথা বলিয়া আমার ভগ্নী স্বহস্তে তাহার দুধ চিড়া মিশাইয়া ফলার প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বোধ হয় আমার ভগ্নী ইদানীং একটু পাগল হইয়া থাকিবেন; নচেৎ এমন ব্যবহার আর কেহ কি করিতে পারে গা? গিরিবালা অনুরোধে বাধ্য হইয়া আহার সমাপ্ত করিল। কিন্তু আহার সমাপ্ত হইবার প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। রামদীন বলে, এই কথা বলিবার সময় তাহার চক্ষু দিয়া অতিশয় জল পড়িয়াছিল। হইবে। আমি তখন দায়গ্রস্ত হইয়া চক্ষু বুজিয়া শুনিতে ছিলাম মাত্র, চক্ষে দেখিতে তখন আমার সাধ্য ছিল না। কাজেই সে কথা কতদূর সত্য আমি তাহার স্বাক্ষ্য দিতে অক্ষম।

কি বলিতেছিলাম? হাঁ। ফলার করিয়াই গিরিবালার মূর্চ্ছা হইল। আমি তাহার কি করিতে পারি? যদি বিজ্ঞানবিৎ লোক হইতাম তাহা হইলে ফলারান্তে মূর্চ্ছা হওয়ায় ফলারের সহিত মূর্চ্ছার কি নিকট সম্বন্ধ আছে তাহার বিচার করিতে পারিতাম; আর যদি ডাক্তার হইতাম তাহা হইলে ফলারের পর মূর্চ্ছা হইলে কি ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক তাহার একটা প্রেস্কৃপসন্ লিখিয়া দিতে পারিতাম। আমি সে সকল কিছুই নই, তবে মাগী ফলারান্তে মূর্চ্ছার কথা আমার কাছে বলে কেন? সে তো ফলার করিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিল, সুতরাং তাহার মনকে প্রবোধ দিবার উপায় আছে, কিন্তু আমি যে বিনা আহারেও, দিনরাত্রি মূর্চ্ছিত থাকি, বলিলেই হয়। আমার দশা

দেখে কে তার ঠিকানা নাই। যাহা হউক, আধ ঘণ্টা খানেক পরে, তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে, সে দেখিল কেবল বাড়ীওয়ালী বুড়ী তাহার নিকটে বসিয়া আছে; আর চৌধুরাণী ঠাকুরাণী তাহার মূর্চ্ছা সারিবার লক্ষণ দেখিয়া, অধিক ক্ষণ অপেক্ষা করিবার সুবিধা না থাকায়, চলিয়া গিয়াছেন।

যেই গিরিবালার নিকট হইতে বুড়ী চলিয়া গেল, সেই সে আপনার কোল আঁচলে হাত দিল এবং দেখিল চিঠি দুইখানি সেইখানেই আছে; কিন্তু যেরূপে তাহা বাঁধা ছিল তাহা কেমন এলোথেলো মত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রিই তাহার মাথা ঘুরুণী ছিল; কিন্তু শেষ রাত্রে একটু নিদ্রা হওয়ায় তাহার শরীর বেশ সুস্থ হইয়া গেল এবং ভোরবেলা উঠিয়া সে আদেশ মত একখানি চিঠি ষ্টেশনে আসিয়া ডাকে ফেলিয়া দিল। অপর চিঠিখানি সে আমার নিকট লইয়া আসিয়াছে এবং এখনই আমার হাতে দিয়া কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছে। এইতো তাহার কথার মর্ম্ম। এখন কি করিতে হইবে, কি করিলে ভাল হইবে, কে দুইটা ভাল কথা বলিবে এই ভাবনায় সে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলা হইয়াছে ভাবিয়া সে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছে। এই স্থলে তাহার রস আবার দেখা দিল। কিন্তু তাহার যাহাই হউক, আমার এই স্থলে বিলক্ষণ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল এবং নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলাম,—"এত কথার তাৎপর্য্য কি?"

আমার ভাইঝির দাসী নির্ব্বাকভাবে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া

জানা থাকিত, তাহা হইলে কখনই তাহা দেখিবার চেষ্টাও করিতাম না। দুর্ভাগ্যক্রমে, মনে কোন সন্দেহ না থাকায়, আমি চিঠি খানি পাঠ করিলাম এবং সে জন্য সমস্ত দিন আমাকে অভিভূত হইয়া থাকিতে হইল। আমি নিতান্ত সরল প্রাণ লোক এবং আমার প্রকৃতি বড়ই কোমল; যে আমার উপর যতই কেন অত্যাচার করুক না, আমি সকলই অকাতরে সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু হাজার হউক, আমি মানুষ ছাড়া আর কিছু নই তো। মানুষের শরীরে আর কতই সহিবে বল দেখি? আজি মনোরমার পত্র পড়িয়া আমি বস্তুতই বড় বিরক্ত হইলাম। আমার অপরাধের মধ্যে আমি স্ত্রীপুত্র-বিহীন লোক। সংসারের চারিদিকে হাহাকার; দারুণ অন্নকষ্টে লোক ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। যাহারা আছে তাহারাই অতি কষ্টে পেটের ভাত জুটাইতে পারে না। তোমরা বংশবৃদ্ধি করিয়া সংসারের সেই ক্লেশভার আরও বাড়াইয়া দিতেছ এবং মানুষের যত্নার্জ্জিত মুষ্টিমেয় অন্নের আরও বখরাদার তৈয়ার করিতেছ। আমার অপরাধ, আমি আত্ম-সুখের জন্য সেরূপ কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই নাই। সন্তান হওয়ার কষ্টের কথা সকলের মুখেই শুনিতে পাইবে; তথাপি হতভাগ্যেরা সন্তান হইল না বলিয়া শোকে অধোমুখ ও নিতান্ত কাতর। ইহার অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার কথা আর কি আছে তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যাহা হউক, আমার দাদা বিবাহ করিলেন এবং কিছু কাল পরে তাঁহার এক কন্যা সন্তান হইল। বেশ কথা। কিছুদিন পরে দাদার মৃত্যুকাল উপস্থিত। তখন তিনি সেই মেয়ের

ভার আমার ঘাড়ে চাপাইলেন। স্বীকার করি, তাঁহার সে মেয়ে বড় শিষ্ট, শান্ত, সুন্দরী। কিন্তু তাহার ভার গ্রহণ করা সোজা কথা কি? আমার যদি সন্তানাদি থাকিত তাহা হইলে তিনি কখনই আমার স্কন্ধে এ গুরুভার প্রদান করিতেন না; অবশ্যই তিনি স্বীয় সন্তানের জন্য ব্যবস্থান্তর করিয়া যাইতেন। আমার অপরাধ যে আমি তাঁহার মত বেকুবি করি নাই, এই জন্যই তাঁহার দায় আমাকে গ্রহণ করিতে হইল। যাহা হউক, আমি যথাসাধ্য যত্নে তাহাকে মানুষ করিলাম; অনেক অনর্থক আড়ম্বর ও কষ্ট স্বীকার করিয়া দাদার মনোনীত পাত্রে তাহার বিবাহও দিলাম। তাহার পর স্বামী স্ত্রীতে বনিবনাও হইল না। এখন সে মনান্তরের জন্য আমি মারা যাই। আমার ভাইঝির এই দায়ের মধ্যে আমাকে এখন মাথা দিতেই হইবে। আমার নিজের ছেলে পিলে থাকিলে ভাইঝি হয়ত এসময়ে অন্য উপায় দেখিতেন। কিন্তু আমার অপরাধ, আমার নিজের কোন বোঝা নাই; কাজেই আমাকে অপরের বোঝা মাথায় করিয়া বহিতে হইবে।

মনোরমা পত্রে আমাকে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছেন। সুযোগ পাইলে আমাকে ভয় দেখাইতে কে ছাড়ে? যদি এই আনন্দধামে আমি আমার ভাইঝি, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল বিপদ, সকল দুঃখ, সকল মনস্তাপের বাসা বাঁধিয়া না দিই, তাহা হইলে যত প্রকার শাস্তি কল্পনা করা যাইতে পারে সকলই আমাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে; মনোরমার পত্রের এই ভাব। তা হউক, একটু না বুঝিয়া আমি হঠাৎ

কিছু করিব না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি মনোরমার নাম শুনিলেই হাল ছাড়িয়া দিয়া বসি এবং তাহার কথার বা কাজের কোন প্রতিবাদ করি না। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মনোরমার প্রস্তাব এতই অন্যায় যে আমাকে এবার ভাবিবার সময় লইতে হইল। যদিই আমি আনন্দধামে রাণীকে আসিতে দিই, তাহা হইলে রাজাও যে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া, তাঁহার স্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে, আমার উপর মহারাগের সহিত চক্ষু রাঙ্গাইবেন না, তাহার প্রমাণ কি? আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, হঠাৎ একার্য্য করিয়া ফেলিলে অপরিসীম গোলের উদ্ভব হইবে। তখন অনন্যোপায় হইয়া, মনোরমাকে একবার এখানে আসিয়া সমস্ত বিষয় স্থির করিবার জন্য পত্র লিখিলাম। যদি মনোরমা আমার সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে পারেন, তাহা হইলে আদরের ধন লীলাকে অবশ্যই আনা হইবে, নচেৎ নহে। একথাও আমার মনে হইল যে, আমার এই পত্র প্রাপ্তির পর মনোরমা ঘোর তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে আমার সহিত ঝগড়া করিতে আসিবে। যদি লীলাকে আসিতে বলা যায়, তাহা হইলে এদিকে আবার রাজা ঘোর তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে আমার সহিত ঝগড়া করিতে আসিবেন। এই উভয়বিধ তর্জ্জনগর্জ্জনের মধ্যে আমার পক্ষে মনোরমার তর্জ্জনগর্জ্জনই ভাল; কারণ আমার তাহা সহ্য করার অভ্যাস আছে। সুতরাং ফেরৎ ডাকে মনোরমাকে আসিতে পত্র লিখিয়া দিলাম। আর কিছু হউক না হউক, আপাততঃ দুদিন সময় তো পাওয়া যাইবে।

এরূপ কষ্টের পর ঠাণ্ডা হইতে অন্ততঃ তিন চারি দিন সময় পাওয়া আবশ্যক। আমি তিন দিন চুপ করিয়া বিশ্রাম করিব এবং শরীর ও মনকে সুস্থ করিব সংকল্প করিলাম। বিধাতা দেখিলেন, এমন অভাগাকে এ সামান্য সময়ও বিশ্রাম করিতে দিলে চলিবে কেন? তিনি আমাকে তাহাও দিলেন না। তৃতীয় দিনে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের এক পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটা আমাদের চিরবন্ধু বক্তৃতাবাগীশ উকীল উমেশ বাবুর বখরাদার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ডাকযোগে মনোরমা দেবীর হস্তাক্ষরে শিরোনাম লিখিত এক পত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছে; কিন্তু পত্রের খাম খুলিয়া তিনি তাহার মধ্যে একখানি সাদা চিঠির কাগজ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার কুট তর্কপূর্ণ মস্তিষ্ক কল্পনা করিয়াছে যে, নিশ্চয়ই অপর কেহ পত্র খুলিয়া এইরূপে প্রতারণা করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মনোরমা দেবীকে এসম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু কোন উত্তর পান নাই। এ অবস্থায় তাঁহার ওকথা ছাড়িয়া দিয়া অন্য কাজের কথায় মনঃসংযোগ করাই সৎপরামর্শ। তাহা [illegible]ন করিয়া, আমি এ বিষয়ের কিছু জানি কি না, [illegible]ক দিয়া তিনি তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া জ্বালাতনের [illegible] হায়! কি করিয়া তুলিয়াছেন। আমি তাহার কি জা[illegible] তবে আমাকে এমন বেয়াদবি করিয়া কষ্ট [illegible] আমি রাগতভাবে তাঁহাকে তাহাই লিখিয়া [illegible]কিয়া উঠিলাম। চিঠির পর হইতে উকীল বাবু বুঝিয়াছেন [illegible] তাঁহার পদভরে

কাজটা ভাল হয় নাই; তিনি আর আমাকে পত্র লিখিয়া জ্বালাতন করেন নাই।

মনোরমার আর কোন পত্রও পাওয়া গেল না, এবং তাঁহার শীঘ্র এখানে আসিবার কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না; এটা বড়ই বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই। আমার সে পত্র পাইয়া একবারে এরূপ ভাবে চুপ করিয়া থাকিবার লোক মনোরমা নহেন। তবেই বোধ হইতেছে, রাজারাণীর অকৌশলভাব মিটিয়া গিয়াছে হয়ত। আঃ বাঁচিলাম! চারি-দিকের গণ্ডগোল ঠাণ্ডা হইয়া গেল, এখন আমি আবার প্রাচীন গ্রন্থালোচনায় মনঃসংযোগ করিয়া জগতের হিত-সাধনে প্রবৃত্ত হই। আমি প্রিয় গ্রন্থবিশেষ লইয়া তাহার আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছি এমন সময় রামদীন একখানি কার্ড হাতে করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম,—

“আবার একজন ঝি আসিয়াছে বুঝি? তা আসুক, আমি কখনই তার সঙ্গে দেখা করিব না। বলগে, আমার সহিত দেখা হইবে না।”

“না হুজুর, এবার একজন ভারী বাবু।”

...ন বাবু শুনিয়া অবশ্যই অন্যমত করিতে হইল। ...হাত হইতে কার্ড লইয়া পাঠ করিলাম। কি ...মার সেই দুষ্ট ভগ্নীর বাঙ্গাল স্বামী—জগদীশ ...বলা বাহুল্য যে কার্ড দেখিবামাত্র, যাহা সঙ্গত ...ই আমার মনে হইল;—আমি বুঝিলাম, ... ভগ্নীপতি মহাশয় নিশ্চয়ই আমার

নিকট টাকা ধার করিতে আসিয়াছেন। আমি বলিলাম,—

"রামদীন! তোমার বোধ হয় কি, দুই চারি টাকা পাইলে এ লোকটা অমনই অমনই চলিয়া যাইতে পারে কি?"

রামদীন অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিল। তাহার কথা শুনিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। সে আমাকে বুঝাইয়া দিল, আমার বাঙ্গাল ভগ্নীপতি মহাশয়ের পরিচ্ছদ খুব জাঁকাল এবং তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্ববিধ সুখ সৌভাগ্যের অধিকারী বলিয়া মনে হয়। এই সকল বর্ণনা শুনিয়া আমার পূর্ব্ব সংস্কার কিছু পরিবর্ত্তিত হইল। তখন আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম যে, চৌধুরীর নিশ্চয়ই কোন পারিবারিক অকৌশল উপস্থিত হইয়াছে এবং অন্যান্য সকলের ন্যায় তিনিও সকল জ্বালা আমার ঘাড়ে চাপাইতে আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসিলাম,—

"কি জন্য তিনি আসিয়াছেন তাহা বলিয়াছেন কি?"

"মনোরমা দেবী এখন রাজবাটী হইতে আসিতে পারিবেন না; এজন্য চৌধুরী মহাশয় আসিয়াছেন।"

আবার নূতন বিভ্রাট উপস্থিত। যদিও চৌধুরীর কোন হেঙ্গাম না হউক, মনোরমার তো বটেই। যে দিক দিয়া হউক, গোল ভোগ করিতেই হইবে। হায়! হায়! কি কপাল গা! তখন নিরুপায় হইয়া বলিলাম,—

"তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।"

চৌধুরী মহাশয়কে দর্শনমাত্র আমি চমকিয়া উঠিলাম। ওরে বাপরে, কি বৃহৎ দেহ! আমি বুঝিলাম তাঁহার পদভরে

ঘর কাঁপিয়া উঠিবে এবং জিনিষ পত্র ওলট পালট হইয়া পড়িবে! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে চৌধুরী মহাশয়ের দেহ সমাচ্ছন্ন। তিনি বড়ই হাস্যবদন এবং ধীর স্বভাব। ফলতঃ তাঁহাকে দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম। পরিণামে যে যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে, প্রথম সাক্ষাতে চৌধুরীর প্রকৃতি বুঝিতে না পারায়, আমার মানব চরিত্র প্রণিধান ক্ষমতার বিশেষ দোষ দিতে হয়। কিন্তু আমি সরল প্রাণ লোক। আপনার দোষের কথা লুকাইব কেন?

তিনি বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণ সরোবরের রাজ বাটী হইতে আসিতেছি এবং আমি মহাশয়ের ভগ্নী শ্রীমতী রঙ্গমতী দেবীর স্বামী; অতএব আমার সানুনয় অনুরোধ যে মহাশয় আমাকে নিঃসম্পর্কিত ও অপরিচিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবেন না। আপনার নড়িয়া চড়িয়া কায নাই,—আমার জন্য একটুও ব্যস্ত হইবার দরকার নাই।"

আমি উত্তর দিলাম,—"আপনি বড়ই ভদ্রলোক। আমি বড়ই দুর্ব্বল, এজন্য উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। আপনার আনন্দধামে আগমন ঘটায় অতিশয় আনন্দিত হইলাম। বসুন—ঐ চেয়ারে বসুন।"

চৌধুরী বলিলেন,—"আমার আশঙ্কা হইতেছে, আপনার হয়ত আজি বেশী অসুখ করিয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"বারো মাসই আমার সমান। আপ-

নাকে আর বলিব কি, আমি কেবল মরা মানুষ জানিবেন। আমার শরীরে কিছুই নাই।”

চৌধুরী বলিলেন,—“আমার এই জীবনে আমি বহু শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য সর্ব্ব বিষয়াপেক্ষা চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনায় আমি অধিক সময় ব্যয় করিয়াছি। আপনার অবস্থা দৃষ্টে দুই একটী অতি সামান্য, অথচ বিশেষ ফলপ্রদ, মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিতে আমার বাসনা হইতেছে। আপনি অনুমতি করিলে গৃহ-মধ্যে যে স্থানে আপনি উপবেশন করেন, তাহা আমি পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করি।”

“করুন,—যাহা ভাল বুঝেন করুন। আমাকে রক্ষা করিবার যদি কোন উপায় থাকে দেখুন।”

তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া জানালার নিকটে গমন করিলেন। আহা! কি সদ্বিবেচনা! যাওয়া চলা ফেরা সকল বিষয়েই তাঁহার অসাধারণ সাবধানতা! তিনি জানালার নিকট হইতে অতি মৃদু, কোমল ও আশ্বাসপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—“বিশুদ্ধ বায়ু, বুঝিলেন রায় মহাশয়, বিশুদ্ধ বায়ু আপনার জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক সামগ্রী। সকল জীবনের পক্ষেই বায়ু বল বিধায়ক, পুষ্টিকারক, রক্ষাকারী সামগ্রী। বিশেষতঃ আপনার পক্ষে তাহার উপকারিতার সীমা নাই। দেখুন, একটা বৃক্ষও নিরবচ্ছিন্ন বায়ু বিহীন স্থানে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয় না। মহাশয় গৃহের যে স্থানে উপবেশন করেন তথায় বিশুদ্ধ বায়ু গমনাগমনের সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। এই বাতায়ন পথে গৃহ মধ্যে যে দক্ষিণ বায়ু প্রবেশ করে

তাহা সম্মুখস্থ দ্বার দিয়া বহির্গত হয়। সেই বায়ু-প্রবাহের সম্মুখে যদি মহাশয় সতত উপবেশনের আসন রক্ষা করেন, তাহা হইলে আপনার নিয়তই বিশুদ্ধ বায়ু সম্ভোগ ঘটিবে এবং তজ্জন্য অবশ্যই আপনার অপরিসীম শারীরিক উন্নতি সংঘটিত হইবে। অতএব আমার সানুনয় অনুরোধ যে, মহাশয়কে অতঃপর এই স্থানে উপবেশন করিতে হইবে। আপনি এই চির অপরিচিত, অথচ অতি নিকট কুটুম্বের, এই অনুরোধ রক্ষা করিয়া অবশ্যই বিশেষ উপকৃত হইবেন।"

কথাটী আমার মনে বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইল। লোকটার কথা ঠেলিবার যো নাই। বায়ুর কথা পর্য্যন্ত তো দেখিলাম, লোকটার কথা অবশ্য-গ্রাহ্য। তাহার পর চৌধুরী পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে আসিতে আবার বলিতে লাগিলেন,—"রায় মহাশয়! আপনারি সহিত পূর্ব্বে আমার পরিচয় ছিল না, তাহা আমি এক্ষণে সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছি।"

"সেকি! কেন বলুন দেখি?"

"কেন? এই ভারতবর্ষে আপনার ন্যায় সাহিত্যামোদী সুপণ্ডিত ব্যক্তি আর কে আছে বলুন দেখি? নিরন্তর আপনি স্বদেশীয়গণের জ্ঞানোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিযুক্ত। কিন্তু হায়! বিধাতার কি বিড়ম্বনা! আপনার ন্যায় মহদ্ব্যক্তি চিররুগ্ন, অপ্রফুল্ল, ও অবসন্ন। আপনার এই গৃহে আগমনাবধি আপনাকে দেখিয়া আমার হৃদয় দারুণ দুঃখে অভিভূত হইতেছে। সুতরাং মহাশয়ের নিকট অপরিচিত

থাকাই আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য সন্দেহ কি? আমার হৃদয় সাধারণ জনগণের ন্যায় কঠিন ও অকৃতজ্ঞ নহে। আমি এক সঙ্গে আপনার অসাধারণ ব্যাধি যাতনা এবং অসাধারণ গুণাবলী দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি।"

লোকটা যথার্থই আমার প্রকৃত অবস্থা সুন্দররূপ বুঝিয়াছে। কি বলিব, আমার দেহে তৃণের ন্যায় শক্তিও নাই। যদি আমার শরীরে কিঞ্চিন্মাত্রও বল থাকিত তাহা হইলে আমি তখনই উঠিয়া চৌধুরী মহাশয়ের সহিত কোলাকুলি করিতাম। তাহা না পারিয়া আমি কেবল কৃতজ্ঞতা সূচক ঈষদ্ধাস্য করিলাম মাত্র। বোধ হয় চৌধুরী তাহাতেই আমার হৃদয়ভাব বুঝিতে পারিলেন। চৌধুরী আবার বলিতে লাগিলেন,—"আপনার এই অবস্থা দৃষ্টে, আপনাকে বিনোদিত করিবার উপায় অন্বেষণ না করিয়া, আমাকে আপনার নিকট নিদারুণ পারিবারিক অশান্তির সংবাদ সকল ব্যক্ত করিয়া আপনাকে অধিকতর কাতর করিতে হইবে ভাবিয়া আমি নিরতিশয় সঙ্কুচিত হইতেছি।"

তখনই আমার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল এবং আমি বুঝিলাম, এইরে! এতক্ষণ বাদে এ হতভাগাও জ্বালাতনের সূত্রপাত আরম্ভ করিল দেখিতেছি!

আমি বলিলাম,—"মহাশয়! সে সকল অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা কি নিতান্তই আবশ্যক? ভাল, সে সকল কথা থাক না কেন?"

চৌধুরী নিতান্ত গম্ভীর ভাবে মস্তকান্দোলন করিলেন। আমি বুঝিলাম, নিতান্তই আমার কপাল পুড়িয়াছে,—এ

লোকটাও জ্বালাতন না করিয়া কোন মতেই ছাড়িবে না। বলিলাম,—"তবে কি আমাকে সে সকল কথা শুনিতেই হইবে?"

চৌধুরী তখন তাঁহার প্রকাণ্ড মস্তক হেলাইয়া এতৎ প্রসঙ্গের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলেন এবং আমার মুখের দিকে অপ্রীতিকর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন আমার প্রাণ বলিল, দেখিতেছ কি, চক্ষু বুঁজিয়া ফেল—আজি আর নিস্তার নাই। আমি তখন প্রাণের কথা শুনিয়া চক্ষু বুঁজিয়া বলিলাম,—"মহাশয়! তবে কৃপা করিয়া একটু কোমলতার সহিত আপনার কুসংবাদ ব্যক্ত করুন। কেহ মরিয়াছে কি?"

একটু বাঙ্গালে রাগ ও জোরের সহিত চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন,—"মরিয়াছে! সে কি রায় মহাশয়, আমি এমন কি বলিয়াছি, বা এমন কি করিয়াছি যে আপনি আমাকে মৃত্যুর বার্ত্তাবহ বলিয়া মনে করিতেছেন?"

আমি উত্তর দিলাম,—"এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি এরূপ স্থলে অতি মন্দ সন্দেহই মনে করিয়া থাকি; তাহাতে সংবাদের কঠোরতার একটু লাঘব হয়। যাহা হউক, কাহারও মৃত্যু হয় নাই শুনিয়া বড়ই নিরুদ্বিগ্ন হইলাম। কাহারও পীড়া হইয়াছে কি?"

এতক্ষণে আমি আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম। তখন দেখিলাম লোকটাকে অত্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। যখন তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখনও তাঁহার এমনই রং ছিল কি? না, আমি চক্ষু মুদিত

করার পর হইতে তাঁহার রং বদলাইয়া গিয়াছে? রামদীন যে ছাই এ সময়ে ঘরের মধ্যে ছিল না। তাহা হইলে তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। যাহা হউক, তিনি কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া আমি তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসিলাম,—'কাহারও পীড়া হইয়াছে কি?"

"আমার অপ্রীতিকর সংবাদের মধ্যে তাহাও আছে বটে। হাঁ রায় মহাশয়, কাহারও পীড়া হইয়াছে সত্য।"

"বটে? কাহার?"

"গভীর দুঃখের সহিত আমাকে জানাইতে হইতেছে যে মনোরমা দেবী পীড়িত হইয়াছেন। বোধ হয় আপনিও এ আশঙ্কা করিয়া থাকিবেন। আপনার প্রত্যাবর্ত্তনের যখন মনোরমা দেবী এখানে আসিয়া উপস্থিত হন নাই, সম্ভবতঃ আপনার স্নেহজনিত উদ্বেগ হেতু, আপনি তখনই তাঁহার পীড়ার আশঙ্কা করিয়াছেন।"

আমার স্নেহজনিত উদ্বেগ হেতু সেরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে কথা এখন আমার মোটেই মনে পড়িল না। তথাপি কর্ত্তব্যানুরোধে আমি তাঁহার বাক্যের সমর্থন করিলাম। সংবাদটা শুনিয়া আমি বিচলিত হইলাম। মনোরমার ন্যায় সবল ও সুস্থকায় লোকের পীড়ার কথা জানিয়া আমি অনুমান করিলাম নিশ্চয়ই তাঁহার কোন প্রকার আঘাত লাগিয়া থাকিবে। হয়ত সিঁড়ি হইতেই পড়িয়া গিয়াছেন, নয়ত অন্য কোন প্রকারে কোন আঘাত লাগিয়াছে, নয়ত হাত পা কাটিয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"পীড়া কি বড় কঠিন?"

চৌধুরী উত্তর দিলেন,—"কঠিন, তাহার কোন সন্দেহই নাই কিন্তু ভয়ানক নহে, তৎপক্ষে আমার আশা ও বিশ্বাস আছে। দুঃখের বিষয় মনোরমা দেবী একদিন অতিশয় বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিলেন। সেই কারণে সেই রাত্রি হইতেই তাঁহার অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে।"

আমি চক্ষু বিস্তারিত করিয়া বলিলাম,—"জ্বর! সংক্রামক নয় তো?"

"চৌধুরী বলিলেন,—না না, এখন পর্য্যন্ত জ্বরের সেরূপ কোন সন্দেহজনক ভাব দেখা যায় নাই। অতএ সেরূপ অশঙ্কা করিবেন না।"

তিনি হাজার বলুন, আমার মনে বড় ভয় হইল। এই শরীরের উপর এত জ্বালাতন একে নিতান্তই অসহ্য ব্যাপার, তাহার উপর এই সংবাদের পরেও আবার কথা কহা বা শুনা আমার পক্ষে সম্পূর্ণই অসম্ভব। তখন আমি কাতর ভাবে বলিলাম,—"আমার অবস্থা দেখিতেছেন তো? আমি নিতান্ত দুর্ব্বল ও চিররোগী। অধিক ক্ষণ কথা বার্ত্তা কহা আমার সাধ্যাতীত। এক্ষণে কি জন্য মহাশয়ের শুভাগমন ঘটিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিয়া আমাকে শীঘ্র শীঘ্র ছুটী দিউন।"

আমি মনে করিয়াছিলাম একথার পর তিনি আর বেশী কথা কহিবেন না—দুই একটা শিষ্টাচারের কথা কহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবেন। ওমা! যাওয়া তো দূরের কথা তিনি চেয়ারের উপর আরও জাঁতিয়া বসিলেন। তিনি তাঁহার সেই রাক্ষসে হাতের বিকট দুইটা অঙ্গুলি উচু করিয়া তুলিলেন

এবং আমার মুখের দিকে আর এক বার সেইরূপ বিরক্তি-জনক দৃষ্টিপাত করিয়া নিতান্ত গম্ভীর ও স্থির স্বরে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তখন করিব কি? আমি নিতান্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ লোক—সে পাহাড় পর্ব্বতের সহিত ঝগড়া করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার তদা-নীন্তন অবস্থা যদি ভাবিয়া বুঝিতে পার তবে বুঝিয়া লও। ভাষার সাহায্যে তাহার বর্ণনা করা সম্ভব কি? কখনই নহে।

কোন প্রকার প্রতিবন্ধকের দিকে লক্ষ্যই না করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমার আগমনের অভিপ্রায় কয়টী তাহা আমার আঙ্গুল দেখিলেই জানিতে পারিবেন। দুই কারণে আমাকে আপনার নিকট আসিতে হইয়াছে। প্রথম, আপনি মনোরমা দেবীর পত্রে জ্ঞাত হইয়াছেন যে, রাজা প্রমোদ রঞ্জন ও রাজ্ঞী লীলাবতী দেবীর মধ্যে ঘোর বিষাদজনক মনান্তর উদ্ভুত হইয়াছে; আমি নিরতিশয় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাহার সমর্থন করিতেছি। আমি রাজার অতি প্রাচীন বন্ধু; আমি রাণীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত; রাজবাটীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তৎ-সমস্ত আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই ত্রিবিধ কারণে আমার সকলই জানিবার ও বলিবার অধিকার আছে। আপনি এ পরিবারের মস্তক। মনোরমা দেবী এ সম্বন্ধে আপনাকে পত্র দ্বারা যাহা জানাইয়াছেন তাহার এক বর্ণও অতি-রঞ্জিত নহে। এতদ্বিষয়ে তিনি যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করি-য়াছেন তাহাই অবলম্বন করিলে অধিকতর অপ্রীতিকর

কলঙ্ক ও লোকাপবাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে। ফলতঃ, এ সময়ে কিয়ৎকালের জন্য স্বামী স্ত্রীর পরস্পর অন্তরিত থাকা নিতান্তই আবশ্যক। আমি ক্রমশঃ রাজাকে প্রকৃতিস্থ করিবার ভার গ্রহণ করিতেছি। রাণীর অপরাধ কিছুই নাই, অথচ তাঁহার উপর অন্যায় অত্যাচার হইতেছে। অতএব তাঁহার এ অবস্থায় স্বামী-ভবন হইতে স্থানান্তরিত হইয়া বাস করা নিতান্ত সৎপরামর্শ। কিন্তু মহাশয়ের বাটী ব্যতীত অন্য কোন স্থানে বাস করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত, সম্ভব ও বিধেয় নহে। অতএব আপনি তাঁহাকে অবিলম্বে এখানে আনাইবার ব্যবস্থা করুন।"

দেখ একবার কাণ্ডখানা! তাহাদের মধ্যে বিবাহ-বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে, আমাকে বিনা অপরাধে, তাহার মধ্যে মাথা দিয়া তাহার অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। আমি এই কথা রাগের সহিত বলিব ভাবিতেছি, কিন্তু শুনে কে? চৌধুরী কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সুবিশাল অঙ্গুলদ্বয়ের একটা নামাইয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার বাক্যের শকট আমার ঘাড়ের উপর দিয়া আবার চালাইতে লাগিলেন। কোচম্যান গাড়ি ঘাড়ের উপর দিয়া চালাইতে হইলেও একবার হৈ হৈ করিয়া চীৎকার করিয়া সাবধান করে; তিনি তাহাও করিলেন না।

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমার প্রথম অভিপ্রায় মহাশয়কে জানাইলাম। পীড়া হেতু মনোরমা দেবীর আগমনের ব্যাঘাত ঘটায়, তিনি স্বয়ং আসিয়া যে কার্য্য সম্পন্ন

করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহাই সমাপিত করিতে আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে; ইহাই আমার আগমনের দ্বিতীয় কারণ। আমি প্রবীণ ও অভিজ্ঞ বলিয়া, রাজবাটীস্থ সকলেই সকল বিষয়ে আমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনি মনোরমা দেবীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। কেন যে আপনার ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তি, অগ্রে মনোরমা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, রাণীর আগমন বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন নাই, তাহা আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম। রাজা রাণীকে পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কোন গোলমাল করিবেন কি না তাহার স্থির সংবাদ অগ্রে না জানিয়া, রাণীকে এস্থানে আশ্রয় দিতে ইতস্ততঃ করা, আপনার পক্ষে সম্পূর্ণই ন্যায় সঙ্গত কথা তাহা আমি স্বীকার করি। আমি ইহাও স্বীকার করি যে, এরূপ প্রসঙ্গের বাদানুবাদ পত্রে নির্ব্বাহিত হইবার নহে। এই সকল কারণে, মনোরমা দেবীর অক্ষমতা হেতু, আমাকে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়াও মহাশয়ের নিকটে আগমন করিতে হইয়াছে। আমি রাজার প্রকৃতি অন্য লোকের অপেক্ষা সমীচীনরূপে জ্ঞাত আছি। আমি আপনাকে নিঃসংশয়িতরূপে জানাইতেছি যে, যত দিন রাণী এখানে থাকিবেন সে সময়ের মধ্যে রাজা একবারও এ বাটীর নিকটেও আসিবেন না এবং এখানকার কোন লোকের সঙ্গে কোন প্রকার বাক্যালাপও রাখিবেন না। রাজার বৈষয়িক অবস্থা এক্ষণে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। রাণী স্থানান্তরিত হইলে তিনি স্বাধীন হইবেন এবং তৎক্ষণাৎ

তিনি এপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া দূর প্রদেশে চলিয়া যাই-বেন, ইহার কোনই সন্দেহ নাই। বোধ করি, এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে আপনার হৃদ্গত হইয়াছে। এখন আপনার আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার কথা কিছু আছে কি? আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করুন—যত কথা মনে থাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বসিয়া আছি।"

যে লোক আমার অবস্থার দিকে আদৌ লক্ষ্য না করিয়া এত কথা কহিয়া ফেলিল, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে আরও কত কথা বলিবে তাহার ঠিক কি? তাহাকে কি আমি ঘাঁটাইতে পারি? আমি কাতর ভাবে বলিলাম,—"আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আমার এ অবস্থায় সকল কথাই স্বীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক। আপনি কৃপা করিয়া এ ব্যাপারের মধ্যস্থতা গ্রহণ করায় আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হইয়াছি। যদি কখন শরীর ভাল হয় এবং আপনার সহিত পুনরায় ভাল করিয়া আলাপের সুযোগ উপস্থিত হয়—"

আমার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই চৌধুরী গাত্রোত্থান করিলেন। আমি ভাবিলাম লোকটা বুঝি এবার প্রস্থা-নের উদ্যোগ করিতেছে। ও আমার কপাল! চলিয়া যাইতে তাঁহার দায় পড়িয়াছে। তিনি এখন দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করার পূর্ব্বে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। রাণী মাতাকে এখানে আনিতে, মনোরমা দেবীর

আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত, অপেক্ষা করার কথা, আপনি একবারও ভাবিবেন না। মনোরমা দেবীর শুশ্রূষার জন্য ডাক্তার নিযুক্ত আছেন, রাজবাটীর গিন্নি ঝি আছে, আর কলিকাতা হইতে একজন পাসকরা উপযুক্ত পরিচারিকা লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার যত্নের কোনই ত্রুটি হইতেছে না, ইহা আপনি স্থির জানিবেন। তাঁহার পীড়ায় রাণীর হৃদয় এত শোকাকুল ও কাতর হইয়াছে যে তাঁহার দ্বারা পীড়িতার কোন প্রকার পরিচর্য্যা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এদিকে রাজার সহিত তাঁহার অসদ্ভাব প্রতিদিনই বাড়িয়া উঠিতেছে। যদি তাঁহাকে আপনি রাজবাটীতে আরও কিছুদিন রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার ভগ্নীর কোনই উপকার তো হইবে না; অধিকন্তু আপনার, আমার এবং আমাদের সকলকেই ঘোর বিরক্তিকর, ও নিতান্ত অপমানজনক লোকনিন্দার ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হইবে। এই দারুণ দুর্দ্দৈবের দায়িত্ব হইতে আপনি সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত থাকিবেন বলিয়া আমি আপনাকে কায়মনোবাক্যে অনুরোধ করিতেছি, যে আপনি এখনই রাণীমাকে অবিলম্বে চলিয়া আসিবার নিমিত্ত পত্র লিখুন। আপনি আপনার স্নেহ প্রণোদিত, মানজনক, অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য পালন করুন, তাহার পর ভবিষ্যতে যাহাই কেন ঘটুক না, সে জন্য কেহই আপনাকে কোন প্রকারে অপরাধী করিতে পারিবে না। আমি আমার প্রগাঢ় দূরদর্শিতার প্রভাবে আপনাকে এই সুহৃদ্‌জনোচিত উপদেশ প্রদান করিতেছি। আপনি ইহা গ্রহণ করিলেন কি না বলুন।"

আমি অবাক হইয়া লোকটার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর মনে করিলাম রামদীনকে ডাকিয়া লোকটাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেই। আশ্চর্য্য কাণ্ড! লোকটা আমার মুখ দেখিয়া আমার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিল না। চৌধুরী আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন,—"আপনি এখনও অগ্র পশ্চাৎ চিন্তা করিতেছেন। আপনি মনে করিতেছেন রাণীর এখন শরীর ও মনের এরূপ অবস্থা নহে যে তিনি এই পথশ্রম সহ্য করিয়া এতদূর একাকিনী আসিতে পারেন। দেখুন, আমার হৃদয়ের সহিত আপনার হৃদয়ের কেমন একতা! দেখুন, কেমন আশ্চর্য্যরূপে আমি আপনার হৃদয়-ভাব প্রণিধান করিতেছি। আপনি আরও মনে করিতেছেন, কলিকাতা দিয়া আসিতে হইলে রাণী কলিকাতার কোন স্থানে থাকিবেন তাহারও স্থির নাই। রাণীর পরিচারিকার জবাব হইয়াছে, রাজবাটীর গিন্নি ঝি প্রভৃতি মনোরমা দেবীর পীড়ার জন্য ব্যস্ত, সুতরাং রাণীর সঙ্গে আসিবে কে? এ সকল আপত্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত হইলেও অখণ্ডনীয় নহে। যখন পশ্চিম হইতে আমি রাজার সহিত এদেশে আসি, তখনই আমার স্থির ছিল যে, আমি কলিকাতার কোন স্থানে বাস করিব। সম্প্রতি সেই অভিপ্রায়ে আমি কলিকাতার বড়বাজার পল্লীতে ছয়মাসের জন্য একটী সুন্দর বাটী ভাড়া করিয়াছি। মনে করুন, যদি আমি স্বয়ং যাইয়া রাণীকে ষ্টেশন হইতে আমার বাসায় লইয়া আসি, এবং সেখানে

তাঁহার পিসির সহিত আবশ্যক মত কাল থাকার পর, তাঁহাকে আবার সঙ্গে করিয়া ষ্টেসনে আনিয়া রেলে উঠাইয়া দিই এবং তিনি শক্তিপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে যদি গিরিবালা তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে তাহা হইলে কোনই অসুবিধা হইবে, এমন আমার বোধ হয় না। অতএব আপনি আর অন্যমত করিবেন না। এখনই আপনি রাণী মাতাকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া আমাদের সকল উদ্বেগের অবসান করুন, ঘোর লোকাপবাদের হস্ত হইতে এ নিরপরাধ পরিবারকে রক্ষা করুন এবং সে দুঃখিনী বালিকার হৃদয়কে, বিশ্রাম লাভ করিয়া, আশ্বস্ত হইতে দিউন। এ কার্য্য আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া পরিণামে পরিতাপ ভোগ করিবেন না।"

লোকটা যেন কোন সভামধ্যে বক্তৃতা করিতেছে! হাত নাড়া, পা নাড়া, ঘাড় ঘুরান, বুক ফুলানর ঘটা কি! তখন আমি দেখিলাম, ইহাকে শীঘ্র সরাইয়া দিতে না পারিলে, আমার আর কোন ক্রমে ভদ্রস্থতা নাই। সেই সময়ে ভগবান কৃপা করিয়া আমাকে এক অতি আশ্চর্য্য বুদ্ধি প্রদান করিলেন; আমি তখনই চৌধুরীর প্রার্থনামত পত্র লিখিয়া দিয়া সকল যন্ত্রণার সমাপ্তি করিবার সংকল্প করিলাম! আমার পত্র পাইলেই লীলা আসিবে বলিয়া কোন ভয় নাই; কারণ মনোরমার পীড়া থাকিতে লীলা তাহাকে ছাড়িয়া আসিবে, একথা

কখনই সম্ভব নহে। এ সোজা কথা চৌধুরীর মত চালাক লোক যে কেন বুঝিতে পারেন নাই তাহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। যাহাই হউক, তিনি একথা বুঝিতে পারার আগে পত্র খানা লিখিয়া তাঁহাকে বিদায় করিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা হয়। তাঁহাকে এক বিন্দুও ভাবিবার সময় দিব না মনে করিয়া, আমি কষ্টে স্নষ্টে একটু সোজা হইয়া বসিলাম এবং যথার্থই কলম হাতে লইয়া লিখিতে বসিলাম। তাড়াতাড়ি করিয়া লিখিলাম, "জীবিতাধিক লীলা,—যখন তোমার ইচ্ছা হইবে তখনই এখানে আসিবে। কলিকাতায় তোমার পিসির বাটীতে রাত্রি যাপন করিও। মনোরমার পীড়ার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।" পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া তাহা চৌধুরী মহাশয়ের দিকে ফেলিয়া দিলাম এবং বলিলাম,—"আর না। আমাকে ক্ষমা করুন, আর কোন কথা বলিলে আমি তাহা শুনিতে পারিব না। আপনি বৈঠকখানা বাটীতে গিয়া বিশ্রাম ও আহারাদি করুন। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। আজ এই পর্য্যন্ত।" এই কথা বলিয়া নিতান্ত অবসন্ন ভাবে আমি শয্যায় পড়িলাম।

কিন্তু চৌধুরী তবুও আবার বকিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁহার কথা আর শুনিব না প্রতিজ্ঞা করিলেও অনেক কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমার ভগ্নীর এই বিরাট স্বামী আমাদের সাক্ষাতের জন্য অনেক আনন্দ প্রকাশ করিলেন; আমার শরীরের জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন; আমার গুণের অনেক সুখ্যাতি করিলেন; আমার জন্য

একটা ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিতে চাহিলেন ; বিশুদ্ধ বায়ুর কথা আবার আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং দুই তিন দিনের মধ্যেই আমি রাণীকে দেখিতে পাইব বলিয়া আশ্বাস দিলেন। তাহার পর নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। যখন আমি আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম তখন দেখিলাম চৌধুরী চলিয়া গিয়াছেন ! আঃ বাঁচিয়াছি। লোকটার একটা প্রধান গুণ—বড় সাবধান। তিনি যে কখন ঘরের দরজা খুলিয়াছেন এবং বন্ধ করিয়াছেন তাহা আমি জানিতেও পারি নাই। কিছুকাল পরে রামদীন আসিলে আমি তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম, এই অতিবড় লোক যথার্থই চলিয়া গিয়াছেন কি না। রামদীন বলিল, তিনি আহারাদি করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আঃ বাঁচাইয়াছেন। তাঁহার জয় হউক !

আমার আর কোন কথা বলিবার দরকার দেখিতেছি না ; দরকার থাকিলেও আমি তাহাতে অক্ষম। পরে যে সকল ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে তাহার কিছুই আমার সমক্ষে হয় নাই। প্রার্থনা করি সেজন্য কেহই যেন নিন্দার ভাগ আমার ঘাড়ে না চাপান। আমি সকলই ভাল ভাবিয়া করিয়াছি। যে বিষাদময় দুর্ঘটনা পরে ঘটিয়াছে পূর্ব্বে তাহা জানিবার ও বুঝিবার কোনই উপায় ছিল না ; সুতরাং সেজন্য আমি দায়ী হইতে পারি না। সেই দুর্ঘটনায় আমার শরীর ছিন্নভিন্ন হইয়াছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা আমাকেই

অধিকন্তর মনস্তাপ ভোগ করিতে হইয়াছে। রামদীন আমার বড় অনুগত ভৃত্য। সে বলে এ কষ্টের ধাক্কা আমি সামলাইয়া উঠিতে পারিব না। সে দেখিতেছে, আমি এখনও চক্ষে রুমাল দিয়া তাহাকে লিখিতে বলিতেছি। আর কি বলিব ?

রাজবাটীর গিন্নী ঝি নিস্তারিণী ঠাকুরাণীর কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমতী মাসী মাতা ঠাকুরাণীর পীড়ার ক্রমশঃ কিরূপ অবস্থা হইতে লাগিল এবং কিজন্য শ্রীমতী রাণীমাতাকে রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইতে হইল, তাহার বিবরণ আমাকে লিখিতে হইবে। আমি ব্রাহ্মণকন্যা এবং একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের স্ত্রী। অদৃষ্ট বশে বৈধব্য হওয়ায় আমাকে পরের দ্বারস্থ হইয়া জীবনপাত করিতে হইতেছে। তা আমি এ রাজবাটীতে ছিলাম ভালই বলিতে হইবে। সমস্ত চাকর চাকরাণী, রাঁধুনী প্রভৃতির কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা করাই আমার প্রধান কার্য্য। পূর্ব্ব হইতেই একটু লিখিতে পড়িতে জানিতাম ; এজন্য আমার হাত দিয়া সংসারের যে খরচ হইত তাহার হিসাবও আমি রাখিতাম। নিজে রাঁধা বাড়া করিয়া যথাসময়ে একবার আহার করিতাম ; কোন কথার মধ্যে থাকিতাম না। সকলেরই যাহাতে উপকার হয় তাহাই

করিতাম। কেহই আমার উপর নারাজ ছিল না। সামান্য দাসীটি হইতে রাণীমাতা পর্য্যন্ত সকলেই আমাকে ভাল বাসিতেন। মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা কখন জানি না; সুতরাং যাহা লিখিব তাহার মধ্যে একবর্ণও অসত্য স্থান পাইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সকল কথা আমাকে ভবিষ্যতে লিখিতে হইবে এ কথা যদি তখন জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে তারিখ প্রভৃতি সব টুকিয়া রাখিতাম। তাহা রাখি নাই, সুতরাং সময়ের কথা কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হইবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে—দশ কি পনর দিন থাকিতে—মনোরমা দেবীর কঠিন পীড়ার আরম্ভ হয়। প্রায়ই দিবা ৯॥ টা বা ১০টার সময়ে রাজাদের সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া থাকে। যে দিন তাঁহার পীড়ার আরম্ভ হইয়াছিল, সে দিন অন্যান্য দিনের মত তাঁহার, চৌধুরাণী ঠাকুরাণীর ও রাণীমাতার আহারের স্থান প্রস্তুত করিয়া দাসী তাঁহাদের ডাকিতে গেল। প্রতিদিন তাঁহাদের খাইবার স্থান হওয়া হইতে আহারের শেষ পর্য্যন্ত আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতাম; সেদিনও সেইরূপ দাঁড়াইয়া ছিলাম। এমন সময়ে দাসী অত্যন্ত ভীতভাবে দৌড়িয়া আসিল এবং বলিল,—"মাসীমা ঠাকুরাণীর কি হইয়াছে!" আমি বেগে মাসীমা ঠাকুরাণীর ঘরে ছুটিলাম। দেখিলাম তাঁহার অতি ভয়ানক জ্বর হইয়াছে; তিনি একটা কলম হাতে করিয়া পাগলের মত ঘরের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন; তাঁহার কোনই কথা কহিবার শক্তি নাই।

আমি সেখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাণীমাতা সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি ভগ্নীর অবস্থা দেখিয়া এমনই ভীত ও কাতর হইলেন যে তাঁহার দ্বারা তখন কোন কাজ হওয়াই সম্ভব নহে। তখনই চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী ও আমি রোগীকে ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়াইয়া দিলাম; আর চৌধুরী মহাশয় পাশের ঘরে বসিয়া, যতক্ষণ ডাক্তার আসিয়া না পৌঁছেন, ততক্ষণ রোগীকে যে যে ঔষধ দেওয়া আবশ্যক তাহার ব্যবস্থা করিলেন এবং রাজবাটীর খয়রাতি ঔষধ আনাইয়া স্বহস্তে মাথায় দিবার একটা জল এবং খাইবার একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ঠাকুরাণী ও আমি মনোরমা দেবীর মাথায় সেই জলের পটি দিতে লাগিলাম। রাজা আসিয়াই, অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা আবশ্যক বোধে, নিকটস্থ রাজপুর হইতে, বিনোদ বাবু ডাক্তারকে ডাকিবার জন্য অশ্ব পৃষ্ঠে একজন দ্বারবানকে পাঠাইয়া দিলেন।

এক ঘণ্টার মধ্যেই বিনোদ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদেশে বিনোদ বাবুর সম্ভ্রম যথেষ্ট। তিনি বয়সে প্রবীণ এবং সুবিজ্ঞ। বিনোদ বাবু রোগীর অবস্থা দেখিয়া পীড়া বড় কঠিন বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। আমরা নিতান্ত ভয়াকুল হইলাম। চৌধুরী মহাশয় আসিয়া সরল ভাবে বিনোদ বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন এবং বর্ত্তমান পীড়া সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত অকপটে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। চৌধুরী মহাশয় ডাক্তার কি না,

বিনোদ বাবু তাহা জানিতে চাহিলে চৌধুরী মহাশয় বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি চিকিৎসক নহেন। অমনই বিনোদ বাবু বলিলেন যে, তিনি সখের ডাক্তারের মতামত শুনিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত নহেন। চৌধুরী মহাশয় একটুও রাগত না হইয়া, অতি ভদ্রতার সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। চলিয়া যাইবার পুর্ব্বে তিনি আমাকে বলিয়া গেলেন, তিনি সারাদিন কাঠের ঘরে থাকিবেন; যদি কোন দরকার পড়ে, তাঁহাকে সেখানে সন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে। সেখানে তিনি কেন গেলেন তাহা আমি বলিতে পারি না। বোধ হয়, এরূপ অবস্থায় বাটীতে খুব কম লোক থাকা ভাল ভাবিয়া তিনি অগ্রেই তাহার পথ দেখাইলেন। তাঁহার যেরূপ মহৎ মন তাহাতে তিনি সকলই করিতে পারেন। তিনি অতি সদাশয় ও বড় লোক।

রাত্রে মাসী মাতা ঠাকুরাণীর পীড়া অত্যন্ত বাড়িল এবং যত ভোর হইতে লাগিল ততই জ্বর আরও বাড়িতে লাগিল। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী ও আমি পালা করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। রাণী মাতা অকারণ জোর করিয়া আমাদের সহিত বসিয়া কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের শরীর অত্যন্ত কোমল, তাহাতে ভগ্নীর কঠিন পীড়ার চিন্তায় তিনি অত্যন্ত কাতর। এরূপ অবস্থায় শারীরিক অত্যাচারে তাঁহারও পীড়া হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

বিশেষতঃ,সময়ে সময়ে তিনি কাঁদিয়া যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহাতে রোগীর ঘরে তাঁহার থাকাই ভাল নহে। রাণীমার মত শান্ত, ভালমানুষ, স্নেহপরায়ণা স্ত্রীলোক আমি আর কখন দেখি নাই। রাজা ও চৌধুরী মহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন। বোধ করি রাণীর ব্যাকুলতা হেতু এবং মনোরমা দেবীর পীড়ার ভাবনায় রাজা যেন কিছু বিচলিত ও অস্থির হইয়াছেন। চৌধুরী মহাশয়ের কিন্তু সম্পূর্ণ স্থির ভাব। আমি শুনিতে পাইলাম তিনি একখানি কেতাব হাতে করিয়া রাজাকে বলিতেছেন,—"চল প্রমোদ, আমাদের এ পীড়ার সময়ে বাটীতে বসিয়া থাকিয়া গোল বাড়াইবার দরকার নাই। আমরা বাড়ীতে থাকিলে নানারূপ হেঙ্গাম আপনিই জুটিয়া উঠিবে। আমি কাঠের ঘরে বসিয়া পড়িব মনে করিয়াছি। আমি যখন পড়িতে বসি তখন আমার কাছে কেহ থাকা আমি ভালবাসি না। তোমার যদি আর কোন দিকে যাইবার ইচ্ছা হয় যাইতে পার। নিস্তারিণি! বাছা, খুব সাবধান থাকিবে; আমি আসি এখন।"

রাজা হয়ত উৎকণ্ঠা হেতু এমন ভদ্র ও উদার ভাবে আমার নিকট বিদায় লইলেন না। আমি ভদ্রলোকের মেয়ে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া আমাকে পর-প্রত্যাশী হইতে হইয়াছে, এ বাড়ীর মধ্যে কেবল চৌধুরী মহাশয়ই এ কথা বুঝিয়া আমার সহিত সতত বড় শিষ্ট ব্যবহার করিতেন। বাস্তবিকই তাঁহার শরীরে বড়

লোকের সমস্ত লক্ষণই আছে। সকলের প্রতিই তিনি সুব্যবহার করিতেন। গিরিবালা নামে রাণী মার যে পরিচারিকা ছিল চৌধুরী মহাশয় তাহার পর্য্যন্ত ভাবনা ভাবিতেন। যখন রাজা তাহাকে জবাব দিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তখন চৌধুরী মহাশয় আমাকে তাঁহার পাখী দেখাইতে দেখাইতে, গিরিবালা রাজবাটী হইতে গিয়া এখন কোথায় আছে, সে অতঃপর কি করিবে, ইত্যাদি কত কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যবহারই তো বড়লোকের লক্ষণ। আমি যে এ সকল কথা এখনি কেন তুলিলাম তাহা বলা আবশ্যক। শুনিয়াছি কোন কোন লোক চৌধুরী মহাশয়ের চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া থাকে। কিন্তু যে মহাত্মা দুরবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণকন্যার সম্মান করিতে জানেন এবং একটা সামান্য দাসীর জন্যও পিতৃ-বাৎসল্য প্রকাশ করিয়া উদ্বিগ্ন হন তাঁহার স্বভাব যদি মন্দ হয়, তবে দিন রাত্রি সমস্তই মিথ্যা।

মাসীমা ঠাকুরাণীর পীড়ার কিছুই ভাল দেখিতেছি না; বরং দ্বিতীয় রাত্রে প্রথম রাত্রের অপেক্ষা বৃদ্ধি। বিনোদ বাবুর যত্নের কোন ত্রুটী নাই; চৌধুরাণী ঠাকুরাণী এবং আমি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রোগীর সেবা করিতেছি; আর রাণীমাকে হাজার অনুরোধ করিয়া একবারও রোগীর নিকট হইতে সরাইতে পারিতেছি না। তাঁর কথা কেবল,—"আমার শরীর থাকুক আর যাউক, কিছুতেই আমি দিদির কাছ ছাড়া হইব না।"

দুপুর বেলা, অন্যান্য সাংসারিক কাজের জন্য আমি একবার নীচে আসিয়াছিলাম। ঘণ্টা খানেক পরে, আবার রোগীর ঘরে যাইবার জন্য ফিরিবার সময় দেখিলাম চৌধুরী মহাশয় কিছু প্রফুল্ল ভাবে কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বাটীতে উঠিতেছেন। রাজা ঠিক সেই সময়ে কেতাব-ঘরের দরজার ভিতর হইতে উকি দিয়া চৌধুরী মহাশয়কে জিজ্ঞাসিলেন,—"ছুঁড়ীটাকে দেখিতে পাইয়াছ না কি ?"

চৌধুরী মহাশয় কথার কোন উত্তর দিলেন না কিন্তু তাঁহার প্রকাণ্ড মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাজা সেই সময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইলেন আমি যাইতেছি, অমনই আমার প্রতি নিতান্ত অসভ্য ভাবে, বিরক্তির সহিত, দৃষ্টিপাত করিয়া চৌধুরীকে বলিলেন,—

"এদিকে আসিয়া সকল কথা আমাকে বল। বাড়ীতে যদি মেয়ে মানুষ থাকিল, তাহা হইলে নিশ্চয় দেখিবে, কখন তাহারা স্থির হইয়া থাকিবে না—ওপর নীচে, এ ঘর সে ঘর, যাওয়া আসা করিবেই করিবে।"

চৌধুরী মহাশয় কোমল স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"প্রমোদ! নিস্তারিণীর কি এক কাজ? দেখিতেছ না উহাকে কত দিক ঠেকাইতে হইতেছে? নিস্তারিণি! এখন রোগীর অবস্থা কিরূপ?"

"কই! ভাল তো কিছুই দেখিতেছি না।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"বড়ই ভাবনার বিষয়! কিন্তু নিস্তারিণি, তোমাকে বড় শ্রান্ত ও কাতর দেখা-

ইতেছে। এরূপ পরিশ্রম তোমাদের আর সহিবে কেন? আমার বোধ হয়, তোমার ও আমার স্ত্রীর সাহায্যের জন্য, কলিকাতা হইতে রোগীর শুশ্রূষার নিমিত্ত পাস করা যে স্ত্রীলোক ধাই পাওয়া যায়, তাহারই এক জনকে আনা আবশ্যক হইয়াছে। কোন বিশেষ কারণে আমার স্ত্রীকে কালি কি পরশ্ব একবার কলিকাতা যাইতে হইবে। তিনি প্রাতঃকালে যাইয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিবেন। আমি এক জন অতি সৎ-স্বভাব পাস করা শুশ্রূষাকারিণীকে জানি। যদি সে এখন কোথাও নিযুক্ত না থাকে, তাহা হইলে তোমাদের সাহায্যের জন্য, তাহাকেই আমার স্ত্রী সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন। কিন্তু যতক্ষণ সে আসিয়া না পৌঁছে ততক্ষণ তাহার কথা ডাক্তারকে জানাইয়া কাজ নাই; কারণ আমার দেওয়া লোক শুনিলেই তিনি তাহার উপর নারাজ হইবেন। সে আসুক আগে, তাহার পর তাহার কার্য্য দেখিয়া, তিনি তাহাকে রাখিবার কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না, রাণী মাতাও কোন অমত করিবেন না। রাণী মা ভাল আছেন তো নিস্তারিণি? আহা! ভগ্নীর পীড়ায় তাঁহার কি ভয়ানক মনস্তাপই যাইতেছে। তাঁহাকে আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানাইও।"

আমি কৃতজ্ঞভাবে তাঁহার সদাশয়তার উল্লেখ করিতেছি, এমন সময়ে চৌধুরী মহাশয়ের বিলম্ব হইতেছে বলিয়া রাজা একটা কটু কথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে ঘরের ভিতর আসিতে বলিলেন। ছিঃ ছিঃ! আমি

উপরে উঠিলাম। হাজার হউক, আমি মেয়ে মানুষ। অপরের মনের ভাব বলিতে আমার কোন আবশ্যকতা ও অধিকার নাই সত্য, তথাপি রাজা চৌধুরী মহাশয়কে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহা মনে করিয়া আমার বড় কৌতূহল জন্মিল। তাঁহারা একটা স্ত্রীলোকের সন্ধানে আছেন তাহার সন্দেহ নাই। কে সে স্ত্রীলোক? তাহা কে জানে? কেন তাহাকে সন্ধান করা হইতেছে তাহাই বা কে বলিবে? চৌধুরী মহাশয় যেরূপ অপূর্ব্ব ধার্ম্মিক লোক তাহাতে তাঁহার দ্বারা কোন কলঙ্কজনক কর্ম্ম হওয়া অসম্ভব, এ কথা আমি বেশ জানি। কিন্তু আমার অত ভাবিয়া কায কি?

রাত্রি সেইরূপ ভাবেই কাটিল—রোগীর অবস্থা কিছুই ভাল বোধ হইল না। পরদিন তাঁহাকে একটু ভাল বোধ হইল। পরদিন প্রাতে, আমি যত দূর জানি চৌধুরাণী ঠাকুরাণী কাহাকেও তাঁহার যাত্রার কারণ না জানাইয়া, কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। অতঃপর মনোরমা দেবীর সমস্ত ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইল; আর ভগ্নীর নিকট হইতে একবারও না সরিয়া যাইতে রাণী মাতার যে প্রকার জেদ, তাহাতে হয়ত শীঘ্রই তাঁহার ও শুশ্রূষার ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

সেই দিন ডাক্তার বাবুর সহিত চৌধুরী মহাশয়ের দেখা হওয়ায় আবার অধিকতর অকৌশল জন্মিল। চৌধুরী মহাশয় দ্বিপ্রহর কালে পাশের ঘরে আমাকে ডাকিয়া রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। ডাক্তার বাবু

ও রাণী সে সময়ে রোগীর নিকটে ছিলেন। আমি চৌধুরী মহাশয়ের কথার উত্তর দিতেছি এমন সময়ে ডাক্তার বাবু, বাহিরে যাইবার অভিপ্রায়ে, পাশের ঘরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র চৌধুরী মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও মহত্ত্বের সহিত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"নমস্কার ডাক্তার বাবু! আমার আশঙ্কা হইতেছে; আপনি রোগীর অবস্থার কোন উন্নতি দেখিতে পাইতেছেন না?"

"আমি আজি সমূহ উন্নতি দেখিতেছি।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আপনি এই জ্বর রোগে এখনও আগেকার মত মৃদু ঔষধ চালাইতেছেন কি?"

বিনোদ বাবু বলিলেন,—"আমার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালব্ধ জ্ঞান যাহা আমাকে সঙ্গত বলিয়া প্রতীত করাইয়াছে আমি সেই প্রণালীরই অনুসরণ করিতেছি ও করিব।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আপনার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সম্বন্ধে আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। আমি কোন উপদেশ দিতেছি না, কেবল একটা অনুসন্ধান করিতেছি মাত্র। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে আপনি অনেকটা দূরে বাস করেন, ইহা বোধ করি আপনি অস্বীকার করিবেন না। ঐ সকল স্থানে যে সকল সুশিক্ষিত জ্ঞানবান, অভিজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসক বাস করেন তাঁহারা এরূপ স্থলে কি প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাহা আপনি কখন শুনিয়াছেন কি?" তাহার পর কতক গুলি ইংরাজী

ঔষধের নাম করিয়া বলিলেন,—"এরূপ রোগে এ সকল ঔষধের কিরূপ কার্য্যকারিতা তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন কি ?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"যদি আমাকে কোন ব্যবসায়ী লোক একথা জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাঁহার কথায় উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি ব্যবসায়ী নহেন, আপনার কথায় উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নহি।" এই কথা বলিয়া বিনোদ বাবু প্রস্থানের জন্য অগ্রসর হইলেন। চৌধুরী মহাশয় একটুও অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন,—"নমস্কার বিনোদ বাবু, নমস্কার।"

রাত্রে চৌধুরাণী ঠাকুরাণী একজন শুশ্রূষাকারিণী সঙ্গে লইয়া বাটী ফিরিলেন। শুনিলাম তাহার নাম রমণী। তাহার চেহারা দেখিয়া এবং তাহার সহিত দুই একটা কথা কহিয়া জানিতে পারিলাম, সে বাঙ্গাল। রমণীর বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। দেখিতে বেঁটে, রোগা, কালো, কটা চক্ষু যুক্ত। তাহার পরিচ্ছদের খুব পারিপাট্য। হাতে সোণার বালা, গলায় হেলে হার, গায়ে বাহারে জামা, পরিধান সিমলার চওড়া কালা পেড়ে উৎকৃষ্ট সাটী। তাহার কথাবার্ত্তা খুব কম এবং ব্যবহার যেন খুব চাপা রকম।

চৌধুরী মহাশয়ের অপূর্ব্ব উদারতা ; এত মনান্তরের পরও তিনি ব্যবস্থা করিলেন, যতক্ষণ বিনোদ বাবু দেখিয়া মত না দিবেন, ততক্ষণ এই নুতন লোক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পাইবে না। আমি সমস্ত রাত্রি রোগীর পার্শ্বে বসিয়া কাটাইলাম। নুতন লোক রোগীর শুশ্রূষার ভার লয় ইহা

রাণী মাতার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। সে বাঙ্গাল বলিয়াই কি তাঁহার এত বিদ্বেষ? রাণীমাতার ন্যায় সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে এরূপ অনুদারতা নিতান্ত বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই।

পরদিন প্রাতে ডাক্তারের অনুমোদনের জন্য রমণীকে মাসী মা ঠাকুরাণীর শয়ন গৃহের পাশের ঘরে বসাইয়া রাখা হইল। সে নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া আমিও তাহার নিকটে থাকিলাম। বুঝিতে পারিলাম, বিনোদ বাবু তাহাকে নিযুক্ত করায় অমত করিবেন না, এরূপ কোন সন্দেহ তাহার মনে নাই। সে স্বচ্ছন্দভাবে ও নিশ্চিন্ত মনে জানালায় মুখ বাড়াইয়া হাওয়া খাইতে লাগিল। এ ব্যবহারে অন্য লোকে হয়ত অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু আমি ইহা তাহার অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেছি। ডাক্তার উপরে না আসিয়া আমাকে নীচে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি আসিলে তিনি আমাকে বলিলেন,—"এই নূতন লোকের জন্য আপনাকে ডাকাইয়াছি।"

"আপনি কি বলিতে চান?"

"ঐ যে মোটা বাঙ্গালটা সর্ব্বদা আমার কাজের ব্যাঘাত করিতে আইসে, উহারই স্ত্রী কলিকাতা হইতে এ লোকটাকে আনিয়াছে। নিস্তারিণী ঠাকুরাণ। ও মোটা বুড়াটা একটা হাতুড়ে।"

এরূপ করিয়া কথা বলা নিতান্তই অসভ্যতা। আমি বলিলাম,—"আপনার মনে করা উচিত যে উনি একজন খুব বড়লোক।"

"আরে রেখে দেও তোমার বড় লোক, আমি অমন ঢের দেখিয়াছি। সে যাই হউক, ঐ মেয়ে মানুষটার কথা স্থির করা যাউক। আমি তো তাহার থাকার আপত্তি করিতেছিলাম।"

"তাহাকে না দেখিয়াই ?"

"হাঁ। সে যখন আমার আনীত লোক নয় তখন আর দেখিব কি ? একাজের জন্য আজি কালি অনেক লোক পাওয়া যায় এবং আমিও অনেককে জানি। যখন রোগীর জীবন মরণের সমস্ত দায়িত্ব আমার স্কন্ধে এবং যখন এই স্ত্রীলোকের হাতেই ঔষধ খাওয়ান, রোগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা, আমার অনুপস্থিতি কালের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা, প্রভৃতি সমস্ত কাজের জন্য আমাকে নির্ভর করিতে হইবে তখন এ লোক আমার দ্বারা আনীত ও অনুমোদিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এ আপত্তি আমি রাজাকে জানাইয়াছি। রাজা বলেন, তাঁহার স্ত্রীর পিসি কষ্ট করিয়া কলিকাতা হইতে যে লোককে আনিয়াছেন তাঁহাকে একবার কাজে না লাগাইয়াই বিদায় করিয়া দিলে তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট হইতে পারে। এ কথাটা কতকটা সঙ্গত বটে, এবং ইহার উপর কোন প্রতিবাদ চলে না। কিন্তু আমি স্বীকার করাইয়া লইয়াছি, যদি তাহার কোন অসন্তোষজনক কার্য্য দেখি তাহা হইলে তাহাকে তখনই তাড়াইয়া দিতে হইবে। রাজা তাহাতে রাজি হইয়াছেন। আমি আপনার উপর খুব নির্ভর করি। এই নূতন লোকের কাজ কর্ম্মের উপর আপনার প্রথম দুই একদিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

রাখিতে হইবে। দেখিতে হইবে, সে রোগীকে আমার ঔষধ ছাড়া আর কোন ঔষধ না খাওয়ায়। আপনার এই বাঙ্গাল বড়লোক রোগীকে তাহার হাতুড়ে ঔষধ খাওয়াইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; তাহার স্ত্রীর আনীত লোক কতকটা তাহাদেরই পক্ষে হওয়া সম্ভব; বুঝিয়াছেন? চলুন এখন, উপরে যাওয়া যাউক। রমণী সেখানে আছে কি? তাহাকে একটা কথা বলিতে চাহি।"

আমরা উপরে আসিয়া দেখিলাম, রমণী তখনও জানালায় দাঁড়াইয়া হাওয়া খাইতেছে। আমি ডাক্তারের নিকট তাহাকে পরিচিত করিয়া দিলে, ডাক্তারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি এবং তাঁহার কঠোর প্রশ্ন তাহাকে একটুও বিচলিত করিতে পারিল না। সে ধীরভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল এবং ডাক্তারের নানা বিশুদ্ধ চেষ্টা স্বত্ত্বেও সে আপন কার্য্যে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতারই পরিচয় দিতে লাগিল। ইহা নিশ্চয়ই তাহার হৃদয়বল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আমরা তিন জনেই রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলাম।

রমণী খুব যত্নের সহিত রোগীকে দেখিল; রাণী মাতাকে প্রণাম করিল; দুই একটা সামগ্রী গুছাইয়া রাখিল; তাহার পর, যতক্ষণ কোন দরকার না পড়ে ততক্ষণের জন্য, ঘরের এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। এই নূতন লোকের আগমনে রাণী ঠাকুরাণী কিছু ত্যক্ত ও বিচলিত হইলেন বোধ হইল। পাছে মনোরমা দেবীর ঘুম ভাঙ্গে এই ভয়ে কেহ কোন কথা কহিলেন না। কেবল ডাক্তার ফুস্‌ ফুস্‌ করিয়া রাত্রের খবর জিজ্ঞাসা করি—

তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে বলিলাম,—"সমানই।" তাহার পর ডাক্তার বাহিরে আসিলেন। রাণীমাও, বোধকরি রমণীর কথা বলিবার জন্য, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। বাঙ্গাল হউক আর যাহাই হউক, আমি স্থির করিলাম রমণী বেশ কাজের লোক এবং সে যে কর্ম্মে আসিয়াছে, সে কর্ম্মের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

ডাক্তার বাবুর উপদেশ অনুসারে আমি প্রথম তিন চারি দিন অতিশয় সতর্কতার সহিত রমণীর কাজ কর্ম্ম দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন সময়েই তাহার কোন সন্দেহজনক কার্য্য দেখিতে পাইলাম না। রাণীমাও বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার কর্ম্ম কাজ দেখিতেন; তিনিও কোন বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিতে পাইলেন না। সে চৌধুরী মহাশয়ের সহিত একটী কথাও কহিত না; ডাক্তার বাবুর দেওয়া ঔষধ ছাড়া আর কোন ঔষধ সে কখনই খাওয়াইত না, এবং রোগীর শুশ্রূষার জন্য যথাবিহিত যত্ন করিত। যে ভাল তাহাকে ভাল না বলিলে ধর্ম্মে ভয় সহিবে কেন?

রমণী আসার বোধ হয় চারিদিন পরে কোন বিশেষ কাজের জন্য চৌধুরী মহাশয়কে কলিকাতা যাইতে হইল। গমনকালে তিনি রাণী মাতাকে, আমার সমক্ষে, বিশেষ উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—"যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আরও দুই চারিদিন বিনোদ বাবুকে বিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ সময়ের মধ্যে কোন বিশেষ উপকার না দেখা যায় তাহা হইলে কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে হইবে। এ গাধা ডাক্তারকে তখন চটাইলে ক্ষতি নাই, মনোরমা

দেবীর জীবন বড়, না ডাক্তারের রাগ বড়? আমি আপনাকে নিতান্ত উদ্বেগের সহিত হৃদয়ের হৃদয় হইতে এই সকল কথা বলিয়া রাখিতেছি।”

রাণী মাতা সভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন এবং চৌধুরী মহাশয়ের এত আত্মীয়তাপূর্ণ আন্তরিক উদ্বেগোক্তির একটা উত্তরও দিলেন না। বোধ করি ভগ্নীর পীড়ার চিন্তায় তাঁহার মনের ভাবান্তর হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয় চলিয়া গেলে রাণীমা আমাকে বলিলেন,—“বল দেখি নিস্তারিণি, এখন করি কি? আমার এমন কেহ আত্মীয় নাই যে এ বিপদে একটা উপদেশ দেয়। তোমার কি বোধ হয় বিনোদ বাবুর চিকিৎসা ভাল হইতেছে না? তিনি নিজে আমাকে আজি প্রাতে বলিয়াছেন যে, ভয়ের কোন কারণ নাই এবং অন্য ডাক্তার আনিবার কোন দরকার নাই।”

আমি বলিলাম,—“মা! আমাদের ডাক্তার বাবু যতই কেন ভাল হউন না, আমি কিন্তু এ অবস্থায় চৌধুরী মহাশয়ের উপদেশই ভাল মনে করি।”

রাণী মাতা সহসা আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইলেন এবং, কেন বলিতে পারি না, নিতান্ত হতাশভাবে আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—“তাঁহার উপদেশ! ভগবান রক্ষা কর—তাঁহার উপদেশ!”

আমার যেন মনে হইতেছে চৌধুরী মহাশয় এক সপ্তাহ কাল ফিরিলেন না। তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু রাজার নানা প্রকার ভাবান্তর দেখা যাইতে লাগিল। বাটীতে রোগ শোকের জ্বালায় তিনি কিছু অভিভূত হইয়াছেন

বলিয়াও আমার বোধ হইল। সময়ে সময়ে তাঁহার ভাব নিতান্ত চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি একবার বাটীতে আসিতেছেন, একবার বাহিরে যাইতেছেন, কখন বা আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রাণী মাতার শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছিল; রাজা সেজন্য আন্তরিক দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন বোধ হয়। তিনি সততই বিশেষ আগ্রহের সহিত মাসী মা ও রাণীমার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেন। আমার বোধহয় তাঁহার কর্কশ ভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং এখন তাঁহার মন অনেক কোমল হইয়াছে। কিন্তু চাকর বাকরের মুখে শুনা যায় যে তিনি ইদানীং কিছু বেশী মাত্রায় মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু চাকর বাকরের কখন এরূপ কথা বলা উচিত নহে এবং আমাদের সে সকল কথা ধর্ত্তব্যই নহে।

কয়েকদিনের মধ্যে মাসীমার অবস্থা বেশ ভাল হইতে লাগিল বোধ হইল। বিনোদ বাবুর উপর আমাদের শ্রদ্ধা খুব বাড়িয়া উঠিল। তিনিও মনে খুব ভরসা পাইলেন, রাণী মাকেও তিনি বলিলেন যে, এ রোগের সম্বন্ধে তাঁহার মনে কখনই ভয় ছিল না, এখন তো নাইই। যদি কোন প্রকার সন্দেহ একবারও মনে উদয় হয় তাহা হইলে তিনি নিজে তৎক্ষণাৎ কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যদিও এখন রমণীর জন্য রোগীর আর কোন ভারই লইতে হয় না, তথাপি চৌধুরাণী ঠাকুরাণী প্রায় সারাদিনই মাসীমার কাছে থাকিতেন। তিনিই কেবল ডাক্তারের আশ্বাস বাক্যে এবং রোগীর অবস্থা দেখিয়া, বিশেষ সন্তুষ্ট

হইলেন না। তিনি আমাকে একদিন গোপনে বলিলেন যে, যতক্ষণ তাঁহার স্বামী ফিরিয়া আসিয়া মত প্রকাশ না করিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার মনে কোন ভরসা হইতেছে না। আর তিন দিনের মধ্যে চৌধুরী মহাশয় ফিরিয়া আসিবেন লিখিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিদিন নিয়মিত রূপে চিঠি লেখালিখি চলে। চৌধুরী মহাশয় ও চৌধুরাণী ঠাকুরাণী বিবাহিত জীবনের আদর্শ স্থানীয়।

তৃতীয় দিনের রাত্রে আমি মাসী মার অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া বড়ই ভয় পাইলাম। রমণীও সে পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল। রাণী মা তখন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া বসিবার ঘরে এক খানি সোফায় পড়িয়া ঘুমাইতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে কোন কথা জানাইলাম না। বিনোদ বাবু নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোগী দেখিতে আসিলেন। রোগীকে দেখিবা মাত্র তাঁহার মুখের ভাবান্তর হইল। তিনি সে ভাব লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া ভীত ও চিন্তিত বলিয়া বোধ হইল। তখনই তিনি বাটী হইতে লোক পাঠাইয়া ঔষধ আনাইলেন এবং তাঁহারই আদেশক্রমে রাজবাটীতে তাঁহার শয়নের স্থান হইল। আমি তাঁহাকে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসিলাম,—“পীড়া কি নিতান্ত শক্ত হইয়াছে?” তিনি বলিলেন,—“আমার তো সেই ভয়ই হইতেছে। বোধ হয় যেন রোগটা ছোঁয়াচে; কালি প্রাতে ঠিক বুঝিতে পারিব।”

বিনোদ বাবুর উপদেশক্রমে সে রাত্রে রাণী মাতাকে এ সকল সংবাদ কিছুই জানান হইল না। তাঁহার শরীর

অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে বলিয়া ডাক্তার তাঁহাকে সে রাত্রে পীড়িতার ঘরে আসিতে নিষেধ করিলেন। তাহাতে রাণী মা কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং ডাক্তারের কথা অবহেলা করিয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহাকে ডাক্তারের কথাই শুনিতে হইল।

পরদিন প্রাতে বিনোদ বাবুর পত্র লইয়া একজন সরকার কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে গেল। যত শীঘ্র সম্ভব সে ডাক্তার লইয়া ফিরিবার ভার লইল। সে লোক চলিয়া যাওয়ার আধ ঘণ্টা পরে চৌধুরী মহাশয়, এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির পর, কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পৌঁছিলেন। তখনই চৌধুরাণী ঠাকুরাণী তাঁহাকে মাসীমার নিকটে লইয়া আসিলেন। মাসী মা তখন আর মানুষ চিনিতে পারেন না। বোধ হইল যেন পরমাত্মীয়কেও তিনি পরম শত্রু বলিয়া মনে করিতেছেন। কারণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার শয্যার নিকটে আসিলে, মাসী মার অস্থির, ঘূর্ণায়মান নেত্র ক্রমে চৌধুরী মহাশয়ের মুখ স্থির হইয়া দেখিতে লাগিল। তখন সেই চক্ষুর এরূপ ভাব হইল, যে আমি জন্মে কখন তাহা ভুলিতে পারিব না। চৌধুরী মহাশয় মাসীমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার হাত দেখিলেন, তাঁহার কপালে হাত দিয়া দেখিলেন, এবং অতিশয় মনোযোগের সহিত তাঁহার প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলেন। তাহার পর সেখান হইতে উঠিয়া যৎপরোনাস্তি ঘৃণা ও ক্রোধসূচক দৃষ্টির সহিত ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। বিনোদ বাবুও ভয়ে ও রাগে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চৌধুরী মহাশয় তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কখন হইতে এরূপ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে?"

আমি যাহা জানিতাম বলিলাম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরূপ হওয়ার পর হইতে রাণী মা এ ঘরে আসিয়াছিলেন?" আমি বলিলাম যে তিনি আসেন নাই; ডাক্তার তাঁহাকে আসিতে জোর করিয়া বারণ করিয়াছেন।

তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"সর্ব্বনাশ কতদূরে গড়াইয়াছে তাহা তুমি আর রমণী জানিতে পারিয়াছ কি?" আমি বলিলাম, যে আমরা কেবল বুঝিয়াছি যে রোগটা যেন ছোঁয়াচে।

তিনি আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"ইহাকে ডাক্তারী মতে টাইফএড জ্বর বলে; বাঙ্গলা মতে ইহাকে পিত্তশ্লেষ্মিক বিকার বলিলেও বলা যায়। এ জ্বর এদেশে খুব কম হয়; তাই লোকে ইহার কথা বড় জানে না; কিন্তু রমণী বোধ হয় ইহার কথা জানে। ইহা অতি ভয়ানক রোগ এবং বড় সংক্রামক।"

এতক্ষণে বিনোদ বাবু প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"না, ইহা টাইফএড জ্বর নহে। এখানে আর কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই; আমিও কাহারও কোন কথা শুনিতে চাহি না। আমার সাধ্যমত কর্ত্তব্য পালনে আমি ত্রুটী করি নাই,—"

চৌধুরী মহাশয় অঙ্গুলি সঙ্কেতে রোগীর শয্যা দেখাইয়া তাঁহার কথায় বাধা দিলেন। ডাক্তার বাবু ইহাতে অধিকতর রাগত হইয়া বলিলেন,—"আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি। কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে লোক গিয়াছে। আমি সেই ডাক্তার ব্যতীত আর কাহারও সহিত রোগের বিচার করিতে সম্মত নহি। আপনি রোগীর ঘর হইতে চলিয়া যাউন।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আমি যাদশাপন্ন জীবের সাহায্যার্থ এখানে আসিয়াছি এবং যদি কলিকাতা হইতে ডাক্তার আসিতে বিলম্ব ঘটে তাহা হইলে, সেই কারণে আবারও এখানে আসিব। আমি আপনাকে আবার বলিতেছি, জ্বর টাইফএড আকার ধারণ করিয়াছে এবং আপনার কদর্য্য চিকিৎসা প্রণালীই এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ। যদি এই মহিলার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে বিচারালয়ে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব, যে আপনার মূর্খতা ও একগুঁয়েমি ইহাঁর মৃত্যুর কারণ।"

চৌধুরী মহাশয়ের কথা সমাপ্ত হইবামাত্র পার্শ্বের বসিবার ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল এবং রাণী মাতা সে স্থান হইতে অতিমাত্র দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"আমি কাহারও কথা শুনিব না,—আমি ঘরের ভিতর যাইবই যাইব।"

চৌধুরী মহাশয় সকল সময়েই অতিশয় সাবধান এবং কোন বিষয়েই কখন তাঁহার কোন ভুল হয় না। কিন্তু আজি কেমন তাড়াতাড়িতে তিনি এমন সংক্রামক

রোগের নিকটে রাণী মাতাকে আসিতে বারণ করিতে ভুলিয়া গেলেন এবং পাশের ঘরে সরিয়া গিয়া তাঁহার আগমন পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। এক্ষেত্রে বিনোদ বাবুর অধিকতর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। রাণী মাতা ঘরের মধ্যে পা বাড়াইতেই তিনি গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—"আপনাকে বড়ই কষ্টের সহিত নিবেদন করিতেছি, যে যতক্ষণ এই জ্বর সংক্রামক হওয়ার আশঙ্কা দূর না হইতেছে, ততক্ষণ আমি আপনাকে বিনয় সহকারে অনুরোধ করিতেছি, আপনি এঘরে আসিবেন না।"

রাণী মাতার বাহুদ্বয় ঝুলিয়া পড়িল এবং তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ডাক্তারের হাতের উপর পড়িয়া গেলেন। আমি ও চৌধুরাণী ঠাকুরাণী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ধরিলাম এবং ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজ ঘরে লইয়া গেলাম। চৌধুরী মহাশয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রাণী মার ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন; তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে এই সংবাদ দিলে তিনি চলিয়া আসিলেন।

আমি ডাক্তারের নিকট আসিয়া তাঁহাকে জানাইলাম যে রাণী মা এখনই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তিনি তাঁহাকে আশ্বাস দিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। চৌধুরী মহাশয় ও রাজা সময়ে সময়ে রোগীর খবর লইতে লাগিলেন। মহোদ্বেগে ধীরে ধীরে সময় কাটিতে লাগিল। অবশেষে বেলা ৫ টা কি ৬ টার সময় কলিকাতার ডাক্তার

আসিয়া পৌঁছিলেন। আমাদের বিনোদ বাবুর চেয়ে এ ডাক্তারের বয়স কম। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে খুব গম্ভীর ও স্থির বুদ্ধির লোক বলিয়া বোধ হইল। পূর্ব্ব চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার কি মত দাঁড়াইল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু আমি বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে তিনি বিনোদ বাবুর চেয়ে আমাকে আর রমণীকেই বেশী প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং বিনোদ বাবুর কথা বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিতেছেন এমনও বোধ হইল না। এই সকল দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইল যে পীড়া সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত চৌধুরী মহাশয় যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঠিক। তাহার পর যখন বিনোদ বাবু আসল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমরা তাঁহার ভুল বেশ জানিতে পারিলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জ্বরটা কি রকম দেখিতেছেন?"

কলিকাতার ডাক্তার বলিলেন,—"টাইফএড জ্বর, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।"

কলিকাতার ডাক্তার বাবু এই কথা বলার পর রমণী যে রূপ আনন্দ সূচক ঈষৎ হাস্যের সহিত আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, আমার বোধ হয়, স্বয়ং চৌধুরী মহাশয় এখানে উপস্থিত থাকিলে সেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেন না। চৌধুরী মহাশয়ের জয়ে তাহার এত আনন্দ কেন?

ডাক্তার আমাদিগকে আবশ্যক মত উপদেশ দিয়া

এবং আর পাঁচ দিন পরে আবার আসিবেন স্থির করিয়া, বিনোদ বাবুকে ডাকিয়া লইয়া, গোপনে কি কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তিনি মাসী মার আরোগ্য হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন, যে এরূপ রোগের এ অবস্থায় কিছুই বলা সম্ভব নহে।

নিতান্ত উদ্বেগের সহিত পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল। মাসীমার অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। রাণী মাতার শরীরে অবস্থা কিন্তু ক্রমশঃ ভাল হইতে লাগিল। তিনি প্রতিদিন অন্ততঃ দুই তিন বার করিয়া রোগীর গৃহে আসিয়া শয্যা হইতে দূরে দাঁড়াইয়া মাসী মাকে দেখিয়া যাইবার নিমিত্ত ডাক্তার বাবুর নিকট নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আমার বোধ হয়, ডাক্তার দেখিলেন তাঁহাকে বুঝাইয়া কোন ফল হইবে না, তখন তিনি অনিচ্ছা সহকারে তাঁহাকে সে অনুমতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। সুখের বিষয়, এ কয় দিনের মধ্যে ডাক্তারের সহিত চৌধুরী মহাশয়ের আর কোন বচসা হয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই রাজার সঙ্গে নীচে থাকিতেন; রোগীর যখন যে সংবাদ লইতেন তাহা লোক দ্বারা লইতেন।

পঞ্চম দিনে কলিকাতার ডাক্তার আবার আসিলেন এবং আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ভরসা দিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, এ ব্যাধির প্রথম দশ দিন কাটিয়া গেলে ঠিক বুঝা যায় যে রোগের কিরূপ গতি দাঁড়াইবে। অতএব

সেই দশম দিবসে তিনি তৃতীয় বার রোগীকে আবার দেখিয়া যাহা বলিবার হয় বলিবেন। এই পাঁচ দিনের মধ্যে চৌধুরী মহাশয় এক দিন কলিকাতায় গিয়া সেই রাত্রেই ফিরিয়া আসিলেন।

দশম দিবসে আমরা সকল ভাবনার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। কলিকাতার ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন মাসী মা সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছেন। আর তাঁহার ডাক্তারে দরকার নাই; যেমন যত্ন তরিবত চলিতেছে এখন এইরূপ চলিলেই আর কিছুই করিতে হইবে না। এই শুভ সংবাদ শুনিয়া রাণী মাতা নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর এতই দুর্ব্বল হইয়াছিল যে এ আনন্দ সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং দুই এক দিবসের মধ্যে তাঁহার দেহ ও মন এতই অবসন্ন হইল যে তিনি আপনার শয্যা হইতে উঠিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জন্য বিনোদ বাবু আপাততঃ বিশ্রাম ও পরে স্থান পরিবর্ত্তন ব্যবস্থা করিলেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহার অবস্থা আরও যে মন্দ হইল না তাই রক্ষা, নতুবা আমাদিগকে হয়ত বড়ই বিব্রত হইতে হইত। কারণ সেই দিন চৌধুরী মহাশয়ের সহিত ডাক্তার বাবুর ভয়ানক বচসা হইল, এবং ডাক্তার বাবু রাজবাটীতে যাতায়াত ছাড়িয়া দিলেন।

আমি ঝগড়ার সময়টায় উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু জানিতে পারিলাম, এই জ্বরের পর মাসী মাকে কি পরিমাণ আহার দেওয়া আবশ্যক তাহাই উপলক্ষ করিয়া ঝগড়ার উৎপত্তি হয়। বিনোদ বাবু পূর্ব্বেই চৌধুরী মহাশয়ের কথা

বিষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন ; এখন তো তাঁহার রোগী নিরাপদ হইয়াছেন, এখন তাঁহার কথা আরও বিরক্তিকর মনে করিবেন তাহাতে বিচিত্রতা কি ? চৌধুরী মহাশয় সে দিন তাঁহার চিরাভ্যস্ত আত্মসংযম ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া ডাক্তার বাবুর রোগের অবস্থা বুঝিতে যে ভুল হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অতিরিক্ত বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু এ সকল ব্যবহার রাজার গোচর করিয়া বলিলেন, যে এরূপ অত্যাচার হইলে তাঁহাকে অগত্যা রাজবাটীতে আসা বন্ধ করিতে হইবে। রাজা যে উত্তর দিলেন, তাহা নিতান্ত মন্দ না হইলেও, এক্ষেত্রে ডাক্তার বাবুর বিরক্তি উৎপাদন করিল। তিনি সেই দিনই রাগ করিয়া রাজবাটী পরিত্যাগ করিলেন এবং পরদিনই আপনার প্রাপ্য টাকার জন্য বিল পাঠাইয়া দিলেন।

অতঃপর আমাদিগকে কাজেই ডাক্তারের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। তা হউক, ডাক্তারের কিছু এখন আর তত দরকার নাই ; এখন কেবল সুপথ্য খাওয়া আর নিয়মে থাকাই দরকার। তবে আরও দিনকতক, এ ডাক্তার না হউন, অন্য কোন ডাক্তার, যাওয়া আসা করিলে ভাল দেখাইত। রাজা ভাবিলেন, অনর্থক অন্য ডাক্তার আনিয়া কি লাভ ? যদিই মাসী মার পীড়া দৈবাৎ আবার বাড়িয়া উঠে তখন একজন ডাক্তার ডাকিলেই চলিবে। আপাততঃ সামান্য দরকারে চৌধুরী মহাশয়ের পরামর্শই যথেষ্ট। কথা সকলই সত্য বটে, কিন্তু তথাপি আমি মনে মনে কিছু উদ্বিগ্ন থাকিলাম। রাজা ও চৌধুরী মহাশয়ের পরামর্শে

রাণীমার নিকট হইতে আমরা ডাক্তারের চলিয়া যাওয়ার কথা লুকাইয়া রাখিলাম। যদিও তাঁহার শরীরের অবস্থা বিবেচনায় ভাল ভাবিয়াই আমরা এ প্রতারণা করিতে লাগিলাম সত্য, তথাপি এ কর্য্যটা নিতান্ত অবৈধ ও অসঙ্গত বলিয়া আমার মনে হইল।

সেই দিনের আর একটী ঘটনা আমার চিত্তের অশান্তি অত্যন্ত বাড়াইয়া দিল। রাজা আমাকে কেতাবঘর হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন; সেখানে চৌধুরী মহাশয়ও ছিলেন। কিন্তু আমি তথায় যাইবামাত্র তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা আমাকে বলিলেন,—"নিস্তারিণি! একটু বিশেষ কাজের কথা বলিবার জন্য তোমাকে ডাকাইয়াছি। কথাটী অনেক দিন হইতে বলিব মনে করিয়াছি, কিন্তু বাটীতে এই নানা প্রকার বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায়, তাহা বলিতে পারি নাই। নানা কারণে, তোমাকে ছাড়া, অন্যান্য সকল চাকর বাকরকে জবাব দেওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। বুঝিয়া দেখ, মনোরমা দেবী যেই একটু ভাল হইয়া উঠিবেন সেই তিনি ও তাঁহার ভগ্নী পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবেন; তাহা না করিলে তাঁহাদের শরীর থাকিবে না। চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী কলিকাতায় বাসা ঠিক করিয়াছেন, তাঁহারা শীঘ্রই সেই বাসায় চলিয়া যাইতেছেন। কেবল আমার জন্য এত লোক থাকার কোনই দরকার দেখিতেছি না। বিশেষতঃ, আমিও যে এখানেই বসিয়া থাকিব তাহারই বা স্থির কি? অতএব এ সকল লোককে আর অনর্থক একটী দিনও রাখিবার

আবশ্যক নাই। আমি কোন কাজের হবে হচ্চে শুনিতে ভাল বাসি না। তুমি ইহাদের হিসাব নিকাশ করিয়া সকলকে যত শীঘ্র পার বিদায় করিয়া দেও।"

আমি অবাক হইয়া রাজার কথা শুনিলাম। তাঁহার কথা শেষ হইলে বলিলাম,—"সকলকেই কি জবাব দিতে হইবে? আপনি যদিই একা থাকেন তাহা হইলেও, আর কিছু হউক না হউক, একটা রাঁধুনি তো আপনার জন্য রাখিতে হইবে।"

তিনি বলিলেন,—"কিছু না, আমার কাজ আমি এক রকমে চালাইয়া লইব, সেজন্য কোন ভাবনা নাই। ভাল, যদি নিতান্তই তোমার কাহাকে না রাখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে রামীকে রাখিয়া দেও। তাহার দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যাইতে পারিবে।"

আমি বলিলাম,—"বলেন কি? আপনি যাহার কথা বলিতেছেন, সমস্ত চাকর চাকরাণীর মধ্যে সে নির্ব্বোধের একশেষ। তাহার দ্বারা কি কাজ পাওয়া যাইবে?"

"তাহাকেই রাখিয়া দেও, আর না হয় গ্রামের ভিতর হইতে একটা ঠিকা ঝি আনাইয়া লও। সে আবশ্যকমত কাজ কর্ম্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, এখানে তাহার দিন রাত্রি থাকিবার দরকার নাই। তোমাকে যেমন যেমন বলিতেছি তুমি তাহাই কর। তোমাকে কোন কথা বলিলে তুমি বড় তর্ক করিয়া থাক। আমার ইচ্ছায় কাজ হইবে, না তোমার ইচ্ছায় কাজ হইবে, কতকগুলা নিষ্কর্ম্মা লোক লইয়া, ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় বসিয়া, গল্প

করিবার সুযোগ যাইতেছে দেখিয়া তোমার এ ব্যবস্থা ভাল লাগিতেছে না বুঝি? যাও, যাহা বলিলাম তাহা এখনই শেষ করিয়া ফেল।”

আমি “যে আজ্ঞা” বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। এ কথার পর আর কোন কথা খাটে কি? মাসী মা ঠাকুরাণীর কঠিন পীড়া, রাণী মা ঠাকুরাণীরও শরীর ভাল নয়; এ সময়ে আমি যদি যাই তাহা হইলে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট হইবে। কাজেই আমাকে চুপ করিয়া রাজার এই তিরস্কার সহিয়া থাকিতে হইল; নচেৎ আমিও তখনই কাজে জবাব দিয়া চলিয়া যাইতাম। সেই দিনেই আমি ঝি চাকর প্রভৃতি সকলকে জবাব দিয়া বাড়ী ফাক করিয়া ফেলিলাম। রাজা নিজে কোচম্যান ও সহিসের দলকে জবাব দিলেন এবং একটী বাদে আর সকল ঘোড়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। কেবল আমি, রামী আর একজন মাত্র মালী থাকিলাম। মালী বাগানের মধ্যে তাহার ঘরে থাকিত। যে একটা ঘোড়া থাকিল, সেই মালীই তাহার তদারক করিবে ব্যবস্থা হইল। এই বৃহৎ পুরী একেবারে লোকহীন হইয়া গেল; রাণী মাতা পীড়িত হইয়া ঘরে পড়িয়া থাকিলেন; মাসী মাতার এই কাতর অবস্থা; ডাক্তার রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার মন নিতান্ত খারাপ হইয়া উঠিল। আমি তখন কামনা করিতে লাগিলাম, তাঁহারা শীঘ্র সারিয়া উঠুন, তাহার পর আর আমার যেন এখানে থাকিতে না হয়।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজবাটীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া এখানে থাকিতে আমার নিতান্ত অনিচ্ছা জন্মিয়াছিল; শীঘ্রই এখান হইতে দুই চারি দিনের নিমিত্ত, স্থানান্তর যাইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। দাসদাসীদিগকে জবাব দেওয়ার দুই এক দিন পরে রাজা আবার আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি গিয়া দেখিলাম এবারও আগেকার মত রাজা ও চৌধুরী মহাশয় দুই জনে এক জায়গায় বসিয়া আছেন। কিন্তু সে বার আমি যাওয়ার পর চৌধুরী মহাশয় যেমন ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, এবার সেরূপ না করিয়া তিনি সেখানেই বসিয়া থাকিলেন এবং রাজা আমাকে যে সকল কথা বলিতে লাগিলেন, তিনিও তাহাতে যোগ দিয়া রাজার কথাবার্ত্তার সাহায্য করিতে লাগিলেন।

যে বিষয়ের জন্য রাজা আমাকে ডাকিয়াছিলেন তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। মাসীমা ও রাণীমা আপাততঃ স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিমে যাইবেন স্থির হইয়াছে। আমি তাঁহাদের সঙ্গে থাকিব এবং আরও তিন চারি জন ঝি এবং আবশ্যক মত অন্যান্য লোকজনও সঙ্গে থাকিবে। অন্যান্য ঝি ও লোকজন যখন ইচ্ছা তখনই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বিদেশে অন্ততঃ একজনও, খুব পাকা ও জানা শুনা ঝি সঙ্গে না থাকিলে রাণী মার ও মাসীমার কষ্ট হওয়াই সম্ভব। সেরূপ একজন ঝি সহজে পাওয়া ভার, অথচ একজন চাইই চাই। গিরিবালা রাণী-

মার ও মাসীমার বেশ জানা লোক এবং তাহার কাজকর্ম্মে তাঁহারা খুব তুষ্ট। অতএব তাহাকে যাহাতে সঙ্গে লইতে পারা যায় তাহার উপায় করিতে হইবে। রাগের মাথায় রাজা তাহাকে জবাব দিয়া ভাল করেন নাই। শীঘ্রই এরূপ দরকার উপস্থিত হইবে জানিলে তিনি কখনই এমন কাজ করিতেন না। রাজা বলেন, এখন সে কলিকাতায় আসিয়াছে। কলিকাতার যেখানে সে আছে, রাজা আমাকে তাহা লিখিয়া দিলেন। সে যেখানেই কেন থাকুক না, রাণী মা ও মাসী মার সে যেরূপ অনুগত, তাহাতে তাঁহাদের নাম শুনিলে সে তখনই ছুটিয়া আসিবে। তাহাকে আনিবার জন্য আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। এই সকল কথা রাজা ও চৌধুরী মহাশয় আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। চৌধুরী মহাশয়ই বেশীর ভাগ কথা কহিলেন। এ প্রস্তাবে দোষ কিছুই দেখিলাম না; বরং সকলই ভাল বলিয়াই বোধ হইল। তাহাকে ডাকিয়া আনিতে রাজা তো আর যাইতে বা তাহাকে পত্র লিখিতে পারেন না; ইহা আমার পক্ষেই সঙ্গত ও কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি ইহাতে কোনই ওজর করিলাম না। কিন্তু তাহাকে কলিকাতাতেই পাওয়া যাইবে কি না সে সম্বন্ধে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ থাকিল। গিরিবালাকে কলিকাতায় না পাইলে আমাকে বাটী ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা হইল। আমার যেন বোধ হয়, সে শক্তিপুরে আছে; কিন্তু তাঁহারা জানেন সে কলিকাতায় আসিয়াছে।

পরদিন প্রাতে আমি কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। যাই-

বার পূর্ব্বে আমি মাসীমা ও রাণীমার সংবাদ লইলাম। রমণী বলিল যে, মাসী মা ঠাকুরাণী ক্রমেই ভাল হইতেছেন; আমারও তাঁহাকে দেখিয়া তাহাই বোধ হইল। রাণীমার সহিত আমার দেখা হইল না। তিনি তখন নিদ্রিত ছিলেন। চৌধুরাণী ঠাকুরাণী তখন তাহার নিকটে ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, রাণীমা এখনও অত্যন্ত কাতর ও দুর্ব্বল।

এই সকল পরিবর্ত্তন, এই জনহীনতা, এই সকল অদ্ভুত ব্যবস্থা সকলে নিশ্চয়ই সন্দেহজনক বলিয়া মনে করিবেন। আমারও তাহাই মনে হইয়াছিল, কিন্তু কি করিব? আমি অধীন, আজ্ঞা পালন ভিন্ন আমার পক্ষে আর কি সম্ভব?

আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল—কলিকাতার সে ঠিকানায় গিরিবালা নাই। আমি দিন দুই পরে রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিয়া রাজার নিকট সকল কথা নিবেদন করিলাম। রাজা তখন অন্য চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, তিনি আমার কথায় কোন মনোযোগই দিলেন না। অনেক পরে বলিলেন, আমার এই সামান্য অনুপস্থিত কালের মধ্যে এখানে আর একটী বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে; চৌধুরী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের কলিকাতার নুতন বাসায় গিয়াছেন। কেন তাঁহারা হঠাৎ চলিয়া গেলেন তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। আমি রাজাকে জিজ্ঞাসিলাম যে, চৌধুরাণী ঠাকুরাণী চলিয়া গিয়াছেন, তবে এখন রাণীমার কাছে আছে কে? রাজা বলিলেন যে এখন তাঁহার নিকট রামী

আছে। গ্রামের মধ্য হইতে সংসারের কাজ করিবার জন্য একটা ঝি আনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কথাটা শুনিয়া আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। রামীর মত নির্ব্বোধ, ইতর মেয়ে মানুষ কিনা এখন রাণী মার কথার দোসর! ছিঃ! আমি তাড়াতাড়ি উপরে উঠিলাম। দেখিলাম সিঁড়ির কাছেই রামী দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে মাসীমা ঠাকুরাণীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমাকে মুখ ভেঙ্গচাইতে ভেঙ্গচাইতে কদর্য্য ভাষায় যে উত্তর দিল তাহার এক বর্ণও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, বিরক্তির সহিত, চলিয়া গেলাম এবং রাণীমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম রাণীমা যদিও এখনও অতিশয় দুর্ব্বল ও কাতর আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর এ কয়দিনে পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে বোধ হইল। সে দিন প্রাতঃকাল হইতে কাহারও নিকট মাসীমার কোন সংবাদ না পাইয়া তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। এ কাজটা রমণীর পক্ষে বড়ই অন্যায় হইয়াছে। আমি আসিলে রাণী-মা আমাকে সঙ্গে লইয়া মাসীমার ঘরে চলিলেন। যে বারান্দা দিয়া মাসী মার ঘরে যাইতে হইবে, আমরা তাহার খানিকটা দূরে যাওয়ার পর, রাজাকে দেখিয়া আমাদের দাঁড়াইতে হইল। রাজা যেন সেখানে আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি রাণী মাতাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"কোথায় যাইতেছ?"

তিনি উত্তর দিলেন,—"দিদির ঘরে।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার আশা ভঙ্গ হেতু কষ্ট নিবারণের জন্য তোমাকে এখনই বলিয়া দেওয়া ভাল যে, তুমি তাঁহার ঘরে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না।"

"দেখিতে পাইব না!"

"না। গত কল্য প্রাতে জগদীশ ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত তিনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

রাণী মাতা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন। এই বিস্ময়জনক কঠোর সংবাদ সহ্য করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মুখের বর্ণ যেন সাদা হইয়া গেল এবং তিনি নীরবে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া দেওয়াল হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আমিও এমনই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম যে কি বলিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সত্যই কি মাসীমা রাজবাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন? একথা আমি রাজাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রাজা বলিলেন;—"সত্যই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।"

আমি আবার বলিলাম,—"তাঁহার এই অবস্থায়, রাণী মাকে কোন কথাই না বলিয়া, তিনি চলিয়া গেলেন!"

রাণীমা একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন বোধ হয়। রাজা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি দেওয়ালের নিকট হইতে দুই একপদ অগ্রসর হইয়া সজোরে এবং ভীতভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"অসম্ভব কথা! ডাক্তার কোথায় ছিলেন? যখন দিদি চলিয়া যান তখন বিনোদ বাবু কোথায় ছিলেন?"

রাজা বলিলেন,—"ডাক্তারের আর এখানে কোন দরকার ছিল না, একজন্য তিনি এখানে ছিলেন না। তিনি

আপন ইচ্ছায় যাওয়া আসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, মনোরমা দেবীর শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ হইয়াছিল। কিন্তু তুমি অমন করিয়া চাহিতেছ কেন? যদি আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না হয় তাহা হইলে স্বচক্ষে দেখ না কেন? তাঁহার ঘরের দরজা খুলিয়া দেখ, ইচ্ছা হয়, বাটীর সকল ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখ না কেন?"

রাণী মাতা তাহাই দেখিতে চলিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। মাসীমার ঘরে তিনি ছাড়া আর সত্যই কেহ নাই। রামী সে ঘরের সামগ্রী পত্র গুছাইয়া রাখিতেছে, পরে এপাশের ওপাশের আরও দুই একটা ঘর দেখা গেল, কোথাও কেহ নাই। রাজা তখনও আমাদের প্রতীক্ষায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। রাণী মাতা আমার কর্ণে কর্ণে বলিলেন,—"আমার কাছ ছাড়া হইও না, নিস্তারিণি,তোমার সাত দোহাই,আমার কাছ ছাড়া হইও না।"

আমি তাঁহাকে কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি বাহিরে আসিয়া তাঁহার স্বামীকে বলিলেন,—"বল রাজা, বল ইহার অর্থ কি? আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি—তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—তোমার পায়ে পড়িতেছি, বল কি হইয়াছে?"

রাজা বলিলেন,—"কি আর হইবে? মনোরমা দেবী দেখিলেন তাঁহার শরীরে অনেকটা বল হইয়াছে; জগদীশ ও তাঁহার স্ত্রী কলিকাতায় যাইতেছেন শুনিয়া তিনিও কলিকাতায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।"

"কলিকাতায়!"

"হাঁ আনন্দধামে যাইতে হইলে কলিকাতা দিয়া যাওয়া সুবিধা নয় কি ?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া রাণী মা আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"বল নিস্তারিণি, দিদির এতটা পথশ্রম সহিবার মত শরীরের অবস্থা দেখিয়াছ কিনা, বল।"

"না মা আমি তো তাঁর তেমন অবস্থা হইয়াছে মনে করি না।"

রাজাও সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কলিকাতায় যাইবার আগে রমণীর কাছে বলিয়াছিলে কি না যে মনোরমা দেবীর শরীরে বেশ বল হইয়াছে এবং তিনি ভাল আছেন বলিয়া তোমার বোধ হইয়াছে ?"

"আজ্ঞে হাঁ, আমি একথা বলিয়াছিলাম বটে।"

আমার উত্তর শেষ হইবামাত্র তিনি রাণী মার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"এখন নিস্তারিণীর দুই রকম মত মিলাইয়া সঙ্গতাসঙ্গত বিচার কর। আমরা কি এতই পাগল যে যদি তাঁহার অবস্থা ভাল না বুঝিতাম তাহা হইলে তাঁহাকে যাইতে দিতাম ? তাঁহার সঙ্গে জগদীশ আছেন, তোমার পিসী মা আছেন, আর রমণী আছে। তিন জন উপযুক্ত লোক সঙ্গে থাকিতে ভাবনার কারণ কি হইতে পারে ? কালি তাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন, আজি তিনি জগদীশ ও রমণীকে সঙ্গে লইয়া আনন্দধামে—"

রাণী মা রাজার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"আমাকে এখানে একা ফেলিয়া দিদি কেন আনন্দ ধামে চলিয়া গেলেন ?"

"কারণ তোমার খুড়া মহাশয় অগ্রে মনোরমা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন না লিখিয়াছেন। তাঁহার সে পত্র তোমাকে দেখান হইয়াছিল। সে কথা তোমার মনে থাকা উচিত ছিল।"

"আমার তাহা মনে আছে?"

"তবে মনোরমা দেবী চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া এত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ কেন? আনন্দধাম যাইতে তোমার অত্যন্ত সাধ হইয়াছে; সেই জন্যই তোমার দিদিকে অগ্রে তোমার খুড়ার সহিত তাহার পরামর্শ স্থির করিতে যাইতে হইয়াছে।'

আহা! রাণীমার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"দিদি আমাকে না বলিয়া কখন কোথা-য়ও যান না।"

রাজা বলিলেন,—"এবারও তিনি তোমাকে না বলিয়া যাইতেন না; কিন্তু তোমারই ভয়ে তাহা পারেন নাই। তিনি বেশ জানেন, তুমি তাঁহাকে যাইতে দিবে না, তুমি তাঁহাকে কাঁদিয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিবে। কিন্তু আর আমি বকাবকি করিতে পারি না। আমার শরীর ও মন এরূপ জ্বালাতনে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমি নীচে চলিলাম। যদি তোমার এখনও কিছু জিজ্ঞাস্য করিবার থাকে, তাহা হইলে নীচে আসিয়া বল।"

তিনি তখনই চলিয়া গেলেন। তাঁহার ভাব আজি বড় কেমন কেমন। তাঁহার মন এত কোমল, এত সহজে তিনি স্ত্রীলোকের ন্যায় কাতর হইয়া পড়েন, এরূপ ভাব আমি ইহার

পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। আমি রাণী মাতাকে ঘরের ভিতর গিয়া একটু বিশ্রাম করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করিলাম। তিনি সে কথা না শুনিয়া নিতান্ত ভীত ভাবে আমাকে বলিলেন,—"নিশ্চয়ই দিদির কিছু হইয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"মনে করিয়া দেখুন রাণীমা, মাসী মার সাহস কত অধিক। এরূপ অবস্থাতেও পথশ্রম সহিতে উদ্যত হওয়া তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। আমার মনে এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হইতেছে না।"

সেইরূপ ভীতভাবে রাণীমা আবার বলিলেন,—"যেখানে দিদি গিয়াছেন আমিও সেখানে যাইব। আমি স্বচক্ষে দেখিতে চাহি যে তিনি সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া আছেন। নিস্তারিণি, আমার সঙ্গে নীচে রাজার কাছে চল।"

তাঁহার সঙ্গে আমার যাওয়াটা হয়ত রাজার বিরক্তিকর হইতে পারে। আমি সে কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু তিনি সে কথা মোটেই না শুনিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। রাজা মদ খান জানি। আমরা নীচে রাজার নিকটে আসিয়া গন্ধে বুঝিলাম, রাজা এখনই খুব মদ খাইয়াছেন। তিনি আমাদের দেখিয়াই রাগত স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"তোমরা কি মনে করিতেছ ইহার মধ্যে কোন চক্রান্ত আছে? সেটা বড় ভুল। ইহার মধ্যে কোন লুকান কাজ নাই।" পার্শ্বে আলবোলায় তামাক সাজা ছিল। তিনি কথা সমাপ্তি মাত্র তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন।

রাণী মা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"দিদি যদি পথশ্রম সহিতে পারিয়া থাকেন, তবে আমিও তাহা পারিব। দিদির জন্য আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে, এজন্য আমি অনুরোধ করিতেছি যে, আমাকে দিদির নিকট যাই-বার অনুমতি দেও।"

রাজা বলিলেন,—"তোমাকে কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতেই হইবে। যদি তাহার মধ্যে কোন নিষে-ধের সংবাদ না আইসে, তাহা হইলে তুমি যাইতে পার। আমি জগদীশকে আজি রাত্রের ডাকে তোমার যাওয়ার কথা লিখিয়া পাঠাইব।"

তিনি একটী কথাও রাণী মার মুখের দিকে চাহিয়া বলি-লেন না। কথা শেষ হইলে কেবল তামাক টানিতে লাগি-লেন। রাণীমা নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—"চৌধুরী মহাশয়কে এ কথা লিখিবে কেন?"

রাজা বলিলেন,—"দুপুরের গাড়ীতে তোমার যাওয়া হইবে এই সংবাদ দিবার জন্য। তুমি কলিকাতায় পৌঁছিলে তিনি তোমাকে সঙ্গে করিয়া ষ্টেসন হইতে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইবেন, সেখানে তুমি তোমার পিসীর নিকটে রাত্রি কাটাইয়া পর দিন আনন্দধামে যাইবে।"

রাণীমা এখনও আমার হাত ধরিয়া ছিলেন। কেন জানি না, তাঁহার হাত এখন অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"না না চৌধুরী মহাশয় ষ্টেসনে আসিবার কোনই দরকার নাই। কলিকাতায় রাত্রে থাকিবার কোনই আবশ্যকতা নাই তো।"

"কলিকাতায় তোমাকে থাকিতেই হইবে। একদিনে আনন্দধাম পর্য্যন্ত, এতদূর, যাওয়া কখনই হইতে পারে না। কাজেই তোমাকে কলিকাতায় একরাত্রি থাকিতে হইবে। তোমার পিসীর বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা তোমার কাকাও করিয়াছেন। এই দেখ তাঁহার পত্র।"

রাণী মা পত্র হাতে করিয়া লইলেন এবং একবার তাহাতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা আমার হাতে দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তুমি পড়। কি জানি, আমার কি হইয়াছে, আমি উহা পড়িতে পারিতেছি না।"

চারি ছত্রের একখানি চিঠি—নিতান্ত ছোট, নিতান্ত অনবধানভাবে লেখা। আমার যেন বোধ হয়, তাহাতে এই কয়টী কথা লিখিত ছিল,—"জীবিতাধিক লীলা,—যখন ইচ্ছা হইবে তখনই আসিও। পথে তোমার পিসির বাড়ীতে রাত্রে থাকিয়া বিশ্রাম করিও। মনোরমার পীড়ার সংবাদে বড় দুঃখিত হইলাম। আশীর্ব্বাদক শ্রীরাধিকা প্রসাদ রায়।"

আমার চিঠি পড়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই রাণী মা ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"সেখানে আমার যাইতে ইচ্ছা নাই—কলিকাতায় এক রাত্রি থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি মিনতি করিতেছি, চৌধুরী মহাশয়কে এজন্য কোন পত্র লিখিও না।"

ভয়ানক রাগের সহিত উচ্চস্বরে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—"কেন পত্র লিখিব না তাহা আমি জানিতে চাই। কলিকাতায় তোমার পিসীর বাড়ীতে থাকাই তোমার পক্ষে

সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং তোমার কাকারও তাহাই ইচ্ছা। জিজ্ঞাসা কর দেখি নিস্তারিণীকে।”

বাস্তবিকই রাজার এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সঙ্গত। আমি রাণীমার দিকে অনেক টানিয়া কথা কহি বটে কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে তাঁহার বিরুদ্ধ সংস্কারের আমি কোনই সমর্থন করিতে পারিলাম না। চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গাল বলিয়া রাণীমা যদি তাঁহার উপর এত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যবহারের নিন্দা না করিয়া থাকা যায় না। রাজা উত্তরোত্তর অধিকতর ক্রোধ ও আগ্রহের সহিত যতবার কলিকাতায় চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় থাকিবার কথা বলিতে লাগিলেন, ততবারই রাণীমা তাহাতে অস্বীকার করিয়া চৌধুরী মহাশয়কে পত্র লিখিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন।

রাজা তখন অসভ্যভাবে আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন,—“আর কথায় কাজ নাই। কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, তাহা যদি তুমি নিজে না বুঝিতে পার, তাহা হইলে অন্যে যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই তোমাকে শুনিতে হইবে। যাহা মনোরমা দেবী তোমার পূর্ব্বে করিয়াছেন, এখন তোমাকে তাহাই করিতে বলা যাইতেছে মাত্র।”

রাণী সবিস্ময়ে বলিলেন,—“দিদি? দিদি চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে!”

“হাঁ, চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে। তিনি সেখানে

তোমার কাকা যাহা বলিতেছেন, তোমাকেও তাহাই করিতে বলা যাইতেছে। আমাকে এমন করিয়া আর জ্বালাতন করিও না।"

এই বলিয়া রাজা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। আমি তখন রাণীমাকে বলিলাম,—"চলুন মা, আমরা উপরে যাই।" তিনি অন্যমনস্ক ভাবে আমার সহিত চলিলেন। তিনি স্থির ভাবে বসিলে, আমি তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত, নানা কথা বলিতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহার মন হইতে মনোরমা দেবীর জন্য ভয় এবং, তাঁহার কি জানি কেন, চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে রাত্রে থাকিতে অকারণ আশঙ্কা কোন ক্রমেই দূর করিতে পারিলাম না। চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে রাণীমার এরূপ অমূলক কদর্য্য মত দূর করিতে যত্ন করা আমার কর্ত্তব্য বোধে আমি বিহিত সম্মানের সহিত নিবেদন করিলাম,—"মা, ফল দেখিয়া কার্য্যের বিচার করা আবশ্যক। মানীমার পীড়ার প্রথম দিন হইতে চৌধুরী মহাশয়ের নিরন্তর যত্ন ও উদ্বেগ দেখিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা না করা অসম্ভব। বিনোদ বাবুর সহিত যে তাঁহার গুরুতর মনোবাদ ঘটিয়াছিল, মানী মার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠাই তাহার কারণ।"

বিশেষ আগ্রহের সহিত রাণীমা জিজ্ঞাসিলেন,—"কি মনোবাদ ?"

একথা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপ ন্যায় বিগর্হিত বোধে আমি সমস্ত কথা সবিশেষ জানাইলাম। আমার কথা শুনিয়া রাণীমাতা অধিকতর বিচলিত ও

ভীতভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন,—"আরও খারাপ—আরও ভয়ের কথা। চৌধুরী মহাশয় জনিতেন যে ডাক্তার বাবু কখনই দিদিকে এ অবস্থায় অন্যত্র যাইতে দিবেন না; সেই জন্যই তিনি, কৌশলে, তাঁহাকে অপমান করিয়া, আগেই সরাইয়া দিয়াছেন।"

আমি একটু প্রতিবাদের ভাবে বলিলাম,—"বলেন কি? এও কি সম্ভব?"

তিনি বলিতে লাগিলেন,—"নিস্তারিণি! যে যাহাই কেন বলুক না, আমার দিদি যে স্বেচ্ছায় ঐ লোকটার হাতে পড়িয়াছেন, বা তাহার বাটীতে আছেন, একথা আমি কখনই বিশ্বাস করিব না। আমার কাকা শত সহস্র পত্রই লিখুন এবং রাজা শত সহস্র অনুরোধই বা করুন, আমি কিছুতেই ঐ ব্যক্তির বাটীতে জল গ্রহণ বা এক মুহূর্ত্ত বাস করিতে সম্মত নহি। তবে দিদির জন্য আমার যে ভয়ানক ভাবনা হইয়াছে তাহাতে আমি সকলই করিতে পারি—চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতেও যাইতে পারি।"

আমি স্মরণ করাইয়া দিলাম, রাজার কথা প্রমাণে মাসীমা তো এখন শক্তিপুর গিয়াছেন। রাণী মা বলিলেন,—"আমি বিশ্বাস করিতে পারি না; আমার আশঙ্কা হইতেছে এখনও দিদি ঐ লোকটার বাড়ীতেই আছেন। যদিই আমার আশঙ্কা অমূলক হয়—যদিই দেখি দিদি সত্যই আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে আমি চৌধুরী

মহাশয়ের বাটীতে তিলার্দ্ধ কালও দাঁড়াইব না। তুমি আমার মুখে, দিদির মুখে অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর নাম অনেকবার শুনিয়া থাকিবে। আমি কালি রাত্রে তাঁহার বাটীতে থাকিব, এ কথা এখনই তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়া রাখিতেছি। জানি না কেমন করিয়া সেখানে যাইব—জানি না কেমন করিয়া চৌধুরী মহাশয়ের হাত হইতে আমি এড়াইব; কিন্তু যদি দেখি দিদি আনন্দধামে গিয়াছেন, তাহা হইলে যেমন করিয়া হউক, আমি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর বাটীতে যাইবই যাইব। তোমার কাছে আমার অনুরোধ, আমি অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীকে যে পত্র লিখিব তাহা তোমাকে স্বহস্তে ডাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। রাজবাটীর চিঠির থলিয়ায় বিশ্বাস নাই। এটুকু উপকার তুমি করিবে কি না বল। বোধ হয় তোমার নিকট এই আমার শেষ অনুগ্রহ ভিক্ষা।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম এ সকল কথার অর্থ কি। হয়ত রোগে ও চিন্তায় রাণীমার একটু মাথা খারাপ হইয়া গিয়া থাকিবে। যাহাই হউক একজন পরিচিত স্ত্রীলোকের নিকট চিঠি পাঠাইতে দোষ কি বিবেচনায় আমি পত্র ডাকে পোঁছাইয়া দিতে সম্মত হইলাম। পরাগত ঘটনা আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, রাণীমাতার কালিকাপুরের রাজবাটীতে অবস্থানের শেষ দিনের শেষ বাসনা পূরণ করিতে আমি বিরোধিতা করি নাই, ইহা ভগবানের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে।

তিনি পত্র লিখিয়া আমার হাতে দিলেন, আমি স্বয়ং

ডাকঘরে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম। সেদিন রাজার সহিত আমাদের আর দেখা হইল না। আমি রাণী-মাতার আদেশ অনুসারে তাঁহার শুইবার ঘরের পাশের ঘরে শয়ন করিলাম। উভয় ঘরের মধ্যে দরজা খোলা থাকিল। রাণীমা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া, অনেক পুরাতন পত্র বাহির করিয়া, পড়িতে লাগিলেন। পড়ার পর পত্র সকল পুড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং, বাকস দেরাজ প্রভৃতি খালি করিয়া, যে সকল সামগ্রী তিনি বড় ভাল বাসিতেন, সে সকল স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাকে আর কখন রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। শয়ন করার পর তাঁহার এক-টুও সুনিদ্রা হইল না। অনেক বার তিনি ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাঁদিয়া উঠিলেন; একবার এতই জোরে কাঁদিয়া উঠিলেন যে সে শব্দে তাঁহার নিজেরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার স্বপ্নের কথা তিনি আমাকে বলিলেন না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা আমাদের নিকটে আসিয়া বলিলেন, বেলা বারোটার সময় গাড়ি প্রস্তুত হইয়া দরজার নিকটে আসিবে। সাড়ে বারোটার সময় আমাদের ষ্টেসন হইতে রেল গাড়ি ছাড়িয়া থাকে। তাহার পূর্ব্বে রাণীকে ষ্টেসনে গিয়া পেঁীছিতে হইবে। রাজার, আপাততঃ কোন বিশেষ প্রয়োজনে, বাহিরে যাইতে হইতেছে; কিন্তু রাণী যাত্রা করার পূর্ব্বে তিনি ফিরিয়া আসিবেন।

যদিই কোন প্রতিবন্ধকে তাঁহার সে সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসা না হয়, তাহা হইলে রাণীমার সঙ্গে, আমাকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া, তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে হইবে। রাণীমার সঙ্গে সঙ্গে রামী ঝি ও একজন দ্বারবান কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইবে। আমাকে ষ্টেশন হইতে আবার রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। ঝি ও দ্বারবান তাঁহাকে কলিকাতায় চৌধুরী মহাশয়ের বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়াই চলিয়া আসিবে। এখানে চাকর বাকরের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়াছে; এজন্য অধিক লোক সঙ্গে থাকার সম্ভাবনা নাই। আর কতকগুলা লোক সঙ্গে থাকারও কোন দরকার আছে বলিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন না। রাজা অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত, বেড়াইতে বেড়াইতে, এই সকল ব্যবস্থা সমাপন করিলেন। রাণীমাতা বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেন। কিন্তু রাজা একবারও তাঁহার পানে ফিরিয়াও চাহিলেন না।

রাজা কথা সমাপ্ত করিয়া প্রস্থানাভিপ্রায়ে দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলে রাণীমা হস্ত বিস্তার করিয়া তাঁহার পথাবরোধ করিলেন এবং বলিলেন,—"আর তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না। আমাদের এই বিদায়, সম্ভবতঃ, চিরবিদায়। রাজা, আমি তোমার কৃত কার্য্য সমূহ যেমন অকপট চিত্তে ক্ষমা করিতেছি, বল তুমিও আমার কৃতকার্য্য সমূহ সেইরূপে ক্ষমা করিতে চেষ্টা করিবে?"

তখন রাজার বদন অত্যন্ত পাণ্ডু হইয়া পড়িল এবং

তাঁহার ললাট দেশে ঘর্ম্মবিন্দু সমূহ প্রকাশিত হইল। "আমি আবার আসিব" এই কথা বলিয়া তিনি বেগে প্রস্থান করিলেন; যেন রাণীমার কথায় ভীত হইয়াই তিনি পলায়ন করিলেন।

রাজার এই ব্যবহার দেখিয়া আমি মনে বড় ব্যথা পাইলাম এবং এতদিন এমন লোকের নুন খাইয়াছি বলিয়া আমার মনে বড় ঘৃণা হইল। রাণী মাকে দুই একটা প্রবোধের কথা বলিব মনে করিলাম কিন্তু তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার কোন কথা বলিতে সাহস হইল না।

যথা সময়ে গাড়ি আসিল। রাণীমার অনুমান যথার্থ—রাজা আর ফিরিলেন না। আমি শেষ কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া অগত্যা রাণী মার সঙ্গে গাড়িতে উঠিলাম। গাড়িতে উঠিয়া আমি তাঁহাকে সময়ে সময়ে পত্র লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহাকে নিতান্ত চিন্তিত দেখিয়া আমি দুই একটা শান্তনার কথা বলিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি তখন এতই অন্যমনস্ক যে আমার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। আমি তাহার পর বলিলাম,—"রাণীমার কালি রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই।" তিনি বলিলেন,—"হাঁ। কালি রাত্রে আমি ক্রমাগত স্বপ্ন দেখিয়াছি।" আমি ভাবিলাম তিনি হয়ত স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমাকে বলিবেন; কিন্তু তিনি সে সকল কোন কথা না বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি নিজহাতে অন্নপূর্ণা দেবীর সে চিঠি খানি ডাকে দিয়াছিলে তো?" আমি উত্তর দিলাম,—"হাঁ মা।"

তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"রাজা কালি বলিয়াছিলেন বুঝি যে চৌধুরী মহাশয় কলিকাতার রেলষ্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন?" আমি বলিলাম,—"হাঁ মা।" তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু আর কোন কথা কহিলেন না।

আমরা যখন ষ্টেশনে পেঁছিলাম তখন গাড়ি ছাড়িতে আর দেরি নাই। যে মালী গাড়ি হাঁকাইয়া গিয়াছিল সে তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র ঠিক করিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দিল; দ্বারবান টিকিট কিনিয়া ফেলিল; গাড়ির বাঁশী বাজিতে লাগিল। আমি এবং রাণী রাণীমার নিকট দাঁড়াইয়া ছিলাম। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমার বোধ হইল, তিনি যেন হঠাৎ বড় ভয় পাইয়াছেন। গাড়িতে বসিবার সময় তিনি সহসা আমার বাহু ধারণ করিয়া বলিলেন,—"নিস্তারিণি, তুমিও যদি আমার সঙ্গে যাইতে তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত।" এখন যদি সময় থাকিত, কিম্বা একদিন আগে যদি এ কথা মনে উদয় হইত তাহা হইলে, যদি আবশ্যক বুঝিতাম, রাজার কর্ম্মে জবাব দিয়াও আমি রাণী মার সঙ্গে যাইতামই যাইতাম। কিন্তু এখন অন্য চিন্তা দূরে থাকুক, টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠিবারও সময় নাই। তিনি, বোধ হয়, এ সকল অসুবিধা বুঝিতে পারিলেন, তাই একথা আর না বলিয়া নিজে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন এবং উভয় হস্তে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"যখন আমরা নিঃসহায় তখন তুমি আমার, আর আমার দিদির অনেক উপকার করিয়াছ

জীবন থাকিতে তোমার কথা কখনই ভুলিব না। তুমি ভাল থাক, সুখে থাক। আমাকে এখন বিদায় দেও।”

যে স্বরে রাণী মা এই সকল কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি বলিলাম,—“আসুন মা,—শীঘ্রই আপনার মনের চিন্তা দূর হউক; শীঘ্রই আবার যেন আপনার চাঁদমুখ দেখিতে পাই।”

গার্ড আসিয়া গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তখন রাণী মা অতি মৃদুস্বরে আমাকে বলিতে লাগিলেন,—“তুমি স্বপ্নে বিশ্বাস কর কি? আমি কালিরাতে যেরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি এখনও আমার তাহা মনে করিয়া ভয় করিতেছে।” আমি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গাড়ি চলিতে আরম্ভ হইল। তাঁহার বিষাদ কালিমাচ্ছন্ন মুখ আর দেখিতে পাইলাম না।

রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। সমস্ত দিন রাণী মার কাতরভাব মনে করিয়া আমার মন বড় খারাপ হইয়া থাকিল। সন্ধ্যার একটু আগে মনে করিলাম একবার বাগানে বেড়াই। রাজা যে সেই প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছেন এখনও বাটী ফিরেন নাই। বাটীতে কথাটী কহিবার একটী লোক পর্য্যন্ত নাই। কলিকাতায় রাণী মাকে পৌঁছাইয়া দিয়া দ্বারবানের সঙ্গে রামী ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহারা চৌধুরী মহাশয়ের বাটী পর্য্যন্ত রাণী মার সঙ্গে ছিল। তিনি সেখানে পৌঁছিলেই তাহারা আবার ষ্টেশনে আসিয়া, পরের গাড়িতে, এই মাত্র, রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। এখন কথার দোসরই বল,

আর মন্ত্রীই বল, আর যাই বল, সকলই রামী। কিন্তু সেরূপ নির্ব্বোধ, সেরূপ কাণ্ডজ্ঞান হীন লোকের সঙ্গে কথা কহিয় সময় কাটান অসম্ভব। বাগানে বেড়াইতে বাহির হইলাম। মোড় ফিরিলে যেই সমস্ত বাগানের দৃশ্য আমার চক্ষের সম্মুখে পড়িল সেই আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক, আমার দিকে পিছন করিয়া, বাগানে ফুল তুলিতেছে। আমি নিকটস্থ হইলে, আমার পদশব্দ শুনিয়া, সে আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল! আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম সে রমণী। তাহাকে দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইলাম এবং কোন কথা কহিতেও পারিলাম না, একপদ অগ্রসর হইতেও পারিলাম না। সে কিন্তু আমার দিকে ফুলের গোছা হাতে লইয়া অতি নিশ্চিন্ত ভাবে চলিয়া আসিল এবং অতি প্রশান্ত ভাবে জিজ্ঞাসিল,—"কি হইয়াছে?"

আমি রুদ্ধ শ্বাসে বলিলাম,—"তুমি এখানে! কলিকাতায় যাও নাই! শক্তিপুরে যাও নাই!"

অতি পৌরুষব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্যের সহিত ফুলের আঘ্রাণ লইতে লইতে সে উত্তর দিল,—"না; আমি একবারও রাজবাটী ছাড়িয়া যাই নাই তো।"

তখন আমি শ্বাসগ্রহণ করিয়া সাহসের সহিত জিজ্ঞাসিলাম,—"মাসী মা কোথায়?"

রমণী এবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল,—"তিনিও একবারও রাজবাটী ছাড়িয়া যান নাই তো।"

এই দারুণ বিস্ময়াবহ সংবাদ শুনিয়া আমার রাণী মার বিদায়ের কথা মনে পড়িল। হায় হায়! যদি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিলে

কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এ সংবাদ জানিবার উপায় হইত, আমি তাহাও করিতাম। আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। রাণীমার কাতর দুর্ব্বল দেহের কথা স্মরণ করিয়া আমি শিহরিতে লাগিলাম। এই ভয়ানক সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে না জানি তাঁহার কি অবস্থা ঘটিবে! মিনিট দুই পরে রমণী ঘাড় তুলিয়া চাহিল এবং বলিল,—"এই যে রাজা ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

রাজা হস্তস্থিত ছড়ির দ্বারা উভয় দিকের ফুল গাছে আঘাত করিতে করিতে আমাদের নিকটস্থ হইতে লাগিলেন এবং আমাদিগকে দেখিতে পাইবামাত্র সেই স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর সহসা এমন বিকট উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন যে সে শব্দে ভীত হইয়া নিকটস্থ বৃক্ষের পক্ষীরা পলায়ন করিল। তাহার পর আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"তবে নিস্তারিণি, এতক্ষণে সব কথা বুঝিতে পারিয়াছ, কেমন?"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। তিনি রমণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কখন বাগানে বাহির হইয়াছ?"

"আধ ঘণ্টা হইল আমি বাগানে বাহির হইয়াছি। আপনি বলিয়াছিলেন যে রাণীমা কলিকাতায় চলিয়া গেলেই আমি বাগানে বাহির হইতে পারিব।"

"ঠিক কথা। আমি তোমার কোন দোষ দিতেছি না—কেবল জিজ্ঞাসা করিতেছি মাত্র।" তাহার পর কিয়ৎকাল নির্ব্বাক থাকিয়া তিনি আবার আমার দিকে ফিরিয়া

চাহিয়া পরিহাসের স্বরে বলিলেন,—"তুমি এ ব্যাপার বিশ্বাস করিয়াই উঠিতে পারিতেছ না, কেমন? আইস, স্বচক্ষে দেখ আসিয়া।"

রাজা অগ্রসর হইলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। রমণী আমার পশ্চাতে আসিতে লাগিল। কিয়দ্দূর আসার পর বাটীর অব্যবহৃত ভাগের দিকে ছড়ি দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—"যাও ঐ দিকে। উপরে উঠিলে দেখিতে পাইবে, মনোরমা দেবী ঐ পাশের ঘরে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন। রমণী! তোমার নিকট চাবি আছে, তুমি নিস্তারিণীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেও।"

এতক্ষণে ক্রমে ক্রমে আমার পূর্ব্ব সজীবতা আবার আবির্ভূত হইল। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি, তাহা বিচার করিতে তখন আমার শক্তি হইল। আমি স্থির করিলাম যে ব্যক্তি রাণী মাতার সহিত এবং আমার সহিত এতাদৃশ লজ্জাজনক প্রতারণা ও ভয়ানক মিথ্যা কথা ব্যবহার করিয়াছে তাহার অধীনে আর কর্ম্ম করা শ্রেয়ঃ নহে। আমি বলিলাম,—"রাজা, আমি অগ্রে আপনার সহিত গোপনে দুই একটা কথা কহিয়া পরে এই লোকের সঙ্গে মাসী মার ঘরে যাইব।"

রমণী একটু রাগত ভাবে চলিয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"আবার কি?"

আমি বলিলাম,—"আমি আমার কর্ম্ম হইতে অবিলম্বে অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।"

রাজা অতীব বিরক্তির সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"কেন ?"

আমি বলিলাম,—"এ বাটীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন মতামত ব্যক্ত করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। রাণী মাতার প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধার জন্য এবং আমার নিজের অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া আমি কর্ম্মে জবাব দিতে চাই।"

রাজা অতিশয় রাগত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বুঝিয়াছি, তোমার আর বলিতে হইবে না। রাণীর মঙ্গলের জন্যই তাঁহার সহিত একটা নির্দ্দোষ প্রতারণা করিতে হইয়াছে বটে। বুঝিয়াছি, তুমি তাহা হইতে, নিজের যেমন বুদ্ধি সেই রূপ, জঘন্য ও ইতর অর্থ গ্রহণ করিয়াছ। রাণীর স্বাস্থ্যের জন্য অবিলম্বে বায়ু পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। তুমিও জান আমিও জানি, মনোরমা দেবীকে এখানে ফেলিয়া তিনি কখনই কোথায়ও যাইবেন না। সুতরাং, যে যাই বলুক, রাণীর হিতার্থে এরূপ প্রতারণা না করিলে উপায় কি ? তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি চলিয়া যাইতে পার। ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব কি ? যখন ইচ্ছা তুমি চলিয়া যাইতে পার, কিন্তু সাবধান, এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর, যদি তোমার দ্বারা কখন আমার কোন দুর্নাম রটনা হয়, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বনাশ না করিয়া কখনই ছাড়িব না। স্বচক্ষে মনোরমা দেবীকে তুমি দেখিয়া যাও। তাঁহার কোন সেবা যত্নের ত্রুটি হইতেছে কি না দেখ। মনে থাকে যেন, ডাক্তার বলিয়াছিলেন, যত

শীঘ্র সম্ভব রাণীর বায়ু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই সকল কথা মনে রাখিয়া, আমার বিরুদ্ধে যদি কোন কথা বলিতে সাহস হয় তো বলিও।"

অতি দ্রুতভাবে ও ব্যস্ততার সহিত পরিক্রমণ করিতে করিতে তিনি বাক্য সমাপ্ত করিলেন। যতই কেন বলুন না, তিনি গত কল্য আমাদের নিকট অনবরত নানা রূপ মিথ্যা কথা বলিয়াছেন এবং ভগ্নীর জন্য উদ্বেগে উন্মাদ প্রায় মাকে অকারণে,নিতান্ত জঘন্য প্রতারণা দ্বারা, তাঁহার দিদির নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। এ সংস্কার কিছুতেই অন্যথা হইবার নহে। আমি মনের কথা মনেই রাখিলাম, কিন্তু যে সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা পরিত্যাগ করিলাম না। তাঁহাকে কোন কথা বলিলেই তিনি কেবল রাগ করিবেন বই তো নয়।

তিনি আবার আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"কখন তুমি যাইতে চাও? মনে করিও না যে তুমি থাকিবে না বলিয়া আমি বড় ভাবিত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার আগাগোড়া কোন খানে কপটতা নাই। তুমি কখন যাইবে বল।"

"আপনার যত শীঘ্র আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া সুবিধা হইবে, আমি তত শীঘ্রই যাইব।"

"আমার সুবিধা অসুবিধা তোমার দেখিবার দরকার নাই। আমি কালিই এখান হইতে চলিয়া যাইব। আজি রাত্রেই আমি তোমার হিসাব চুকাইয়া দিব। যদি কাহারও সুবিধা অসুবিধা দেখিয়া তোমার যাওয়া না যাওয়া স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে মনোরমা দেবীর নিকটে যাও।

রমণীকে যত দিনের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং সে আজ্ রাত্রেই কলিকাতা যাইবে শুনিতেছি। এখন তুমিও চলিয়া গেলে মনোরমা দেবীকে দেখিবার লোক কেহই থাকিতেছে না।"

এরূপ দুঃসময়ে মনোরমা দেবীকে ফেলিয়া যাওয়া আমার অসাধ্য। তখন আমি রাজার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া স্থির করিয়া লইলাম যে, যেই আমি রমণীর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিব, সেই সে চলিয়া যাইবে এবং ডাক্তার বিনোদ বাবু আবার যাতায়াত করিয়া রোগীকে দেখিতে থাকিবেন। এ সকল ব্যবস্থা স্থির হইলে আমি, মনোরমা দেবীর যত দিন দরকার তত দিন পর্য্যন্ত, রাজবাটীতে থাকিতে স্বীকার করিলাম। কথা সমাপ্ত হইবা মাত্র রাজা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিপরীত দিকে গমন করিতে লাগিলেন। রমণী এতক্ষণ আমাকে মাসী মার ঘর দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত সিঁড়ির উপর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আমি তাহার নিকটে যাইবার অভিপ্রায়ে দুই এক পদ যাইতে না যাইতে রাজা স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাকে ডাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কেন এখানকার চাকরিতে জবাব দিতেছ?"

এত কথার পর তিনি আবারও এ আশ্চর্য্য প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা আমি স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি আমাকে আবার বলিলেন,—"দেখ, কেন তুমি যাইতেছ তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। লোকে একথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে

তোমার অবশ্যই একটা কারণ দেখাইতে হইবে, তখন তুমি কি কারণ দেখাইবে? রাজবাটীর সকলে নানা স্থানে চলিয়া যাওয়ায় তোমার আর থাকা হইল না। কেমন এই কথা বলিবে কি?"

"কেহ যদি আমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে ও কথা বলায় কোন আপত্তি দেখিতেছি না।"

"বেশ কথা। আর আমার কিছুই জানিবার আবশ্যক নাই।"

আমি আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বেগে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ভাব আজি বড়ই অদ্ভুত। বাস্তবিকই তাঁহাকে দেখিয়া আমার ভয় হইল। আমি রমণীর নিকটস্থ হইলে সে আমাকে বলিল,—"বাপ্‌রে! কথা আর ফুরায় না।" তাহার পর আমাকে সঙ্গে লইয়া সে উপরে উঠিল এবং এক এক করিয়া সে অনেক অনেক ঘর ছাড়াইয়া গেল। শেষে একটা ঘরের সম্মুখে গিয়া সে আঁচল হইতে চাবি বাহির করিয়া ঘরের তালা খুলিয়া ফেলিল। সেই ঘরের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলে, রমণী আমার হাতে একটা চাবি দিয়া, বলিল যে এই চাবি দিয়া সম্মুখের দ্বার খুলিলে মাসীমাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এদিকে যে এত ঘর আছে তাহা আমি কখন জানিতাম না এবং এতদিনের মধ্যে কখনও এ সকল ঘর দেখি নাই। মাসীমার ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমি রমণীকে বুঝাইয়া দিলাম যে, অতঃপর মাসীমার সমস্ত ভার আমিই গ্রহণ করিয়াছি; রমণীকে আর কিছুই করিতে হইবে না।

রমণী আমার কথার উত্তরে বলিল,—"আঃ তুমি আমাকে বাঁচাইলে! কলিকাতায় যাইবার জন্য আমার প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি কি আজিই যাইবে?"

সে বলিল,—"আজিই কি? এখনই। আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। তোমাদের কাছে এত দিন কত দৌরাত্ম্য করিলাম, সেজন্য কিছু মনে করিও না।"

সে চলিয়া গেল। বিধাতাকে ধন্যবাদ যে তাহার সহিত আমার ইহজীবনে আর কখন সাক্ষাৎ হয় নাই। মাসী মার ঘরে গিয়া দেখিলাম, তিনি নিদ্রিত। তাঁহার শরীরের অবস্থা পূর্ব্বের অপেক্ষা মন্দ বোধ হইল না। ইহা আমার স্বীকার করা সর্ব্বথা আবশ্যক যে, আমি মাসী মার কোন বিষয়েই অযত্ন দেখিতে পাইলাম না। ঘরটী বহুদিন অব্যবহৃত থাকায় নিতান্ত মলিন হইয়াছিল সত্য কিন্তু বায়ু ও আলোক গমনাগমনের কোন অসুবিধা ছিল না। আমি যত দূর বুঝিতে পারিতেছি, রাজা ও রমণীকে এ ক্ষেত্রে মাসী মাকে লুকাইয়া রাখা ভিন্ন আর কোন অপরাধে অপরাধী করা যায় না। মাসী মার ঘুমের ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া আমি তখন সে স্থান হইতে চলিয়া আসিয়া বাহিরে মালীকে ডাক্তার বাবুকে আনিতে যাইতে বলিলাম। আমি মালীকে আমার নাম করিয়া ডাক্তার মহাশয়কে আসিবার কথা বলিতে বলিলাম। এখন চৌধুরী মহাশয় এখানে নাই, একথা শুনিলে আমার প্রতি কৃপা করিয়া অবশ্যই ডাক্তার বাবু আসিবেন বলিয়া আমি

বিশ্বাস করিতেছি। মালী ঘণ্টা ২। ৩ পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, ডাক্তার বাবুর আজি একটু শরীর খারাপ আছে, বোধ হয় তিনি কালি প্রাতে আসিবেন। আমাকে এই সংবাদ দিয়া মালী চলিয়া যাইতেছে এমন সময়ে আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম যে, আজি রাত্রে তাহাকে আমাদের এই ঘরের নিকটে কোন একটা খালি ঘরে শুইয়া থাকিতে হইবে। মালী সহজেই বুঝিল যে এত বড় বাড়ীতে একা থাকিতে আমার ভয় করিতেছে; সে আমার এ প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং রাত্রি ৯ টা ৯৷৷০ টার সময় আসিয়া দুই তিনটী ঘরের পরে একটা খালি ঘরে শুইয়া থাকিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে রাজা বিকট স্বরে এত ভয়ানক চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন যে, আমি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। সমস্ত বৈকাল রাজা নিতান্ত অস্থির ও উত্তেজিত ভাবে বাটীর চারিদিকে বাগানে ও ময়দানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম হয়ত তিনি অতিরিক্ত মদ খাইয়াছেন। রাত্রি গভীর হইলে তাঁহার উগ্রতা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং তিনি সহসা ঘোর কর্কশ শব্দে সকলকে ডাকিতে লাগিলেন। ব্যাপার কি জানিবার জন্য মালী ছুটিয়া গেল। পাছে সেই বিকট রব মাসী মার কানে আসিয়া পৌঁছে এই আশঙ্কায় আমি মাঝের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। মালী আসিয়া বলিল, রাজা পাগল হইয়া গিয়াছেন। মদ খাইয়া যে তিনি এমন করিতেছেন তাহা নহে; কেমন এক রকম ভয়ে তাঁহার জ্ঞানকাণ্ড সব লোপ হইয়া গিয়াছে। সে গিয়া দেখিল রাজা ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন

আর চীৎকার করিয়া বলিতেছেন তাঁহার বাড়ী নরককুণ্ড, তিনি এ জঘন্য স্থানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিবেন না, এই মাঝ রাত্রেই তিনি এখান হইতে চলিয়া যাইবেন। মালী তাঁহার সম্মুখস্থ হইলে তিনি তাহাকে অকারণ নানা কটুবাক্য বলিয়া, তখনই গাড়ি তৈয়ার করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। তখনই সে গাড়ি আনিলে রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং ঘোড়াকে চাবুক মারিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া দিলেন। মালী চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল, রাজার মুখের আকৃতি অতি ভয়ানক। রাজা কোথায় গেলেন, কেনই বা গেলেন তাহা সে জানে না। এই ঘটনার একদিন কি দুই দিন পরে, নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের একজন লোক গাড়ি ফিরাইয়া আনিল। রাজা সে গ্রামে গিয়াছিলেন, পরে রেলে উঠিয়া কোথায় গিয়াছেন তাহা সে লোক জানে না। তাহার পর এপর্য্যন্ত আমি রাজার আর কোন সংবাদ পাই নাই এবং তিনি এদেশেই আছেন, কি দেশান্তরী হইয়াছেন তাহাও আমি বলিতে পারি না। সেই অবধি আর আমি তাঁহাকে দেখি নাই, প্রার্থনা করি এ জীবনে যেন তাঁহার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ না হয়।

এই দুঃখজনক গল্পে আমার বক্তব্য অংশ ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে। যাঁহাদের অনুরোধে আমি এ কাহিনী লিখিতেছি তাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন যে, ঘুম ভাঙ্গার পর মাসী মা আমাকে যাহা বলিলেন ও তাঁহার যেরূপ ভাব হইল তাহার বিবরণ এ প্রস্তাবের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়

নহে। এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, বাটীর ব্যবহৃত ভাগ হইতে এই অব্যবহৃত ভাগে তাঁহাকে কিরূপে আনা হইল তাহা মাসীমা জ্ঞাত নহেন। কোন ঔষধের শক্তিতেই হউক, বা স্বাভাবিক ভাবেই হউক, তিনি তখন ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। বাটীতে তৎকালে নির্ব্বোধের শিরোমণি রামী ভিন্ন অন্য দাসদাসী ছিল না,—আমি কলিকাতায়। সেই সুযোগে মাসী মাকে স্থানান্তরিত করা সহজেই ঘটিয়াছে। মাসী মা নিদ্রাভঙ্গের পর রমণীকে যত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সে কিছুরই উত্তর দেয় নাই; কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়েই তাঁহার সহিত সসম্মান ব্যবহার করিয়াছে ও তাঁহার শুশ্রূষার কোনই ত্রুটী করে নাই। এই অতি ঘৃণিত প্রতারণা ব্যাপারে লিপ্ত থাকা ব্যতীত, অপর কোন কারণে, ধর্ম্মতঃ রমণীকে দোষী করিতে পারি না।

রাণী মাতার প্রস্থান সংবাদে, অথবা অচিরাগত ঘোরতর বিষাদ জনক সংবাদ শ্রবণে মাসী মাতার কিরূপ অবস্থা ঘটিল তাহা আমাকে বলিতে হইবে না। বহুদিনে, বহু যাতানর পর, মাসী মার হৃদয় এই সকল শোক অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল। যে পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরে সম্পূর্ণ শক্তি না হইল সে পর্য্যন্ত আমি তাঁহার কাছ ছাড়া হই নাই। তাহার পর উভয়ে একত্রে কলিকাতায় আসিয়া আন্তরিক কষ্টের সহিত আমাদের পরস্পরের নিকট বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। আমি ভবানীপুরে একজন আত্মীয়ের বাটীতে গমন করিলাম, আর মাসী মা কাঁদিতে কাঁদিতে শক্তিপুরে রাধিকা বাবুর বাটীতে গমন করিলেন।

কর্ত্তব্যানুরোধে আর কয়েকটী কথা লিখিয়া আমি এই শোকপূর্ণ কাহিনী সমাপ্ত করিব। আমার বিশ্বাস যে, যে সকল বৃত্তান্ত আমি লিপিবদ্ধ করিলাম তাহার মধ্যে কোন স্থানেই চৌধুরী মহাশয়ের বিন্দুমাত্র দোষের বা কলঙ্কের সংস্রব নাই। আমি জ্ঞাত হইয়াছি তাঁহার সম্বন্ধে অতি উৎকট সন্দেহ এবং তাঁহার কৃত কোন কোন কার্য্যের অতি ভয়ানক অর্থ কল্পিত হইয়াছে। যে যতই কেন বলুক না, তাঁহার নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে আমার অবিচলিত বিশ্বাস আছে। আমাকে কলিকাতায় পাঠাইবার সময়ে তিনি রাজার সহায়তা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তাহা না জানিয়া এবং না বুঝিতে পারিয়াই করিয়াছিলেন; সুতরাং সে জন্য কখনই নিন্দনীয় হইতে পারেন না। তিনি যদি রমণীকে জুঠাইয়া দিয়া থাকেন এবং সেই রমণী যদি গৃহস্বামী কর্তৃক উদ্ভাবিত ও সম্পাদিত প্রতারণায় লিপ্ত হইয়া ইতরতা প্রকাশ করিয়া থাকে, সে জন্য চৌধুরী মহাশয় দোষী হইবেন কেন? চৌধুরী মহাশয়কে অকারণ কলঙ্কভাজন করা আমার সম্পূর্ণ মতবিরুদ্ধ। আর এক কথা,—রাণী মাতা যেদিন রাজবাটী হইতে কলিকাতায় চলিয়া যান সে তারিখটা আমার কোন মতেই মনে আসিতেছে না, এজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি শুনিয়াছি সেই তারিখটা জানা অতি আবশ্যক; কিন্তু সে জন্য আমি অনেক ভাবিয়াও কিছুই মনে করিতে পারি নাই। এত দিন পরে তাহা আর মনে করা কখনই সম্ভব নহে। যে দুইজন লোক রাণী মার সঙ্গে

জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত তারিখের মীমাংসা হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু কপালক্রমে সে বেচারা কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসার প্রায় পোনের কুড়ি দিনের পর, হঠাৎ ওলা-উঠা রোগাক্রান্ত হইয়া, অতি সামান্য সময়ের মধ্যে, এই আত্মীয়হীন বিদেশে প্রাণ হারাইয়াছে। জানিবার কোন সম্ভাবনা থাকিলেও আমি রামীকে রকম রকম করিয়া এ কথা অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু সে কোনবার বা হা করিয়া জিব বাহির করিয়াছে, কোনবার বা শুধুই হা করিয়াছে। এই দুই কার্য্য ছাড়া অন্য কোন উত্তর তাহার নিকট কখন পাই নাই। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া এই বলিতে পারি যে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষি রাণী মা কলিকাতায় গিয়াছিলেন। এত যদি জানিতাম তাহা হইলে সে তারিখটা এক জায়গায় টুকিয়া রাখিতাম। সেই রেলের গাড়িতে শেষ বিদায় সময়ে রাণী মা কাতরভাবে আমার পানে যে ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাঁহার তখনকার সে মুখ আমার যেমন মনে পড়িতেছে, তাঁহার যাত্রার দিনটাও যদি সেই-রূপ মনে পড়িত তাহা হইলেই বেশ হইত।

চৌধুরী মহাশয়ের পাচিকা রামমতি ঠাকুরাণীর কথা।

আমি লিখিতে পড়িতে কিছুই জানি না। মিথ্যা কথা বলা ভারী পাপ তাহা আমি জানি। আমার এই সকল কথায় একটীও মিথ্যা থাকিবে না। যাহা আমি জানি তাহাই আমি বলিব। যে বাবু আমার কথা লিখিয়া লইতেছেন

আমি লেখাপড়া না জানায় আমার কথায় যত দোষ হইবে, তাহা যেন তিনি দয়া করিয়া শুধরাইয়া লন।

গেল গ্রীষ্মকালে আমার চাকরি ছিল না। আমি জানিতে পারিলাম সিমুলিয়ায় এক বাড়িতে একজন রাঁধুনির দরকার আছে। সে বাড়ীর নম্বর ৫। আমি সেই কর্ম্ম জুঠাইয়া লইলাম। বাড়ীর কর্ত্তা বাবুর নাম জগদীশ। তাহারা বুঝি চৌধুরী। কর্ত্তা আর গিন্নী ছাড়া বাড়ীতে আর তাঁহাদের কোন আপনার লোক ছিল না। আমি ছাড়া তাঁহাদের কাজ কর্ম্মের জন্য আর একজন ঝি ছিল। অন্য চাকর বাকর ছিল না। আমরা কাজে ভর্ত্তী হওয়ার পর কর্ত্তাবাবু আর গিন্নি মা বাসায় আসিলেন। তাঁহারা আসার পরেই আমরা শুনিতে পাইলাম যে দেশ হইতে এ বাসায় শীঘ্রই গিন্নী মার ভাইঝি আসিবেন। তাঁহার জন্য ঘর ঝাড়িয়া ও বিছানা পাতিয়া রাখা হইল। গিন্নি মার মুখে শুনিতে পাইলাম তাঁহার ভাইঝির নাম রাণী লীলাবতী দেবী। তাঁহার শরীর বড় খারাপ, তাঁহার জন্য আমাকে একটু যত্ন করিয়া রাঁধিতে হইবে। তিনি সেই দিনই আসিবেন শুনিলাম। সে দিন কোন্ তারিখ তাহা আমার মনে নাই। সে সকল কথা আমরা মনে করিয়া রাখিতে জানি না। আমরা দুঃখী মানুষ—অত কথা আমাদের দরকার হয় না। রাণী ঠাকুরাণী আসিলেম। তিনি আসিয়াই আমাদের খুব হেঙ্গামে ফেলিলেন। কর্ত্তা মহাশয় রাণীকে কেমন করিয়া বাসায় আনিলেন তাহা আমি বলিতে পারি না—আমি তখন কাজে ছিলাম। আমার

যেন মনে হইতেছে বৈকাল বেলায় তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উপরে যাওয়ার একটু পরেই আমরা একটা গোল শুনিতে পাইলাম, আর গিন্নী মা আমাদের ডাকিতেছেন শুনিলাম। ঝি আর আমি দৌড়িয়া উপরে আসিয়া দেখিলাম রাণী খাটের উপর শুইয়া আছেন, তাঁহার মুখ সাদা পাঙ্গাস, তাঁহার হাত খুব মুঠাবান্ধা, আর তাঁহার মাথা এক দিকে বাঁকিয়া রহিয়াছে। গিন্নী মা বলিলেন, রাণী এখানে আসিয়াই হঠাৎ বড় ভয় পাইয়াছেন। কর্ত্তা বলিলেন, তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছে। আমাদের বাড়ীর তিন চারিটা বাড়ীর পরেই ভোলানাথ বাবুর ডাক্তার খানা, আমি তাহা বেশ চিনিতাম। ভোলানাথ বাবুর খুব যশ। তিনি যে রোগ ভাল করিতে না পারেন তাহা কলিকাতার আর কোন ডাক্তারই আরাম করিতে পারে না। যাহারা তাঁহাকে জানে, তাহারা কখন অন্য কোন ডাক্তারের কথা শুনে না। তিনি যেমন শান্ত তেমনই পরোপকারী ও অমায়িক লোক। আমার একবার ব্যারাম হইলে আমি মরার মত হইয়াছিলাম। ভোলানাথ বাবু আমার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ বুঝিয়া আমার কাছ হইতে একটীও পয়সা লইলেন না, বাড়ার ভাগ ঘর হইতে ঔষধ দিয়া, আর দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমাকে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। তাঁর মত মানুষ আর হয় না। তিনি মানুষও যেমনি চমৎকার, তাঁর বিদ্যাও তেমনই আশ্চর্য্য। শুনিয়াছি বড় বড় সাহেব ডাক্তারও তাঁর চিকিৎসা দেখিয়া অবাক হইয়া যায়। আমি রাণীর অবস্থা দেখিয়া

তাড়াতাড়ি কর্ত্তা বাবুকে ভোলানাথ বাবুর কথা বলিলাম। তিনি আমাকে তখনই ভোলানাথ বাবুকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। আমি দৌড়িয়া আসিয়া দেখিলাম, ভোলানাথ বাবু ডাক্তারখানাতেই আছেন। তিনি তখনই আমার সঙ্গে আসিলেন।

ভোলানাথ বাবু আসিয়া দেখিলেন, রাণীর কেবলই মূর্চ্ছা হইতেছে। একবারকার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া একটু জ্ঞান হইতে না হইতে তাঁহার আবার মূর্চ্ছা হইতেছে। ডাক্তার বাবু রোগীর অবস্থা বেশ করিয়া দেখিয়া, ঔষধ লইয়া যাইবার জন্য, ডাক্তারখানায় আসিলেন। দরকারী ঔষধ ছাড়া তিনি একটা বাঁশীর মত চোঙ্গ সঙ্গে করিয়া আনিলেন। সেই চোঙ্গটার একদিক তিনি রাণীর বুকে লাগাইয়া আর একদিক আপনার কাণে লাগাইয়া থাকিলেন। খানিক ক্ষণ সেইরূপে থাকিয়া তিনি গিন্নী মাকে বলিলেন,—"পীড়া বড়ই কঠিন দেখিতেছি। রাণী লীলাবতী দেবীর আত্মীয় স্বজনকে সংবাদ দেওয়া আপনাদের এখনই আবশ্যক।" গিন্নী মা জিজ্ঞাসিলেন,—"দেখিলেন কি বুকের ব্যারাম? ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"দেখিলাম অতি ভয়ানক বুকের পীড়া।" তিনি যেমন যেমন বুঝিলেন সমস্তই গিন্নী মার নিকট স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। আমি সে সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না; তবে মোটামুটী এই বুঝিলাম যে তাঁহারই চিকিৎসা হউক, কি আর কোন ডাক্তারের চিকিৎসাই হউক, কিছুতেই রাণী আরাম হইবেন না। ভোলানাথ বাবু যখন একথা বলিলেন, তখন শিব সাক্ষাৎ

হইলেও রাণী আর বাঁচিবেন না, তাহা আমি ঠিক বুঝিলাম।

কর্ত্তা বাবু এই সকল কথা শুনিয়া যেরূপ কাতর হইলেন গিন্নি মা সেরূপ হইলেন না। কর্ত্তা বাবু কেমন একরকম লোক। তাঁহার কতকগুলা বিলাতী ইঁদুর আর পাখী আছে। তিনি তাহাদের ছেলের মত করিয়া সোহাগ করেন, আর তাহাদের সঙ্গে কতই গল্প করেন। ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া কর্ত্তা বাবু যাত্রার সঙ্গের মত হাত নাড়িতে নাড়িতে কত দুঃখ করিতে লাগিলেন। মা যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন, বাবু দশটা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে আমাদের জ্বালাতন করিয়া শেষে একটু ঠাণ্ডা হইলেন। পরে বাটীতে যে একটু ফুলবাগান ছিল, সেখানে আসিয়া অনেক ফুল তুলিয়া আমাকে সেই ফুল দিয়া রোগীর ঘর সাজাইয়া দিতে বলিলেন—যেন তাহাতেই ব্যারাম সারিয়া যাইবে। আমার বোধ হয় বাবু আগে একটু পাগল ছিলেন। তা হউক, তিনি কিন্তু লোক ভাল। তাঁর কথা বার্ত্তা বড় মিষ্ট, হাসি তাঁর মুখে লাগিয়াই আছে, আর তাঁর মনে একটুও অহঙ্কার নাই। আমি গিন্নী মার চেয়ে কর্ত্তাবাবুকে বেশী ভাল বাসি। গিন্নী মা বড় খিটখিটে মানুষ।

রাত্রে রাণীর একটু জ্ঞান হইল। তিনি আগে হাত পা না নড়াইয়া মরার মত পড়িয়াছিলেন, এখন একটু হাত পা নড়িতে লাগিলেন, আর ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। রোগ হওয়ার পূর্ব্বে যে তাঁহার চেহারা খুব ভাল

ছিল তাহার ভুল নাই। গিন্নী মা সারারাত্রি একা তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিলেন। আমি শুইবার আগে একবার তাঁহাকে দেখিতে গেলাম; দেখিলাম তিনি প্রলাপ বকিতেছেন। খানিকক্ষণ তাঁহার কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনি, কি কথা বলিবেন বলিয়া, কাহাকে খুঁজিতেছেন। যাহাকে তিনি সন্ধান করিতেছেন তাহার নামটা আমি প্রথম বারে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় বারে কর্ত্তা বাবু আসিয়া আমাকে রাণীর বিষয়ে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, আমি সেবারেও নামটা ঠিক করিয়া শুনিতে পাইলাম না।

প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম রাণীর চেহারা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে; আর তিনি যেন কাকনিদ্রায় আছেন। ভোলানাথ বাবু পরামর্শ করিবার জন্য আর একজন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তাঁহারা রাণীর ঘুম ভাঙ্গাইতে বিশেষ করিয়া বারণ করিলেন। তাঁহার আগে কেমন শরীর ছিল; আগে তাঁহার কে চিকিৎসা করিয়াছিলেন; কখন অনেক দিন ধরিয়া তাঁহার পাগলের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল কি না, ইত্যাদি নানা কথা ডাক্তারেরা, গিন্নী মাকে ঘরের এক দিকে ডাকিয়া আনিয়া, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শেষ কথার উত্তরে তিনি বলিলেন,—"হাঁ!" তাহাতে ডাক্তারেরা দুজনে দুজনের মুখ চাহিয়া ঘাড় নাড়িলেন। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আমার বোধ হইল যে সেই আগেকার পাগলামির সহিত এখনকার বুকের রোগের বিশেষ সম্ব-

আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেছেন। আহা! রাণীর শরীরে এখন কোনই শক্তি নাই; তাঁহাকে দেখিলে তিনি যে আর একটুও বাঁচিবেন এমন মনে হয় না।

সেই দিন আর একটু বেলা হইলে রাণীর অবস্থা হঠাৎ বেশ ভাল হইতে লাগিল। অচেনা লোক তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করা নিষেধ; এজন্য আমি কি ঝি তাঁহার নিকট যাইতে পাইলাম না। তিনি যে একটু ভাল আছেন সে কথা আমি কর্ত্তা বাবুর মুখে শুনিলাম। রাণী একটু ভাল আছেন জানিয়া কর্ত্তা বাবুকে অত্যন্ত স্ফুর্ত্তি-যুক্ত বোধ হইল। তিনি রান্নাঘরের জানালা হইতে, হাসিতে হাসিতে, আমাকে ডাকিয়া এই সকল খবর জানাইলেন। তাঁহার বয়স ষাইট্ বৎসর ছাড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার ভাব ছেলে মানুষের মত। তিনি আহ্লাদে আটখানা হইয়া ভাল কাপড় চোপড় পরিয়া, বেড়াইতে গেলেন।

দুপুর বেলা আবার ভোলানাথ বাবু আসিলেন। তিনিও বুঝিলেন যে ঘুম ভাঙ্গার পর হইতে রাণীর অবস্থা একটু ভাল হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে রাণীর নিকটে কোন কথা এবং রাণীকে আমাদের সঙ্গে কোন কথা কহিতে বারণ করিলেন, আর যাহাতে রাণীর খুব ঘুম হয় তাহারই তদ্বির করিতে বলিলেন। রাণী ভাল আছেন বলিয়া কর্ত্তা বাবুর যত আহ্লাদ দেখিলাম, ডাক্তার বাবুর তত দেখিলাম না। তিনি নীচে আসিয়া আর কোন কথাই বলিলেন না; কেবল বলিলেন যে, তিনি আবার বেলা ৫টার সময় আসিবেন। প্রায় বেলা ৫টার সময় গিন্নী মা অত্যন্ত ভয়ের সহিত উপর

হইতে চীৎকার করিয়া আমাকে ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া আসিতে বলিলেন। রাণীর আবার মূর্চ্ছা হইয়াছে। তখনও কর্ত্তা বাবু ফিরিয়া আইসেন নাই। আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইতেছি, এমন সময়ে ভাগ্যক্রমে ডাক্তার বাবুকে আমাদের দরজার কাছেই দেখিতে পাইলাম। তিনি আপনিই রোগীকে দেখিতে আসিতেছিলেন।

আমিও ভোলানাথ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠিলাম। ডাক্তার বাবু দ্বারের কাছে যাইতেই গিন্নী মা বলিলেন,— "রাণী লীলাবতী সেই রকমই ছিলেন, ঘুম ভাঙ্গার পর হইতে তিনি কেমন এক রকম ভাব করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন। হঠাৎ তিনি একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মূর্চ্ছা হইল।" ডাক্তার বাবু কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া রোগীর নিকটে গিয়া মুখ নত করিয়া দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের খুব চিন্তিত ভাব হইল; তিনি রাণীর বুকের উপর হাত দিলেন।

গিন্নী মা ডাক্তার বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল এবং তিনি অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আছেন তো?"

ডাক্তার স্থির ও গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন,—"না; মৃত্যু হইয়াছে। কালি পরীক্ষা করিয়া দেখার পর আমার মনে ভয় ছিল যে রাণীর হঠাৎ মৃত্যু হইবে; তাহাই হইয়াছে।" গিন্নী মা ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং কয়েক পদ পিছাইয়া

আসিয়া, আপন মনে অস্ফুট স্বরে, বলিতে লাগিলেন,— "এত শীঘ্র হঠাৎ মৃত্যু হইল! চৌধুরী মহাশয় বলিবেন কি?" ডাক্তার বাবু তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি সারা রাত্রি জাগিয়া আছেন, আপনার শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছে, আপনার আর এখন এখানে থাকিয়া কাজ নাই, আপনি নীচে গিয়া মনকে স্থির করুন। আপাততঃ যাহা কর্ত্তব্য তাহার ব্যবস্থা আমি করাইয়া দিতেছি। যতক্ষণ ব্যবস্থা মত কার্য্য না হয় ততক্ষণ (আমার দিকে হাত ফিরাইয়া দেখাইলেন) ইনি এখানে থাকুন।" গিন্নী মা নীচে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিতে লাগিলেন,—"চৌধুরী মহাশয়কে কেমন করিয়া এ কথা জানাইব? ওমা, কি হইবে!" তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

গিন্নী মা চলিয়া গেলে ডাক্তার বাবু আমাকে বলিলেন,— তোমাদের বাবু তো বিদেশী লোক। তিনি বোধ হয় কলিকাতার সকল ব্যবস্থা জানেন না।" আমি বলিলাম,—"না জানাই সম্ভব।" তিনি আবার বলিলেন,—"দেখিতেছি, ইঁহাদের লোক জন বেশী নাই, হয়ত এ অবস্থায় তাঁহাদের কিছু বিব্রত হইতে হইবে। যদি সুবিধা মনে কর, তাহা হইলে যেরূপ লোকের দ্বারা এসময়ের সাহায্য হওয়া সম্ভব, আমি সেরূপ লোক দুই চারিজন পাঠাইয়া দিতে পারি।" আমি বলিলাম,—"আপনি কৃপা করিয়া সে সকল ব্যবস্থা না করিয়া দিলে ইঁহাদের বড়ই কষ্ট পাইতে হইবে। আমরা কাহাকেও চিনি না, কিছুই জানি না।" তিনি অনু-

গ্রহ করিয়া লোক পাঠাইতে সম্মত হইয়া চলিয়া গেলেন; আমি মরার নিকটে বসিয়া থাকিলাম।

কর্ত্তা বাবু বাটী আসিলেন কিন্তু উপরে আসিলেন না। আমি যখন তাঁহাকে দেখিলাম তখন তাঁহাকে দেখিয়া নিতান্ত অভিভূত বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাকে দেখিয়া নিতান্ত চিন্তিত ও অবসন্ন বলিয়া মনে হইল, কিন্তু বিশেষ দুঃখিত বলিয়া আমার মনে হইল না। দয়ার সাগর ভোলানাথ বাবু চারিজন লোক পাঠাইয়া দিলেন, তাহারা বৈষ্ণব। গিন্নী মা সৎকারের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ওঃ! সৎকারের জন্য যে তাঁহারা কত টাকাই খরচ করিলেন তাহার আর কি বলিব? অতি উত্তম খাটে বেশ করিয়া বিছানা পাতা হইল। তাহার উপর রাণীকে শুয়াইয়া শাল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। চন্দন কাষ্ঠ, ধূনা, ঘৃত প্রভৃতির দ্বারা সৎকারের ব্যবস্থা হইল। লোকেরা খাট কাঁধে লইয়া চলিল। কর্ত্তা বাবু খালি পায়ে, গামছা কাঁধে লইয়া, নিতান্ত দুঃখিত ভাবে, থপ্ থপ্ করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। গিন্নী মা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে শান্ত করিতে থাকিলাম। রাণী লীলাবতী দেবীর স্বামী তখন বিদেশে বেড়াইতে গিয়াছেন, কোন্ স্থানে আছেন তাহার স্থিরতা নাই। তাঁহাকে সংবাদ দিবার কোন সুযোগ হইল না। শক্তিপুরে বুঝি রাণীর বাপের বাড়ী; সেখানে সংবাদ গেল।

আমাকে যে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল শেষে তাহার উত্তর লিখিতেছি।

(১) আমি কি ঝি কর্ত্তা বাবুকে কখন নিজহাতে রাণীকে কোন ঔষধ খাওয়াইতে দেখি নাই।

(২) কর্ত্তা বাবুকে আমি কখন রাণীর ঘরে একা থাকিতে দেখি নাই।

(৩) রাণী এখানে আসিয়াই প্রথমে যে কেন খুব ভয় পাইয়াছিলেন তাহা আমি বলিতে পারি না। আমাকে বা ঝিকে সে ভয়ের কারণ কখনই কেহ বলেন নাই।

উপরের সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তাহার সমস্তই সত্য।

শ্রীমতী রামমাত দেব্যা। x ঢেরাসহি।

ডাক্তারের কথা।

ই সেক্সনের জন্ম মৃত্যুর রেজিষ্ট্রার মহাশয় সমীপেষু।—আমি শ্রীমতী রাণী লীলাবতী দেবীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স একুশ বৎসর। গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ৫ নং আশুতোষ দেবের লেনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। হৃদ্‌রোগ তাঁহার মৃত্যুর কারণ। পীড়া কত দিন ব্যাপী আমি তাহা জানি না। ইতি তারিখ ২৬শে জ্যৈষ্ঠ। ১২৮৫।

(স্বাক্ষর) শ্রীভোলানাথ ঘোষ।

লাইসেন্স প্রাপ্ত ডাক্তার।

বৈষ্ণবগণের কথা।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভোলানাথ বাবুর লোক, এক জন স্ত্রীলোকের সৎকারের জন্য, আমাদের ডাকিয়া আনিয়া দেয়। আমরা চারি জনে আসিয়া শুনিলাম যে, তিনি এক জন রাণী। আমরা তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নিমতলায় লইয়া আসি এবং চন্দন কাষ্ঠের চিতায় উঠাইয়া ঘৃত, ধূনা ও রত্নাদি দিয়া, সৎকার শেষ করি। আমরা প্রত্যেকে দুই টাকা হিসাবে পুরস্কার পাই। আমাদের সঙ্গে রাণীর পিসা মহাশয়ও ঘাটে গিয়াছিলেন। সৎকারে অনেক খরচ হইয়াছিল; কিন্তু আমাদের আর কিছু করিয়া দিলে ভাল হইত।

(স্বাক্ষর) শ্রীনিত্যানন্দ দাস।
শ্রীগোপীনাথ রায়।
শ্রীরামহরি দে।
শ্রীজগদ্দুর্ল্লভ দাস।

নিমতলার ঘাটের কথা।

নাম—লীলাবতী দেবী। স্বামীর নাম—রাজা প্রমোদরঞ্জন রায়। পিতার নাম—৺ প্রিয়প্রসাদ রায়। বয়স—একুশ বৎসর। মৃত্যুর দিন—২৫শে জ্যৈষ্ঠ। ১২৮৫।

(ঘাটের রেজষ্টরী বহি।)

শক্তিপুরের উদ্যানে বরদেশ্বরী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি
পার্শ্বস্থ প্রস্তর ফলকের কথা।

সুন্দরী শিরোমণি, পাপ সংস্পর্শ বিহীনা,
শ্রীশ্রীমতী রাণী লীলাবতী দেবীর
স্বর্গীয় জীবনের স্মরণার্থ
এই প্রস্তর ফলক
সংস্থাপিত
হইল।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুর কথা।

১২৮৫ সালের গ্রীষ্মারম্ভে আমি এবং আমার জীবিত সঙ্গীগণ কাবুল হইতে স্বদেশে ফিরিতে আরম্ভ করিলাম। এই সুদীর্ঘ প্রবাসে আমি বারম্বার মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছি। কিন্তু সে সকলের বিবরণ অধুনা নিষ্প্রয়োজন। অতি কষ্টের পর ১৩ ই ভাদ্র রাত্রে আমরা কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

যে অভিপ্রায়ে আমি স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে প্রস্থান করিয়াছিলাম, তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন। এই স্বারোপিত বনবাস হইতে আমি পরিবর্ত্তিত মানব হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলাম। নিদারুণ বিপদ ও কষ্ট ভোগ করিয়া আমার বাসনা কাঠিন্য লাভ করিয়াছে, আমার হৃদয় দৃঢ় হইয়াছে এবং আমার মন আত্ম নির্ভর করিতে অভ্যাস করিয়াছে। অভিনব দুর্দ্দৈব পরম্পরার

আঘাতে আমার জীবন নবীভূত ও বলীয়ান হইয়াছে। আমি আত্ম জীবনের ভবিষ্যতের অস্পষ্ট ছায়া স ভীতভাবে পলায়ন করিয়াছিলাম, অদ্য আমি সেই দুর্দ ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত পুনরাগত হই নবজীবন লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আশাভঙ্গ জনিত অ বিধেয় মনস্তাপের এক বর্ণও কদাপি ভুলিতে সক্ষম হ কি? না; আমি কেবল সে দারুণ যন্ত্রণা কেমন ক সহিতে হয় তাহা অভ্যাস করিয়াছি। যখন এই চি মাতৃভূমি হইতে প্রস্থান করি, তখনও লীলাবতী আমার চিন্তার একমাত্র বিষয়; আবার যখন সেই প্রীতি-পুর্ণ রমণীয় প্রদেশে পুনরায় প্রবেশ করি তখনও লীলাবতী দেবী আমার চিন্তার একমাত্র বি প্রেমের কি আশ্চর্য্য অন্ধতা! লীলাবতী এখন লীলাবতী এখন পরের সামগ্রী। আমার অন্ধ প্রেম এ কঠোর চিন্তা একবারও মনে উদিত হইতে দিতেছে না।

রাত্রি দশটার সময় কলিকাতায় পৌছিলাম। তখন আমাকে লীলার সংবাদ দিবে? মনোরমা দেবী আছেন কেই বা জানাইবে? অগত্যা আমাকে পর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। কিন্তু কোথায় যা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের সংবাদ পাইব? রাত্রি একবারও নিদ্রার সাক্ষাৎ পাইলাম না। স্থির কি পরদিন প্রত্যুষে শক্তিপুরে যাইব এবং আনন্দধাম সা লোক জনের নিকট হইতে তাঁহাদের সংবাদ স করিব।

গ্যাসালোক নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই আমি গাত্রোত্থান রিলাম এবং ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হইলাম। বহুক্ষণ ষ্টেশনে বসিয়া যম যন্ত্রণা ভোগ করার পর বেলা ৭টার টেৃণ আমাকে বহন করিয়া শক্তিপুর যাত্রা করিল। আমি বেলা প্রায় ১১টার সময় পূর্ব্ব পরিচিত তারার খামারে পৌঁছিলাম। আমাকে দেখিয়া তারা চিনিতে পারিল এবং একটা কাঠের আসন পাতিয়া বসিতে দিল। আমি বসিলে তারা একে একে অনেক কথা আমাকে শুনাইল! তাহার সকল কথাই আমি ধীরভাবে শুনিলাম। যাহা বলিবার নহে তাহাও সে বলিল। এখন সংসার অন্ধকার! জীবন মরুভূমি হইল। আর কেন?

আর কেন? জানি না আর থাকি কেন? যে চিতায় লীলার কোমল কলেবর ভস্মীভূত হইয়াছে তাহার লেশমাত্র ভস্ম পাওয়া যাইতে পারে কি? না, তাহা আর পাওয়া যাইবে না। তাহা পাইলে একবার মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই পবিত্র বিভূতি বিলেপিতকায় হইয়া জীবন সার্থক করিতাম। তাহা হইবার নহে। তারার মুখে শুনিলাম লীলার স্মরণার্থ আনন্দোদ্যানে এক প্রস্তর-ফলক স্থাপিত হইয়াছে। লীলাবতী দেবীর স্মৃতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য পাষাণখণ্ড কি সহায়তা করিবে? আমার হৃদয় হইতে সে স্মৃতি বিলোপ করে এমন সাধ্য কাহার আছে? তথাপি একবার সেই পরলোকগতা সতী-র নামযুক্ত পাষাণখণ্ড স্পর্শ করিতে বড়ই বাসনা হইল। আমি, ইচ্ছা আছে আমার এই শেষ বাসনা চরিতার্থ করিবার

অভিপ্রায়ে, আনন্দধাম সংলগ্ন উদ্যানোদ্দেশে
করিলাম।

ধীরে ধীরে আমি ক্রমশঃ সেই সুপরিচিত. চির ন
ও সজীবতা পূর্ণ, বহুমাসব্যাপী আশা ও হতাশার লী
বিপদ ও আশঙ্কার নিকেতন, আমার জীবনের সেই
রঙ্গভূমিতে উপনীত হইলাম। কিন্তু কি ভাবে ?
আর বুঝাইবার প্রযত্ন করিব না। সেই ক্ষেত্র হইতে
কতকাল হইল অন্তরিত হইয়াছি, কিন্তু প্রবল ?
আমাকে সকলই অচিরপূর্ব দৃষ্ট, সম্প্রতি পরিত্যক্ত
প্রতীত করিতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল,
তিনি আমার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে, রচ
হস্তে লইয়া, হাসিতে হাসিতে, অগ্রসর হইয়া আ
অহো! মৃত্যু, তোমার আক্রমণ কি কঠোর! হে
তুমি কি নির্ম্মম! হায়! আজি এ কি পরিবর্ত্তন!

আমি সেদিক হইতে ফিরিলাম। বরদেশ্বরী
সেই অমল ধবল মর্ম্মর প্রস্তরবিনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি
নেত্রপথবর্ত্তী হইল। দেখিলাম, সেই প্রতিমূর্ত্তি
বেদিকা পার্শ্বে, আর এক অভিনব বেদিকা বি
হইয়াছে। ঐ নবীন বেদিকা কি সেই চিরস্মরণীয়া
স্মরণার্থ সংগঠিত হইয়াছে ? আমি ধীরে ধীরে সেই
আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলাম। নিকট
দেখিলাম, বেদিকার একপার্শ্বে স্বর্ণাক্ষর সংযুক্ত এক
পাষাণফলক সন্নিবিষ্ট। আমি সেই নিষ্ঠুর, হৃদয়
পাঠ করিতে প্রযত্ন করিলাম। সেই দেবীর না

পাঠ করিলাম। আমার শেষ বিদায় কালে তাঁহার সেই অশ্রুভারাবনত আয়ত ইন্দীবর লোচন; সেই ঘনকৃষ্ণ কেশকলাপ সমাচ্ছন্ন অবসন্ন ও আনত শির এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত আমাকে তাঁহার কাতর ও নির্দ্দোষ অনুরোধ. ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই আমি আজি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। বড় আশা করিয়াছিলাম পুনঃ সাক্ষাতে তাঁহার সুখময় পরিবর্ত্তন দেখিয়া সুখী হইব, তাঁহাকে আনন্দময়ী দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব। হা বিধাতঃ! সে আশার কি এই পরিণাম?

আমি আর একবার সেই ক্লেশপ্রদ লিপি পাঠ করিবার প্রযত্ন করিলাম। কিন্তু না; আর তাহা দেখিব না। সেই দেবীর নামের সহিত এরূপ এক শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে যে তৎপাঠে আমার চিন্তাগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে এবং আমাকে তাঁহার চিন্তা হইতে বিচ্যুত করিতেছে। অতএব বেদিকার এ পার্শ্বে না থাকিয়া অপর দিকে গমন করিলাম। আমি সেই স্থানে গিয়া উভয় বাহু দ্বারা সেই বেদীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলাম এবং বেদিকার উপরে ... পন করিয়া উপবেশন করিলাম। তখন বাহ্য জগৎ ... নয়ন ও অন্তর হইতে অন্তরিত হইল। তখন আমি "... ঈশ্বরি! সর্ব্বস্ব ধন! কোথায় তুমি?" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। "গত কল্য বলিলেই হয়, আমি তোমার ... হইতে চলিয়া গিয়াছি,—গত কল্য বলিলেই হয়, ... সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছে—আর আজি

তুমি কোথায়? প্রাণেশ্বরি! আমার হৃদয় রত্ন! আজি কোথায়?"

কতক্ষণ আমি সেই ভাবেই পড়িয়া রহিলাম। দূ এক অস্ফুট শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে লা শব্দ ক্রমশঃ আমার নিকটে আসিতে লাগিল। তখন অ বোধ হইল তাহা মানবের পদধ্বনি। শব্দ থামিয়া আমি বেদিকার উপর হইতে মস্তকোত্তোলন করিলাম। সূর্য্য অস্তোন্মুখ। তাহার বক্র স্নিগ্ধ কিরণ সম্পাত উদ্ভাসিত। আকাশ মেঘ বিহীন। সুগন্ধ মারুত চারি দিক আমোদিত। আমি দেখিলাম সেই বে বিপরীত দিকে, দুই অবগুণ্ঠনবতী রমণী সেই দেখিতেছেন এবং আমাকেও দেখিতেছেন। দুই একটু অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং আমার শি দাঁড়াইলেন। তখন রমণীদ্বয়ের এক জন অবগুণ্ঠন করিয়া ফেলিলেন। আমি সেই সান্ধ্য আলোকে, স দেখিলাম তিনি মনোরমা দেবী। সে মুখে ঘটিয়াছে! যেন কত বর্ষমেয় কালের ভ সহ্য করিতে হইয়াছে। দেখিলাম, সেই উজ্জ্বল লোচন অধুনা নিতান্ত ভয়-চকিত আমার প্রতি চাহিয়া আছে। বদন-মণ্ডল ও অবসন্ন হইয়াছে। যাতনা, মনস্তাপ ও অনশনেয় অঙ্কপাত করিয়াছে।

আমি বেদিকা পরিত্যাগ করিয়া তাঁ পদ মাত্র অগ্রসর হইলাম। কিন্তু তিনি